রাঁচি, বুধবার
31:05:2023
web : www.rashtriyakhabar.com

বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK

Page >> 8 Rate >> 3 Rupee >> Year >> 03 Vol >>226 >>16 Joystha 1430 >> epaper.rashtriyakhabar.com পৃষ্ঠা >> ০৮ মূল্য >> ৩ টাকা বর্ষ >> ০৩ অংক >> ২২৬ >> << ১৬ই, জ্যৈষ্ঠ ১৪৩০>>

বার্লিনের রেস্তোরাঁয় কাসাভা ও ট্যাপিওকার সম্ভার

বার্লিন ঃ কাসাভা বাংলায় শিমুল আলু নামেও পরিচিত। পর্তুগিজদের কল্যাণে এই শিকড়ও দক্ষিণ অ্যামেরিকা থেকে আফ্রিকা ও এশিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে। বার্লিনের এক রেস্তোরাঁয় ট্যাপিওকার বৈচিত্র্য ফুটে উঠছে। ক্রান্তিমণ্ডলীয় অঞ্চলের লাখ লাখ মানুষের কাছে কাসাভা মৌলিক খাদ্যের মধ্যে পড়ে। জার্মানির বার্লিন শহরেও মারিয়ানা পিতাংগার মতো কাসাভার ভক্তের সংখ্যা কম নয়। তাঁর রেস্তোরাঁর প্রায় সব পদের মধ্যেই কাসাভা ও সেই শিকড়ের স্টার্চ হিসেবে ট্যাপিওকা থাকে। মারিয়ানা বলেন, ''ট্যাপিওকা নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটির সময়ে ট্যাপিওকারিয়া রেস্তোরাঁর আইডিয়া মাথায় আসে। উপকরণ হিসেবে ট্যাপিওকার যে বহুমুখী ব্যবহার সম্ভব, আমি তা দেখিয়ে দিতে চেয়েছিলাম। অ্যাপেটাইজার থেকে ডেসার্ট পর্যন্ত সব কিছু প্রস্তুত করা যায়। গোটা মেনু কার্ড জুড়েই ট্যাপিওকা রয়েছে। সেটাই ছিল মূল আইডিয়া।''

বাজার দর

SENSEX : 62969.13 +122.75
NIFTY : 18633.86 +35.20

রাঁচি PARA UPDATE

সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
37.00 °c	26.00 °c

সূর্যাস্ত (আজ) >> 18 .30 টা
সূর্যোদয় (কাল) >> 05 .02 টা

গহনার বাজার

সোনা (বিক্রী) 58,650 টাকা./10 গ্রাম
সোনা (ক্রয়) 61,580 টাকা./10 গ্রাম
রুপা >> 83,700 টাকা./কিলো

রাষ্ট্রীয় খবর সংক্ষিপ্ত খবর

ভক্তদের আরো একটি আইপিএল উপহার দিতে চান ধোনী

কলকাতা ঃ পঞ্চমবার আইপিএল ট্রফি জিতে নিল চেন্নাই সুপার কিংস। ধোনী জানিয়ে দিলেন, এখনই অবসর নয়। ফাইনাল হলো ফাইনালের মতোই। শেষ বল পর্যন্ত টান টান উত্তেজনা। জাডেজার শেষ রানে ২০২৩ আইপিল জিতে নিল চেন্নাই সুপার কিংস। পঞ্চমবার। কাপ তুলে নিলেন 'ক্যাপ্টেন কুল' ওরফে মহেন্দ্র সিং ধোনী। গুজরাত পরাজিত হলেও লড়াই হয়েছে টান টান। তবে ম্যাচের শেষে সকলেরই আগ্রহ ছিল একটি প্রশ্ন ঘিরে। এটাই কি শেষ আইপিএল ধোনীর? ট্রফি হাতেই কি অবসর ঘোষণা করবেন তিনি? ট্রফি হাতে এই প্রশ্নের সম্মুখিন হতে হয়েছে ধোনীকে। ধোনী জানিয়েছেন, তার মতে এটাই অবসর নেওয়ার সেরা সময়। পুরো বছরটাই খুব ভালো কেটেছে তার। তিনি ভেবেওছিলেন অবসর নেবেন। কিন্তু দর্শকেরা যে ভালোবাসা তাকে দিয়েছেন এবং এখনো দিচ্ছেন, তাতে একটি উপলব্ধি হয়েছে তার। দর্শকদের একটি পুরস্কার দেওয়া উচিত। তাই নয়মাস পর আবার আইপিএল শুরু হওয়ার আগে নিজেকে তৈরি করতে চান তিনি। ধোনী বলেছেন, তিনি নিজেকে তৈরি করবেন। নিয়মিত প্র্যাকটিস করবেন। ছয়সাত মাস সময় দিয়ে দেখবেন শরীর ঠিকমতো চলছে কি না। যদি চলে, তাহলে আগামী আইপিএলেও খেলবেন তিনি। আর সেটাই হবে তার দর্শকদের উপহার। এই নিয়ে পঞ্চমবার আইপিএল জিতে নিল চেন্নাই। আমদাবাদের মাঠে গুজরাতকে হারানো সহজ ছিল না। গোটা স্টেডিয়াম ভরে ছিল গুজরাতের সমর্থকে। আবহাওয়াও অনুকূল ছিল না। রোববার আইপিএল ফাইনাল হওয়ার কথা থাকলেও বৃষ্টির জন্য তা বানচাল হয়ে যায়। সোমবার ফাইনাল আয়োজিত হয়। তবে এই সব প্রতিকূলতা উপেক্ষা করে শেষ পর্যন্ত জয়ী হয়েছে ক্রিকেট।

বাইরনের দলবদলে রাজনৈতিক বিতর্ক

কলকাতা ঃ কংগ্রেস বিধায়ক বাইরন বিশ্বাসের তৃণমূলে যোগদান ঘিরে তুঙ্গে বিতর্ক। তিন মাস আগে উপনির্বাচনে তৃণমূলকেই হারিয়েছিলেন তিনি।

রাজ্যের মন্ত্রী সুব্রত সাহার মৃত্যুতে শূন্য হয়েছিল মুর্শিদাবাদে সাগরদিঘি কেন্দ্রটি। এখানকার উপনির্বাচনে তৃণমূল ও বিজেপিকে পিছনে ফেলে জয়ী হন বাইরন। বাম ও কংগ্রেসের জোট প্রার্থী জেতেন ২৩ হাজার ভোটে। সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এই বিধানসভা আসনে তৃণমূলের পরাজয় ছিল চমকে দেয়ার মতো। জোট প্রার্থীর জয়কে 'সাগরদিঘি মডেলের' তকমাও দেয়া হয়। কিন্তু তিন মাসের মধ্যে সেই মডেলের 'মুখ' নিজেই যোগ দিলেন শাসক দলে। সোমবার তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত থেকে ঘাসফুল পতাকা তুলে নেন বাইরন। ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেস একটি আসনও জিততে পারেনি। বাইরন 'হাতের' খাতা খুলেছিলেন। কিন্তু অল্প দিনেই আবার শূন্যে নেমে গেল রাহুল গান্ধী দল। সাংবাদিক বৈঠকে অভিষেক জানিয়েছেন, বেশ কিছুদিন ধরেই বাইরন তৃণমূলের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করছিলেন। সেটা আগে সম্ভব হয়নি। বাইরন ঠিক করে রেখেছিলেন, ভোটে জিতে তৃণমূলে নাম লেখাবেন। অভিষেকের পাশে বসে বিধায়কের বক্তব্য, কংগ্রেসে থেকে কাজ করতে পারছিলাম না। এলাকার উন্নয়নের স্বার্থে তৃণমূলে যোগ দিলাম। আমি তৃণমূলেই ছিলাম, আমার জয়ে কংগ্রেসের অবদান নেই। বাইরনের দলবদল প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর চৌধুরীর কাছে বড় ধাক্কা। যদিও তিনি বলেন, যে খেলা তৃণমূল খেলছে, সেই খেলাতেই একদিন তারা ধ্বংস হবে। মানুষের রায়কে মেনে নেয়ার ক্ষমতা তৃণমূলের নেই। সাগরদিঘির ভোটে বামেরা পূর্ণ শক্তিতে ময়দানে নেমেছিল। সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম বলেছেন, কেনাবেচাই তৃণমূলের রাজনীতি। তাই ভোটে হেরে বিধায়ককে কিনেছে তারা। এটা সাগরদিঘির জনাদেশের অপমান।অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় দল ভাঙানোর অভিযোগ খারিজ করে দিয়েছেন। তার মন্তব্য, দল ভাঙার ইচ্ছে থাকলে বাইরনকে মুর্শিদাবাদে নবজোয়ারের কর্মসূচিতে যোগদান করাতে পারতাম। আমরা সেটা করিনি। এখনই বোতাম টিপলে কংগ্রেসের চারজন সাংসদ তৃণমূলে চলে আসবেন। কিন্তু আমরা দল ভাঙানোর পক্ষে নই। গত বিধানসভা নির্বাচনের পর বিজেপির একাধিক বিধায়ক ইতিমধ্যেই ঘাসফুল শিবিরে নাম লিখিয়েছেন। বাইরন প্রসঙ্গে দলের সর্বভারতীয় সহসভাপতি দিলীপ ঘোষ বলেন, একজন বিধায়ককে কিনে সংখ্যালঘুদের আস্থা তৃণমূল ফেরত পাবে না। মুর্শিদাবাদ, মালদা, দিনাজপুরে সংখ্যালঘুরা দলে দলে কংগ্রেসে ফিরছেন। নির্বাচনে তৃণমূল সেটা বুঝতে পারবে। ২০২১-এর ভোটে বাম, কংগ্রেস ও আইএসএফ জোট করে লড়েছিল। তাদের শিবিরের একমাত্র বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকী বলেন, শাসক দল ভয় দেখিয়ে বা লোভ দেখিয়ে বিধায়কদের তাদের দিকে টেনে আনে। বাইরনের ক্ষেত্রে কী হয়েছে জানি না। তবে এতে তৃণমূল বিরোধী লড়াইয়ে ভাটা পড়বে না। যে দলের বিরুদ্ধে সাগরদিঘির মানুষ ভোট দিয়েছিলেন, সেই দলেই যোগ দিয়েছেন বিধায়ক। এ কারণে সাগরদিঘির কংগ্রেস ও বাম কর্মীরা শুধু নন, ভোটারদের একাংশ বিধায়কের আচরণে ক্ষুব্ধ। বাইরনের পদক্ষেপকে 'অনৈতিক' বলে মনে করেন প্রবীণ সাংবাদিক আশিস ঘোষ। তিনি বলেন, একটা দলের বিরুদ্ধে ভোটে জিতে তিন মাস পর সেই দলেই যোগ দেয়া এলাকার মানুষের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা বলাই যায়। গত কয়েক বছর ধরে দলবদলের এই প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। সর্বভারতীয় স্তরে বিজেপির বিরুদ্ধে বিরোধী দলগুলিকে এক ছাতার তলায় নিয়ে আসার উদ্যোগ দেখা যাচ্ছে। কংগ্রেস ও তৃণমূল উভয়েরই এই মঞ্চে শামিল হওয়ার কথা। ১২ জুন বিরোধী দলগুলির বৈঠক রয়েছে বিহারের পাটনায়। এরই মধ্যে বাইরনের দলবদলে কংগ্রেস হাইকম্যান্ড ক্ষোভ জানিয়েছে। একে 'বিশ্বাসঘাতকতা'র তকমা দিয়েছেন কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নেতা জয়রাম রমেশ। গোয়া, ত্রিপুরা, মেঘালয়ের প্রসঙ্গ টেনে তার টুইট, এতে বিজেপির লাভ হবে, বিরোধীরা দুর্বল হবে।

© Payel Samanta/DW

জম্মুশ্রীনগর হাইওয়েতে দুর্ঘটনা, মৃত ১০

কাটরা ঃ কাটরার কাছে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। একটি বাস খাদে পড়ে যাওয়ায় ১০জন পর্যটকের মৃত্যু হয়েছে। আহত বহু। জম্মুশ্রীনগর হাইওয়ে বরাবরই দুর্ঘটনাপ্রবণ বলে পরিচিত। সোমবার সকালে পাঞ্জাবের অমৃতসর থেকে বাসটি বৈষ্ণবদেবী মন্দিরের দিকে যাচ্ছিল। অভিযোগ, বাসটিতে জায়গার চেয়ে বেশি যাত্রী ছিল। কাটরার কাছে ঝাজ্জর কোটলি অঞ্চলে একটি ব্রিজে ওঠার সময় বাসের চাকা স্কিট করে। এরপর বাসটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সোজা খাদে গিয়ে পড়ে। ঘটনাস্থলের কাছেই একটি সেনা ছাউনি আছে। সেনা জেওয়ানরা দ্রুত উদ্ধার কাজে নেমে পড়েন। এখনো পর্যন্ত ৫৫ জনকে উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। তাদের মধ্যে কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। ১০ জনের মৃত্যু হয়েছে বলে সেনা সূত্র জানিয়েছে। বছরের এই সময় চারধাম যাত্রা চলে। একই সঙ্গে বহু পূণ্যার্থী বৈষ্ণবদেবী মন্দির দর্শনে যান। কাটরা থেকে পায়ে হেঁটে ওই মন্দিরে যেতে হয়। জম্মুশ্রীনগর হাইওয়েই ওই মন্দিরে যাওয়ার একমাত্র রাস্তা। এদিন সেখানেই এই দুর্ঘটনা ঘটে।

আইপিএলএর টাকাকড়ি এবং বেটিং

কলকাতা ঃ আইপিএলএ এখন অনলাইন গেমিং অ্যাপে বেটিং হয়। হিসেব বলছে, আইপিএলএর বিজ্ঞাপনের বড় অর্থ আসে বেটিং অ্যাপগুলি থেকে।

২০২৩ সালের পুরুষদের যে আইপিএল সোমবার শেষ হলো, তার ব্রডকাস্টের সত্ত্ব ছিল ভায়াকম ১৮ এর হাতে। এবছরের আইপিএলএর পুরো সিসনের জন্য তাদের মোট আয়ের লক্ষ্য ছিল তিন হাজার ৭০০ কোটি টাকা। সূত্র জানাচ্ছে, এই আয়ের লক্ষ্য পূরণ করেছে ভায়াকম। উল্লেখ্য, পুরুষদেরআইপিএলএ মোট ম্যাচের সংখ্যা ছিল ৭৪। নারীদের আইপিএলএর মোট ম্যাচ ২০টি। এই পুরো ৯৪টি ম্যাচের জন্য চার হাজার কোটি টাকার কাছাকাছি আয়ের লক্ষ্যমাত্রা স্থির করেছিল ভায়াকম।

এবিষয়ে সরাসরি ভায়াকমের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেছিল ডয়চে ভেলে। কিন্তু তারা কোনো উত্তর দেয়নি। তবে আইপিএলএর ব্যবসার খবর যারা রাখেন, তাদের বক্তব্য, সিসনের প্রথম অংশেই আয়ের লক্ষ্যমাত্রা ছুঁয়ে ফেলেছে ভায়াকম। কিন্তু কীভাবে ছুঁলো?

আইপিএলএর আয়ের অন্যতম মাধ্যম বিজ্ঞাপন। বিজ্ঞাপন থেকেই প্রায় গোটা আয়ের টাকা এবং মূলধন উপার্জিত হয়। বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য, এবছর যে ১৬তম পুরুষদের আইপিএল অনুষ্ঠিত হলো, তার প্রথম পর্বেই অর্থাৎ, গ্রুপ পর্বেই বিজ্ঞাপনের ২০ শতাংশ অনলাইন গেমিং অ্যাপগুলি থেকে এসেছে। এই অ্যাপগুলির মাধ্যমেই অনলাইনে বেটিং করা যায়। নিজের টিম তৈরি করে টাকা জেতার মাধ্যম এই গেমিং অ্যাপগুলি। খেলোয়াড় থেকে প্রশাসক সকলেই এই গেমিং অ্যাপগুলির বিজ্ঞাপনের সঙ্গে যুক্ত।

অনলাইন গেমিং অ্যাপের প্রভাব নিয়ে কাজ করে এমন একটি সংস্থা ডয়চে ভেলেকে জানিয়েছে, ফাইনাল পর্বে এই অর্থের পরিমাণ আরো খানিকটা বেড়েছে বলেই তাদের ধারণা। যদিও এবিষয়ে সার্বিক রিপোর্ট এখনো তাদের হাতে এসে পৌঁছায়নি। তবে তাদের ধারণা, শেষপর্যন্ত মোট বিজ্ঞাপনের ৩০ শতাংশ কেবলমাত্র অন লাইন গেমিং অ্যাপ থেকে এলেও আশ্চর্য হওয়ার কোনো কারণ নেই। লক্ষণীয়, গত বছরের চেয়ে এই সংখ্যাটা এবার বেশ কয়েকগুণ বেড়েছে। অনলাইন গেমিং অ্যাপগুলি এভাবে রমরমিয়ে চললে আগামী বছর এই সংখ্যাটি ৫০ শতাংশ পর্যন্ত যেতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

বিজ্ঞাপনের নিরিখে অনলাইন গেমিং অ্যাপের পিছনেই আছে পানমশলা। বস্তুত, ট্যাম স্পোর্টস আইপিএলএর প্রথম অংশের বিজ্ঞাপন নিয়ে একটি রিপোর্ট পেশ করেছে। তাতেই এই বিষয়গুলি আরো বেশি স্পষ্ট হয়েছে। অথচ গত বছরেও আইপিএলএর বিজ্ঞাপনের চরিত্র আলাদা ছিল। সেবার বিজ্ঞাপনের তালিকায় প্রথম সারিতে ছিল ইশিক্ষা, ইশপিং এবং ইওয়ালেটের মতো সংস্থাগুলি। এবছর রাতারাতি সে জায়গায় চলে এসেছে অনলাইন গেমিং অ্যাপ। পুলিশের এক সূত্র ডয়চে ভেলেকে জানিয়েছে, আইপিএলএর গ্রুপ পর্বেই প্রতি ম্যাচে তিন থেকে সাড়ে তিনহাজার টাকার বেটিং হয়েছে বলে তাদের কাছে খবর আছে। ফাইনাল পর্বে এই অর্থ আরো দেড় গুণ পর্যন্ত বেড়েছে বলে তাদের ধারণা। তবে ফাইনাল পর্বের অংক এখনো তাদের হাতে এসে পৌঁছায়নি।

হুমকি

ন্যাটোর থাবা থমকে দিতে ইউক্রেনের উপর কবজা করা জরুরি বলে যুক্তি দিয়েছিল রাশিয়ার নেতৃত্ব

রাশিয়াকে কড়া বার্তা দিতে চলেছে ইউরোপ

মলডোভা ঃ ইউরোপীয় ইউনিয়নসহ প্রায় ৪৭টি দেশের শীর্ষ নেতা বৃহস্পতিবার মলডোভায় মিলিত হয়ে কৌশলগত হুমকি নিয়ে আলোচনা করবেন। মলডোভা ও ইউক্রেনের প্রতি তাদের সংহতির বার্তা মস্কোর জন্য স্বস্তিকর হবে না।

গত বছর ইউক্রেনের উপর হামলার 'অজুহাত' হিসেবে রাশিয়া নিজের সীমানার দোরগোড়ায় পশ্চিমা বিশ্বের বেড়ে চলা প্রভাব তুলে ধরেছিল। বিশেষ করে সামরিক জোট ন্যাটোর থাবা থমকে দিতে ইউক্রেনের উপর কবজা করা জরুরি বলে যুক্তি দিয়েছিল রাশিয়ার নেতৃত্ব। অথচ বাস্তবে ইউক্রেনসহ রাশিয়ার সীমান্তের কাছের একাধিক দেশ বেশ কয়েক বছর ধরে ইইউ ও ন্যাটোর কাছে 'অবহেলিত' থেকেছে। এই দুই জোটে যোগদানের কোনো বাস্তব সম্ভাবনার আশ্বাস পায় নি ইউক্রেন, জর্জিয়া, মলডোভা ইত্যাদি দেশ।

ইউক্রেনের উপর রাশিয়ার হামলা সেই বাস্তবতা বদলে দিচ্ছে। বহু বছরের 'অবহেলা' ঝেড়ে ফেলে পশ্চিমা বিশ্ব এবার সত্যি রাশিয়ার থাবা থেকে প্রতিবেশীদের মুক্ত রাখতে দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে। মলডোভার রাজধানী চিসিনাউ-এর উপকণ্ঠে বৃহস্পতিবার ইউরোপের প্রায় ৪৭টি দেশের শীর্ষ নেতা মিলিত হয়ে রাশিয়াকে সেই বার্তা দিতে চলেছেন। ইউরোপীয় রাজনৈতিক সংঘ - ইপিসির দ্বিতীয় শীর্ষ সম্মেলনে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনার জন্য যথেষ্ট সময় না থাকলেও এর মাধ্যমে ইউরোপীয় সমন্বয় প্রক্রিয়ায় মলডোভার প্রতি সমর্থন যথেষ্ট স্পষ্ট হয়ে যাবে বলে ধরে নেওয়া হচ্ছে। শীর্ষ সম্মেলনের আগেই ইইউ নেতারা ছোট ভিডিও পোস্ট করছেন। সেগুলিতে হ্যাশট্যাগ হিসেবে 'মলডোভা নট অ্যালোন' ব্যবহার করা হচ্ছে। জার্মান চ্যান্সেলর ওলাফ শলৎস এই সম্মেলনকে রাশিয়ার 'উপনিশেবাদ'-এর বিরুদ্ধে স্পষ্ট বার্তা হিসেবে বর্ণনা করেছেন। প্রতিবেশী ইউক্রেনের উপর রাশিয়ার হামলা এবং মলডোভার নিজস্ব ভূখণ্ডে রাশিয়ার বিচ্ছিন্নতাবাদী প্রয়াস সে দেশের দুশ্চিন্তার কারণ। এমনকি ট্রান্সনিস্ট্রিয়া অঞ্চলে রাশিয়ার স্বঘোষিত 'শান্তি রক্ষী বাহিনী'-ও মোতায়েন রয়েছে। পশ্চিমা বিশ্বের ঘনিষ্ঠ হিসেবে পরিচিত মলডোভার প্রেসিডেন্ট মাইয়া সান্ডু নিজের দেশ ও সরকারের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে ইউরোপের আরও সহায়তার আবেদন করে চলেছেন। তার আশা, ইপিসির শীর্ষ সম্মেলন সেই সংহতির বার্তা দেবে। মাত্র ২৬ লাখ জনসংখ্যার এই রাষ্ট্রে এই প্রথম এত বড় আকারের শীর্ষ সম্মেলন মস্কোর কাছে অস্বস্তিকর হবে বলে ধরে নেওয়া হচ্ছে। ইউরোপীয় ইউনিয়নের কাঠামোর বাইরের এই বৃহত্তর রাষ্ট্রজোট সাধারণ কৌশলগত হুমকি নিয়ে আলোচনার মঞ্চ হিসেবে গড়ে তোলা হয়েছে।

রাশিয়ার আগ্রাসনের মুখে ইউক্রেন ও মলডোভা ইউরোপীয় ইউনিয়নে যোগদানের প্রার্থী হিসেবে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি পেয়েছে। রাশিয়ার হামলা না ঘটলে সেই স্বীকৃতি পেতে আরও বিলম্ব হতো, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। তবে ইইউতে পথে দুই দেশের সামনে এখনো অনেক বাধা রয়েছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। মলডোভায় ইপিসি সম্মেলনে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভোলোদোমির জেলেনস্কিও সশরীরে উপস্থিত থাকতে পারেন। জেলেনস্কি দ্রুত ইইউতে যোগদানের আশা করলেও দীর্ঘ প্রক্রিয়া সম্পর্কে হতাশা প্রকাশ করেছেন।

বাংলা দৈনিক জাতীয় খবর রাজনীতি
JATIO KHOBOR BANGLA DAINIK
web : www.rashtriyakhabar.com
epaper.rashtriyakhabar.com

২০০০ টাকার নোট আর ছাপবে না রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া

মালদা ঃ ২০০০ টাকার নোট আর ছাপবে না রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া। হটকারী এই সিদ্ধান্তে কিছুটা হলেও অর্থনীতিতে প্রভাব পড়বে। শনিবার মালদা শহরের নেতাজি মোড়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে জানালেন ওয়েস্ট বেঙ্গল এক্সপোর্টার্স কোঅর্ডিনেশন কমিটির রাজ্য সম্পাদক উজ্জ্বল সাহা। অতি মহামারী কাটিয়ে চেনা ছন্দে ফিরেছিল ব্যবসা-বাণিজ্য। অর্থনীতির প্রসার ঘটতে শুরু করেছিল। কিন্তু রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার হটকারী সিদ্ধান্তে আবারো সমস্যায় পড়তে চলেছেন বণিক মহল। অর্থনীতিতে আবারও প্রভাব পড়ার আশঙ্কা। সম্প্রীতি রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া জানিয়েছে, ২০০০ টাকার নোট আর ছাপা হবে না। বাজারে আপাতত যা ২০০০ টাকার নোট আছে তা বৈধ। তবে আগামী ৩০ শে সেপটেম্বরের মধ্যে তা ব্যাঙ্কে জমা করতে হবে। পরিবর্তে গ্রাহকরা অন্য নোট নিতে পারবেন। এই বিষয়ে ওয়েস্ট বেঙ্গল এক্সপোর্টার্স কোঅর্ডিনেশন কমিটির রাজ্য সম্পাদক উজ্জ্বল সাহা জানান, অতি মহামারী কাটিয়ে স্বাভাবিক ছন্দে ফিরছিল অর্থনীতি। কিন্তু রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার এই সিদ্ধান্তে আবারো অর্থনীতিতে প্রভাব পড়ার আশঙ্কা করছেন তারা।

বিপুল পরিমাণে উদ্ধার হওয়ায় বাজিগুলি ফাটিয়ে নিষ্ক্রিয় করা হয় পুলিশ প্রশাসনের তরফে

মালদা – বিভিন্ন সময়ে উদ্ধার হওয়া অবৈধ শব্দ বাজি নিষ্ক্রিয় করল পুখুরিয়া থানার পুলিশ। যথারীতি সতর্কতা অবলম্বন করে বিপুল পরিমাণে উদ্ধার হওয়ায় বাজিগুলি ফাটিয়ে নিষ্ক্রিয় করা হয় পুলিশ প্রশাসনের তরফে। শনিবার পুকুরিয়া থানার অন্তর্গত গবরজোনা কালী মন্দিরের পার্শ্ববর্তী শ্মশানের নির্জন এলাকায় পৌঁছায় পুলিশ আধিকারিকরা। উপস্থিত ছিলেন মহকুমা পুলিশ আধিকারিক শুভেন্দু মন্ডল।এছাড়াও পুখুরিয়া থানার ওসি গৌতম চৌধুরী সহ পুলিশ কর্মীরা। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গত প্রায় বছরখানেক ধরে বিভিন্ন প্রান্তে অভিযান চালিয়ে অবৈধ শব্দবাজি গুলি উদ্ধার করেছিল পুলিশ। যেখানে প্রায় ৪০ কেজি শব্দবাজি ফাটিয়ে নিষ্ক্রিয় করা হয়। বটঞ বম্ব স্কোয়াড, দমকল বিভাগের আধিকারিকদের উপস্থিতিতে সমস্ত রকম সতর্কতা অবলম্বন করে বাজিগুলি ফাটিয়ে নিষ্ক্রিয় করা হয়।

ট্রাকের ধাক্কায় গুরুতর আহত পথচারী

উত্তর দিনাজপুরঃ সকাল ছয়টা নাগাদ শ্রীকৃষ্ণপুর গোবিন্দপুর পঞ্চায়েত এলাকায় এক ব্যক্তির ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনা হয়। গণেশ নন্দী নামক ব্যক্তিকে লরি ধাক্কা মেরে সেই লরি নিজেই রাস্তার ধারে এক গর্তে পড়ে যায়। এবং ড্রাইভার পলাতক। খবর পাওয়া মাত্রই ঘটনাস্থলে পরিবারের লোক ও এলাকার লোকজন আসে। তারপর তাকে ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায়। ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসার পর জানা যায় সেই ব্যক্তির শারীরিক পরিস্থিতি ঠিক নেই তাই কিছুক্ষণ পর উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজে রেফার করে দেয়।

ADRM অফিসে বিক্ষোভ দেখাল NJP শ্রমিক সংগঠন

শিলিগুড়ি ঃ কাঠিহার ডিভিশন রক্ষনাবেক্ষন করলেও বন্দে ভারতের পরিচালনার দায়িত্ব পেয়েছে আলিপুরদুয়ার ডিভিশন।রেলের এমন সিদ্ধান্তের বিরোধিতায় আন্দোলনে সরব হল এন এফ রেলওয়ে মজদুর ইউনিয়নের এন জে পি শাখা।বন্দেভারতের পরিচালনার দায়িত্ব আলিপুরদুয়ার থেকে সরিয়ে এনজেপির দায়িত্বে দেওয়া হোক, এমন দাবি নিয়ে বৃহস্পতিবার এ ডি আর এম অফিসে ধর্না পদর্শন করে মজদুর ইউনিয়নের পক্ষ থেকে।

টাটা সুমো ও ট্রাক্টরের সংঘর্ষে একজন নিহত, ৫ জন আহত

শিলিগুড়ি ঃ টাটা সুমো ও ট্রাক্টরের মুখোমুখি সংঘর্ষ। বৃহস্পতিবার সকালে খড়িবাড়ির প্রসাদু জোত এশিয়ান হাইওয়ে২ টাটা সুমো ও ট্রাক্টরের মুখোমুখি ধাক্কায় মৃত্যু হল এক যাত্রীর। টাটা সুমোটি চলন্ত অবস্থায় আসার সময় একটি চাকা খুলে গিয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ট্রাক্টরকে মুখোমুখি ধাক্কা দেয়। ঘটনাস্থলে টাটা সুমোর এক যাত্রীর মৃত্যু হয়েছে এবং ৫জন যাত্রী জখম হয়।

জমিতে পুকুর খুরতে গিয়ে বোমা ফেটে গুরুতর আহত এক শ্রমিক

কোচবিহার ঃ জমিতে পুকুর খুরতে গিয়ে বোমা ফেটে গুরুতর আহত এক শ্রমিক। ঘটনাটি ঘটেছে দিনহাটার ভেটাগুড়ি দক্ষিণ বালাডাঙ্গা এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে খবর মোজাফফর মিয়া সহ আরও এক শ্রমিক এদিন সকালে এক প্রতিবেশীর জমিতে পুকুর খননের কাজ করছিল। সেই সময় মাটির নিচে থাকা একটি বোমা কোদালের আঘাতে ফেটে যায়। দুজনের মধ্যে একজন শ্রমিক আগেই পুকুর খননের কাজ শেষ করে উঠে আসায় অপরজন অর্থাৎ মোজাফফর মিয়া গুরুতর আহত হয়। স্থানীয়রা গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করে।তৎক্ষণাৎ খবর দেওয়া হয় দিনহাটা থানার পুলিশকে।ঘটনাস্থল থেকে আরও একটি তাজা বোমা উদ্ধার হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর। গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে দিনহাটা থানার পুলিশ।

উত্তর সিকিমে ভূমিধস ও রাস্তা অবরোধের কারণে আটকে পড়া ৫০০ পর্যটককে উদ্ধার করেছে ভারতীয় সেনাবাহিনী

সিকিম ঃ লাচেন, লাচুং এবং চুংথাংএ প্রবল মুষলধারে বৃষ্টির ফলে, প্রায় ৫০০ পর্যটক যারা লাচুং এবং লাচেন উপত্যকায় বেড়াতে এসেছিলেন তারা ভূমিধস এবং পথে রাস্তা অবরোধের কারণে চুংথাংএ আটকে পড়েছেন। এসডিএম চুংথাংয়ের অনুরোধে,ভারতীয় সেনাবাহিনী উদ্ধার কাজে নেমে পড়ে এবং আটকে পড়া পর্যটকদের উদ্ধার করে।আটকে পড়া পর্যটকদের মধ্যে ২১৬ জন পুরুষ, ১১৩ জন মহিলা এবং ৫৪ জন শিশুকে তিনটি আলাদা সেনা ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া হয় এবং তাদের গরম খাবার এবং গরম কাপড় সরবরাহ করা হয়। তিনটি মেডিকেল টিম গঠন করা হয় যারা সমস্ত পর্যটকদের পরীক্ষা করে। সেনাবাহিনীর মেডিকেল টিমের প্রাথমিক চিকিৎসার পরীক্ষায় সব পর্যটকের অবস্থা স্থিতিশীল বলে জানা গেছে। গভীর রাতে একজন মহিলা যিনি দিনে গুরুডোগমার লেকে গিয়েছিলেন তিনি গুরুতর আহত হয়েছিলেন। নিকটবর্তী হাসপাতালের মহিলাকে নিয়ে গিয়ে দ্রুত তার চিকিৎসা করানো হয়। তাকে তাৎক্ষণিক চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয় এবং মেডিকেল হাসপাতালের আইসিইউতে স্থানান্তরিত করা হয়। সকালের মধ্যে সে স্থিতিশীল ছিল। এদিকে, দ্রুততার সাথে যানবাহন চলাচলের জন্য রাস্তাটি পরিষ্কার করার চেষ্টা চলছে। পর্যটকদের আগাম যাত্রার পথ পরিষ্কার না হওয়া পর্যন্ত তাদের সম্ভাব্য সব ধরনের সহায়তা প্রদান করা হবে।

জেলা পুলিশের তরফে ছাত্রীদের নিয়ে বিশেষ সচেতনতা শিবিরের আয়োজন

জলপাইগুড়ি– জলপাইগুড়ি জেলা পুলিশের সদর দপ্তরের এক শিক্ষা মূলক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ছাত্রীদের বিশেষ কিছু আইনের অধিকার সহ নানান ক্রিড়া কৌশল অবলম্বন করে সচেতন করার প্রয়াস শুরু করা হয়।এই প্রসঙ্গে জেলা পুলিশের ডিএসপি ক্রাইম বিক্রমজিৎ লামা জানান, মূলত টিন এজারদের নিয়েই এই সচেতনতা মূলক কর্মসূচি।আগামীতে এই কর্মসূচি আরও বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে দেবার চেষ্টা করবো আমরা।অপরদিকে অরবিন্দ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক খৌনিশ গুহ বলেন, এটি একটি সময়পযোগী কর্মসূচি এর থেকে বিশেষত ছাত্রীরা তাদের অনেক আইনি অধিকার প্রসঙ্গেও জানতে পারবে। প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করতে আসা ছাত্রীরা জানান, নারী পাচার রোধ সহ বিভিন্ন বিষয়ের উপর অভিনয়ের মধ্য দিয়ে দেখানো হলো। এধরনের সোশ্যাল এওয়ারনেস প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করতে পেরে অনেক কিছু জানা গেল।আলোচনায় যা যা জানলাম সকলকে শেয়ার করে মানুষকে সচেতন করার চেষ্টা চালিয়ে যাব।

'আমাদের বর্তমান ও ভবিষ্যৎকে যারা নষ্ট করেছে, তাদের ED,CBI এর প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে'মীনাক্ষী মুখার্জি

জলপাইগুড়ি– আমাদের বর্তমান ও ভবিষ্যৎকে যারা নষ্ট করেছে, তাদের ইডি, সিবিআই এর প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। সিবিআই ভালো কাজে ডাকে না, নিশ্চয় চুরি দুর্নীতির খোঁজ পেয়েছে তাই ডেকেছে। তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দোপাধ্যায়ের সিবিআই এর ডাক নিয়ে শনিবার জলপাইগুড়ির DBC রোডের সিপিএমের জেলা পার্টি অফিসে বললেন DYFI মীনাক্ষী মুখার্জি। তার আরও সংযোজন আমাদের এখনও আইন আদালতের প্রতি বিশ্বাস আছে। অভিষেক বন্দোপাধ্যায়ের নাম পেয়েছে হয়তো চুরি দুর্নীতিতে। তাই আজ ডেকেছে। অভিষেক বন্দোপাধ্যায়ের সিবিআই তদন্তের হাজিরা নিয়ে তার আরও বক্তব্য, 'সিবিআই দপ্তরে হাজিরা দিতে বাধ্য হয়েই গেছে অভিষেক বন্দোপাধ্যায়।'

শিলিগুড়ি পুরনিগমের প্রধান কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হল টক টু মেয়র কর্মসূচি

এই কর্মসূচিতে একাধিক পুরনো অভিযোগ ফের মেয়রের সামনে তুলে ধরেন শহরবাসী। এর মধ্যে অবৈধ নির্মাণের অভিযোগ উঠে আসে। সাথেই বৈদ্যুতিক তারের সমস্যা, রাস্তাঘাট, অবৈধ গোডাউন সহ নানা সমস্যা উঠে আসে। বেশ কিছু জায়গায় মেয়র নিজে পরিদর্শনে যাওয়ার কথা জানান। সাথেই পুরকর্মীদের দ্রুত সমস্যা খতিয়ে দেখে সমাধান করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়।

এবারের হাই মাদ্রাসা পরীক্ষায় রাজ্যে তৃতীয় হয়েছে মহম্মদ মুকতাদুর রহমান

মালদা ঃ এবারের হাই মাদ্রাসা পরীক্ষায় রাজ্যে তৃতীয় হয়েছে মহম্মদ মুকতাদুর রহমান। তার সাফল্যে উজ্জীবিত কালিয়াচক ১ নম্বর ব্লকের কুশাবাড়ি গ্রাম। উল্লসিত ফতেখানি বিএমএস হাই মাদ্রাসা।মুকতাদুরের বাবা মহম্মদ সাহাদাত হোসেন একসময় দিনমজুরি করতেন। এখন গ্রামে গ্রামে পেঁয়াজ রসুন ফেরি করেন। নিজে শিক্ষিত নন। কিন্তু চার ছেলেমেয়ে যাতে শিক্ষিত হতে পারে তার জন্য চেষ্টার কসুর করেননি তিনি। আধপেটা খেয়েও ছেলেমেয়েদের পড়াশোনা চালিয়ে যাচ্ছেন। বড় মেয়ে স্নাতক স্তরের দ্বিতীয় বর্ষে পড়েন। তারপরেই মুকতাদুর। দ্বিতীয় ছেলে অষ্টম আর ছোট মেয়ে দ্বিতীয় শ্রেণিতে পড়ছে। ছেলের সাফল্যে এই মুহূর্তে তাঁর বাড়িতে সংবাদমাধ্যমের ভিড়। তাঁর স্ত্রী সাবিনা খাতুন জানালেন, খুব কষ্টে সংসার চলে আমাদের। ছেলেটাও খুব কষ্ট করে পড়াশোনা করেছে। খুব মন দিয়ে পড়াশোনা করত। আজ তারই ফল পেল। আমি খুব খুশি।এবারের হাই মাদ্রাসা পরীক্ষায় ৮০০ নম্বরের মধ্যে ৭৭৪ পেয়েছে মুকতাদুর। তার বক্তব্য, গরিবির সঙ্গে লড়াই করেই পড়াশোনা করেছি। স্কুলের শিক্ষকরা, বিশেষ করে অংকের শিক্ষক আমাকে ভীষণ সাহায্য করেছেন। বাড়ি থেকেও ভালো সাপোর্ট পেয়েছি। বড় হয়ে ইঞ্জিনিয়ার হওয়াই আমার লক্ষ্য। হাই মাদ্রাসার ফলে আমি খুব খুশি।

প্রবল বৃষ্টি এবং ঝড়ে শহরের বিভিন্ন জায়গায় প্রচুর গাছ পড়ে ব্যাহত জনজীবন

শিলিগুড়ি – প্রবল বৃষ্টি এবং ঝড়ে শহরের বিভিন্ন জায়গায় প্রচুর গাছ পড়ে ব্যাহত জনজীবন।আজ দুপুরের পর থেকেই শহরজুড়ে ব্যাপক ঝড়ো হাওয়া হতে থাকে।যার জেরে শহরের প্রচুর জায়গায় গাছ ভেঙে পড়ে।কিছু জায়গায় বাড়ির ওপরেও গাছ ভেঙে পড়ে।বিধান রোড,সেবক রোড,হাসপাতাল মোড়েও প্রচুর গাছ ভেঙে পড়ে।ইতিমধ্যেই পুরনিগমের তরফে গাছগুলিকে কেটে রাস্তাঘাট পরিষ্কার ও স্বাভাবিক করার কাজ শুরু হয়েছে।এছাড়াও এদিন ফুলেশ্বরীর কাছেও একটি বাড়িতে গাছ ভেঙে পড়েছে বলে খবর মিলেছে।ঘটনার পরপরই পুরনিগমের মেয়র পারিষদেরা আলোচনা করে কর্মীদের দিয়ে এই গাছগুলিকে সরানোর কাজ শুরু করান।শিলিগুড়ি পুরনিগমের ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর তথা মেয়র পারিষদ মানিক দে বলেন, শহরের নয় জায়গায় গাছ ভেঙে পড়েছে।আমাদের কাছে ইতিমধ্যেই খবর এসেছে।আমাদের পরিবেশ দপ্তরের কর্মীরা কাজে নেমে গিয়েছে।শহরের প্রধান রাস্তায় যে গাছগুলি পড়ে রাস্তা আটকে রয়েছে সেগুলি আগে সরানো হবে।এরপর পাড়ায়-পাড়ায় গিয়ে কাজ করা হবে।

কোচবিহারের হেরিটেজ গেট নির্মাণ চলছে। এরমধ্যেই সেই গেট নিয়ে কোচবিহার জেলা বিজেপি আন্দোলনের সামিল হয়েছে

কোচবিহার– কোচবিহারের হেরিটেজ গেট নির্মাণ চলছে। এরমধ্যেই সেই গেট নিয়ে কোচবিহার জেলা বিজেপি আন্দোলনের সামিল হয়েছে।। এই বিষয়ে কোচবিহার জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে কার্যালয় সাংবাদিক বৈঠকের ডাক দেওয়া হয়, এই বৈঠকে উপস্থিত কোচবিহার জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের চেয়ারম্যান গিরেন্দ্রনাথ বর্মন বলেন, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী কোচবিহার জেলাকে হেরিটেজ শহর হিসেবে ঘোষণা করেছেন তার পর থেকেই কোচবিহারের উন্নয়নের কর্মযজ্ঞ শুরু হয়েছে। এরই মধ্যে কোচবিহারের খাগড়া বাড়িতে একটি হেরিটেজ গেট তৈরি করা হচ্ছে সেই গেট নিয়ে কোচবিহার জেলা বিজেপি আঃেদালনে সামিল হয়েছে।এরপর তিনি বলেন কোচবিহারের সমস্ত হেরিটেজ বিষয়ে উন্নয়ন গুলি জেলাশাসক এবং হেরিটেজ কমিটি দেখেন। আপনাদের যদি এই গেট নিয়ে কোন অভিযোগ থাকে তাহলে হেরিটেজ কমিটিকে লিখিত অভিযোগ জানাতে পারেন। তা না করে আপনারা পথে নামছেন। এরপর তিনি আরো বলেন বিষয়টি কোচবিহারের সমস্ত শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ ভালোভাবে নেবেনা।কোচবিহারের উন্নয়নকে যারা খর্ব করতে চাইছে তাদের বিরুদ্ধে মানুষ গর্জে উঠবে।

ভুটভুটি গাড়ি চালানো শিখতে গিয়ে দুর্ঘটনা। গাড়ির ধাক্কায় মৃত্যু হলো এক ৬ বছরের শিশুর

জলপাইগুড়ি – ভুটভুটি গাড়ি চালানো শিখতে গিয়ে শনিবার দুর্ঘটনার জেরে মৃত্যু হল ৬ বছরের এক শিশুর। ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে জলপাইগুড়ি জেলার ময়নাগুড়ি ব্লকের দোমহনী দুই নং গ্রাম পঞ্চায়েতের রাখাল হাট কুমারপাড়া এলাকায়। জানাযায় মৃত শিশুর নাম হার্দিক রায় (৬)। ঘটনার জেরে শোকের ছায়া নেমেছে এলাকায়। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ময়নাগুড়ি থানার পুলিশ। পুলিশ মৃতদেহটি উদ্ধার করেছে বলে সূত্রের খবর।স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, শনিবার আনুমানিক দুপুর বারোটা নাগাদ রাখাল হাট এলাকায় রূপকান্ত রায় নামে এক যুবক ভুটভুটি গাড়ি চালানো শিখছিল। সেই সময় পাশেই থাকা একটি দোকানে সোজা গিয়ে ধাক্কা মারে সেই গাড়িটি বলে অভিযোগ। সেই দোকানে দোকানদার সহ ছিল হার্দিক রায় নামের ছোট শিশুটি। গাড়িটি সোজা প্রথমে খুঁটিতে ধাক্কা মেরে সোজা চলে যায় দোকান ঘরে। ঘটনাস্থলে গুরুতর আহত অবস্থায় পড়ে যায়, হার্দিক রায় নামের বছর ৬ শিশুটি। স্থানীয়রা দ্রুত গুরুতর অবস্থায় শিশুটিকে উদ্ধার করে ময়নাগুড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ময়নাগুড়ি থানার পুলিশ বাহিনী।

রক্তের সংকট মেটাতে শিলিগুড়িতে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করল নিষ্কাম খালসা সেবা ফাউন্ডেশন

শিলিগুড়ি– রক্তের সংকট মেটাতে শিলিগুড়িতে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করল নিষ্কাম খালসা সেবা ফাউন্ডেশন। উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ি মহকুমা শাসক প্রিয়াংকা সিং।শনিবার, শিলিগুড়ির হিলকার্ট রোডের একটি হোটেলে এই রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। শিবিরে প্রচুর মানুষ রক্তদানে এগিয়ে আসে। জানা গিয়েছে শিলিগুড়ি তেরাই লায়েন্স ব্লাড ব্যাংকের সহযোগিতায় শিবিরটি অনুষ্ঠিত হয়। শিবির থেকে সংগ্রহীত রক্ত শিলিগুড়ি তেরাই লায়েন্স ব্লাড ব্যাংকে পাঠানো হয়। শিবিরে উপস্থিত হয়ে এই উদ্যোগকে স্বাধুবাদ জানালেন শিলিগুড়ি মহকুমা শাসক প্রিয়াংকা সিং।

এসএফ রোড ট্রেডার্স অ্যান্ড মার্চেন্টস অ্যাসোসিয়েশন শ্রীলঙ্কায় যাওয়া অ্যাথলেটকে সাহায্য করেছিল

শিলিগুড়ি– শিলিগুড়ি পুরকর্পোরেশনের অধিন ৩৬ নম্বরের বাসিন্দা সীমা চক্রবর্তী।আগামী আগষ্ট মাসে শ্রীলঙ্কাতে অনুষ্ঠিত মাষ্টার অ্যার্থালেটিক মিটে অংশ নিতে চলেছে সীমা।এর আগে অনেক জেলা রাজ্য ও জাতীয়স্তরে দেশের হয়ে খেলে পদক এনে দিয়েছে এই সীমা।এখন আর্থিক অনুকূলতার জন্য শ্রীলঙ্কারয় জেতে বাদ সাধছেন অর্থ।এরি মাঝে সীমার কোচ দেবকুমার দে (কানু) এর চেষ্টায় সীমার পাশে এসে দাড়ালেন এস এফ রোড ব্যবসায়ী ও মার্চেঃট এসোসিয়েশন।সমিতির পক্ষে স্টেশন ফিডা রোডের একটি হোটেলে একটি ছোট্ট অনুষ্ঠানের মধ্যদিয়ে সাধারণ সম্পাদক অসীতবরণ মিত্র ও অন্যান্য সদস্যরা সীমীর হাতে ১০,০০০ হাজার টাকার চেক ও আগামীতে পাসে থাকার অংগীকার করেন।

তিন মাসের অন্তর্বর্তীকালীন মেয়াদ শেষ হলো উপাচার্য ওমপ্রকাশ মিশ্রের

শিলিগুড়ি– তিন মাসের অন্তর্বর্তীকালীন মেয়াদ শেষ হলো উপাচার্য ওমপ্রকাশ মিশ্রের। সোমবার থেকে ফের তিনি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপকের পদে কাজে যোগ দেবেন। উপাচার্য সহ শনিবার একইভাবে মেয়াদ শেষ হয় রেজিস্ট্রার নুপুর দাস ও ফিনান্স অফিসার অম্লান মজুমদারের। তবে কার্যকরী কমিটি এবং উপাচার্য তাদের কার্যকাল আরও চারমাস বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে।এতে পরবর্তী উপাচার্য নিয়োগ হওয়া পর্যন্ত যাতে বিশ্ববিদ্যালয় সুষ্ঠভাবে চলে তার জন্যই ওই সিদ্ধান্ত নেন উপাচার্য ও কার্যকরী কমিটি। উপাচার্য ওমপ্রকাশ মিশ্র জানান, এর আগে রেজিস্ট্রার ও ফিনান্স অফিসার না থাকায় যে সমস্যা হয়েছিল,।সেটা যাতে না হয় সেজন্যই রেজিস্ট্রার ও ফিনান্স অফিসারের মেয়াদ চারমাসের জন্য বৃদ্ধি করা হয়েছে।

প্লাস্টিক মুক্ত শহর গড়তে ফের আচমকা অভিযানে মহকুমাশাসক

আলিপুরদুয়ার ঃ প্লাস্টিক মুক্ত শহর গড়তে ফের আচমকা অভিযানে মহকুমাশাসক।জানা যায় বেশ কিছুদিন থেকেই আলিপুরদুয়ারের মহকুমাশাসক উঠে পড়ে লেগেছেন প্লাস্টিকমুক্ত সমাজ গড়তে। জানা যায় কয়েকদিন যাবত মহকুমাশাসক বিপ্লব সরকারের অভিযানে প্রায় ১০০ কুইন্টালের কাছাকাছি নিষিদ্ধ প্লাস্টিক বাজেয়াপ্ত করেছে আলিপুরদুয়ার জেলা শহর থেকে। সেই মতই আজ শনিবার আলিপুরদুয়ার জেলা শহরের কোর্ট সংলগ্ন বাজার,নিউটাউন বাজার সহ ২৩ টে বাজারে আচমকা অভিযানে নেমে প্লাস্টিক বাজেয়াপ্ত করেন মহকুমা শাসক। পাশাপাশি ৩০ জনকে জরিমানাও করা হয়েছে বলে জানা যায়। এদিনের অভিযান নিয়ে মহকুমাশাসক বিপ্লব সরকার জানান বেশ কয়েকটি বাজারে আমরা অভিযান চালিয়ে দেখেছি খুচরো বিক্রেতারা ক্রেতাদের নিষিদ্ধ প্লাস্টিকে করে জিনিসপত্র দিচ্ছে তাদের সতর্ক করা হয়েছে এবং জরিমানা ও করা হয়েছে।

পথ দুর্ঘটনার হাত থেকে বন্যপ্রাণীদের বাঁচাতে সচেতনাতামূলক প্রচার

শিলিগুড়ি– বাগডোগরা থেকে নকশালবাড়িগামী জাতীয় সড়ক এশিয়ান হাইওয়েতে মাঝেমধ্যেই গাড়ির ধাক্কায় বন্যপ্রাণীর মৃত্যুর ঘটনা ঘটে। তাই এবার পথ দুর্ঘটনায় বন্যপ্রাণীর মৃত্যু রুখতে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সদস্যদের নিয়ে পথে নামলো বনদপ্তর এবং ট্রাফিক পুলিশ। শনিবার নকশালবাড়ির অটল থেকে বাগডোগরা পর্যন্ত রাস্তায় গাড়ির গতি ৪০ কিলোমিটার ধার্য করা হয়। পাশাপাশি ওই পথে চলাচলকারী সমস্ত গাড়ি চালকদের সচেতন করে দেওয়া হয় বনদপ্তর ও পুলিশের তরফে।এদিনের এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন বনদপ্তরের বাগডোগরার রেঞ্জার সমীরণ রাজ সহ বনদপ্তরের আধিকারিকরা।এছাড়াও এদিনের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বাগডোগরা ট্রাফিক গার্ডের ওসি সুরেন্দ্র সিং নেগী সহ ট্রাফিক বিভাগের কর্তারা।

প্রত্যন্ত গ্রামের মেয়ে রাজ্যে অষ্টম মাধ্যমিকে

মালদা ঃছাত্র ছাত্রীদের জীবনের প্রথম বড় পরীক্ষা মাধ্যমিক পরীক্ষা। এই মাধ্যমিক পরীক্ষায় নজরকাড়া ফল করেছে মালদা জেলা। মালদা জেলায় রাজ্যে এক থেকে দশের মধ্যে মোট ২১ জন রয়েছে। এর মধ্যে ৬৮৫ নম্বর পেয়ে রাজ্যে অষ্টম স্থান অধিকার করেছে ফারহীন আক্তার। ফারহীন বাংলাদেশ লাগুয়া মহদিপুর সীমান্তের এক প্রত্যন্ত গ্রামের মেয়ে। ফারহীন সুজাপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রী।সে পড়াশুনার পাশাপাশি খেলাধুলা ও অবসরে গল্পের বই পড়তে ভালবাসে। ফারহীনের বাবা বাসিরুদ্দিন মোমিন একজন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী। টেলিভিশন মারফত ফারহীন নিজের ফলাফল জানতে পারে। ফারহীনের নজর কাড়া ফলাফল আত্মীয়স্বজনকেও খুবই আপ্লুত করেছে। ফারহিনের মা সায়রা বিবির বক্তব্য তার পাঁচটি মেয়ে রয়েছে। অনেকে খোঁটা দিয়েছে। আজ সাইরা বিবি আপ্লুত।তিনি বিশ্বাসী মেয়ে, ছেলে থেকে কম নয় এবং মেয়ে ও স্বাবলম্বী হতে পারে।পরপর পাঁচটি মেয়ে সমাজে বা পাড়ায় বহুবার শুনতে হয়েছিল মেয়ে নিয়ে কি করবে? সেই মেয়ে আজ রাজ্যে জীবনের বড় পরীক্ষা অর্থাৎ মাধ্যমিকে অষ্টম স্থান অর্জন করে মায়ের মুখ তো উজ্জ্বল করেছে পাশাপাশি জেলার নাম উজ্জ্বল করলেন প্রত্যন্ত মহদীপুরসীমান্তবর্তী লাগুয়া গ্রামের মেয়ে ফারহিন আক্তার। ফারহীন আক্তার ভবিষ্যতে একজন ডাক্তার হতে চাই। যাতে প্রত্যন্ত এলাকার মানুষ সহজে চিকিৎসা পেতে পারে।

পশ্চিমবঙ্গ থেকে শুরু হচ্ছে হজযাত্রা

মালতীপুরঃ পশ্চিমবঙ্গ থেকে শুরু হচ্ছে হজযাত্রা।তার আগেই শনিবার উত্তর মালদার সমস্ত হজযাত্রীদের নিয়ে একটি সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করল মালদা জেলা তৃণমূল নেতৃত্ব।এদিন চাঁচল২ নং ব্লক কমিউনিটি হল ওই সভার আয়োজন করা হয়।জেলা তৃণমূল কংগ্রেস কমিটির সভাপতি আব্দুর রহিম বক্সির উদ্যোগে সভায় হাজির হন উত্তর মালদার চাঁচল১,২ ও হরিশ্চন্দ্রপুর১ ও ২ সহ ১০ ব্লকের প্রায় ৬০০ জন হজযাত্রী।কর্মসূচিতে রহিম বক্সি ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন রতুয়ার বিধায়ক সমর মুখোপাধ্যায়,জেলা তৃণমূল কংগ্রেস কমিটির সংখ্যালঘুর সেলের সভাপতি মোশারফ হোসেন সহ অন্যান্য নেতৃত্বরা।প্রত্যেককে একটি করে পোশাক বহনকারী বড়ো ব্যাগ উপহার দেওয়া নেতৃত্বের তরফে।জেলা তৃণমূল কংগ্রেস কমিটির সভাপতি তথা মালতীপুরের বিধায়ক আব্দুর রহিম বক্সি জানান,গোটা জেলার প্রায় ১৪০০ জন হজযাত্রীকে সংবর্ধনা জানানো হয়েছে।আজ মালতীপুর থেকে উত্তর মালদার সমস্ত হজযাত্রীদের সংবর্ধনা জানানো হল।তিনি আরোও বলেন,মক্কায় গিয়ে সুস্থভাবে হজ করে যেন ফিরে আসেন সকলে। দেশের শান্তি ও সমৃদ্ধির জন্য হজযাত্রীরা যেন দোওয়া করেন,তারও আবেদন করলেন জেলা সভাপতি।

আজকের দিনটি

মেষ ঃ পারিবারিক চিন্তা। আয় কম, খর্চা বেশী। স্বাস্থ্য বাধা।

বৃষ ঃ প্রেমি-প্রেমিকার মধ্যে মনোমালিন্য। আর্থিক দুরাবস্থা, স্বাস্থ্যর অবনতি।

মিথুন ঃ ভোগ বিলাসে সময় কাটবে। ধনের অপব্যায়, পারিবারিক কার্যে বাধা।

কর্ক ঃ মান-সম্মান ও প্রতিষ্ঠায় বৃদ্ধি। অনিষ্ঠ গ্রহের শান্তি করান অন্যথা দুর্ঘটনার সম্ভাবনা।

সিংহ ঃ মুখরোচক আহারের সম্ভাবনা। বিদের ভ্রমণ বা অন্যান্য স্থানে ভ্রমণের যোগ। পরিবারে কিঞ্চিত অশান্তি।

কন্যা ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

বৃশ্চিক ঃ লম্বিত কার্য সম্পন্ন হইবে। সন্তান যোগের সম্ভাবনা। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক।

তুলা ঃ সন্তানের শারিরিক অবনতি। মা-বাবার সন্তান সুখ লাভ। গৃহ-ভূমি কেনার সম্ভাবনা।

ধনু ঃ নতুন কার্য ও নতুন ব্যাবসার উদ্বোধন। রাজনীতিজ্ঞদের উচ্চ পদ লাভ।

মকর ঃ পরিশ্রমদ্বারাই জীবনযাপন সুষ্ঠ ভাবে সম্ভব। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক। ভ্রমণে সম্ভাবনা ।

**কুম্

ঢাকায় ফুটপাত আর বিভাজকে এত উৎপাত!

ঢাকা ঃ পায়ে চলা পথের শহর মোটেই নয় আমাদের ঢাকা। এখানে ফুটপাত ধরে চলতে গেলে মেলে বিবিধ উৎপাত। যার জন্য পদে পদে হোঁচট খেতে হয় পথচারীদের।

এমনকি হাঁটতে গিয়ে রাস্তা পারাপারে যে ব্যাপার, সেখানেও পরিস্থিতি জটিল আর কঠিন। সড়ক বিভাজকের কোথাও আছে কাঁটাতার, আবার কোথাও দাঁড়িয়ে আছে উঁচু দেয়াল।

অনেকেই বলে থাকেন যে, নিরাপদে চলতে সুবিধা করে দিতেই তো গড়া হয়েছে পদচারী সেতু। কিন্তু সেটাতে গর্ভবতী, বয়স্ক, পা নেই এমন মানুষদের চড়া যে মহা মুশকিলের সেটা কী কখনো ভেবে দেখেছেন হাঁটার সেতুর কারিগররা? তাদের নজর অবশ্য পথচারী বান্ধব নগর গড়ার দিকে নেই। বড় টাকার বড় প্রকল্প বাস্তবায়নের দিকেই যেন সব মনযোগ খরচ করতে হয় এই কর্তাদের। তাই তো সামান্য খরচের জেব্রাক্রসিং বাদ পড়ে গেছে। সাদাকালো ডোরা মুছে দিয়ে আমাদের শহর ভরে উঠেছে অসামান্য খরচের ফুটওভারব্রিজে।

এই সেতু থেকে আবার শুরুর ফুটপাতে নেমে আসি। যেখানে বসত করেন ছিন্নমূল। যেখানে পসরা বেচেন হকার। যেখানে সামগ্রী রাখেন ভবননির্মাতা। যেখানে পড়ে থাকে আবর্জনা। এতো এতো উৎপাতে যোগ দেয় আবার ভাঙাগড়ার খেলা। 'বাজেট নাই, বাজেট নাই' বলে বলে যে শহরে নানা উন্নয়ন ঝুলিয়ে রাখা হয়, সেখানে এক কী দুবছর পরপর ফুটপাতের উপকরণ ও নকশা বদলের বরাদ্দ যে কোত্থেকে আসে সেটাও কোটি টাকার এক প্রশ্ন।

ধরা যাক, লাল ইটের দারুণ পায়ে চলা পথ বহমান। কিন্তু আবার প্রকল্প এসে গেলো। উঠাও ইট, বানাও গর্ত। ফেলো আবার বালি। এবার বসাও রঙিন রঙিন টাইলস। এভাবে এভাবে কখনো ঢালাই ফুটপাতে, কখনো ইটে, কখনোবা টাইলসে হাঁটার বন্দোবস্ত হয় শহর ঢাকায়। কিন্তু ফুটপাত উন্নয়নের জোয়ার লেগে থাকে বলে হাঁটাহাটির জায়গাটা আসলে মূল সড়কে গিয়ে ঠেকে। সেখানে চলন্ত যানের সাথে জানবাজি রেখে পথ চলতে পথচারীদের।

এক গুলিস্তানের কথাই যদি বলা হয়, সেখানে পথচারীদের চেয়ে ফুটপাত বেশি দখল করে আছে পথ ব্যবসায়ীরা। ফুটপাতের দুপাশে তক্তপোষ পেতে দোকান করা হচ্ছে। মাঝে সামান্য জায়গায় ঠেলেঠুলে চলতে হয় সবাইকে। ফুটপাতে এমন জনজটলা চোখে পড়ে ফার্মগেট, নিউমার্কেট এলাকায়ও। এসব এলাকায় হকার উচ্ছেদের টেকসই কোনো উপায় বের করতে পারেনি প্রশাসন। সকালে উচ্ছেদ হলে বিকেলে আবার পায়ে চলা পথে পসরা সাজায় বিক্রেতারা। অথচ একটু তালাশেই বের হয়ে আসে যে, গুলিস্তানের মতো এলাকায় বেশিরভাগ বহুতল বিপণিবিতান তৈরি হয়েছে হকারদের পুনর্বাসনের খাতিরে। ভবনে দোকান বরাদ্দ নিয়ে পুরনো হকার পথ ছেড়ে দিলেও বেশি দিন ফাঁকা থাকে না ফুটপাত। আবার সেখানে নতুন কেউ চলে আসে। ফলে পথচারীদের একক অধিকারে কোনোকালেই আসে না শহরের হাঁটার পথ।

ঢাকা মহানগরের সড়ক বিভাজকেও নানা ফিকির চলে। কোথাও তার ইটের গাঁথুনি, কোথাও হলো ব্লক, কোথাও উঁচু, কোথাও নিচু, কোথাও কাঁটাতার বিভাজক নিয়ে নিরীক্ষার যেন শেষ নেই। সেই ধারার সবশেষ সংযোজন ধানমন্ডির সাত মসজিদ সড়ক। বিভাজক উন্নয়নের নামে সেখানে শুধু উপকরণ নয়, উপড়ানো হয়েছে গাছও। তা দেখে বিক্ষুব্ধ পরিবেশবাদীরা। পুরনো গাছের বদলে অবশ্য নতুন করে ফুল গাছ লাগিয়ে বৃক্ষপ্রেমীদের তুষ্ট করার প্রয়াস দেখা যাচ্ছে। কিন্তু গাছ রেখেও যে বিভাজকের চেহারা পাল্টে দেয়া সম্ভব, সেটা আবার দেখা গেছে গুলশান মহাখালী মূল সড়কে। সংস্কারের বদলে এখানেও বিভাজক আমূল পাল্টে ফেলা হলো কেন এ প্রশ্ন সামনে নিয়ে আরেক রকম প্রতিবাদ হতেই পারে। কর্তাদের জন্য আশা জাগানিয়া ঘটনা হচ্ছে গাছের পক্ষে বৃক্ষপ্রেমীরা সোচ্চার থাকলেও ফুটপাত আর সড়ক বিভাজক নিয়ে ভাঙাগড়ার খেলা বন্ধে নেই কোনো বাদপ্রতিবাদ। তাই সেখানে নাগরিকের টাকায় গড়া রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে পাওয়া নগদ বরাদ্দের যথেচ্ছাচার এখনো ধারাবাহিক। শহর ঢাকায় পথচারীদের নাকাল দশা তাই আপাতত বন্ধ হবার নয়। কোনোদিন কী আদৌ শেষ হবে ফুটপাত আর বিভাজক নিয়ে খরুচে নানা নিরীক্ষার এই পথ?

কাভার্ড ভ্যান কেড়ে নিল ঘুমন্ত মা ও মেয়ের প্রাণ

ঢাকা ঃ মঙ্গলবার ভোরে টাঙ্গাইলের ধনবাড়ি উপজেলার নল্যা বাজার এলাকায় একটি কাভার্ড ভ্যান নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশের বসতঘরের ওপর উল্টে পড়ে। এতে ওই বাড়িতে ঘুমিয়ে থাকা মা ও মেয়ে নিহত হয়েছেন।

টাঙ্গাইল জামালপুর মহাসড়কের নল্যা বাজার এলাকায় এ দুর্ঘটনায় নিহতরা হলেন নল্যা গ্রামের ফুল রানী (৩৫) ও তার মেয়ে রাধিকা রানী দাস (১৩)।

এ ঘটনায় আহত ফুল রানীর স্বামী গনেশ চন্দ্র রবিদাস (৪৫) ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন।

ধনবাড়ি ফায়ার সার্ভিসের কর্মকর্তা মোহাম্মদ খাদেমুজ্জামান জানান, 'ভোর ৩টা ৪৫ মিনিটে খবর পেয়ে আমরা ঘটনাস্থলে গিয়ে কাভার্ড ভ্যানের নীচে চাপা পড়া দম্পতিসহ ৩ জনকে উদ্ধার করি।' ধনবাড়ি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এম জসিমউদ্দিন বলেন, 'কাভার্ড ভ্যান নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাড়িতে উল্টে পড়ায় মা ও মেয়ে নিহত হয়েছেন। অতিরিক্ত গরমের কারণে তারা ওই ঘরের বারান্দায় ঘুমিয়েছিলেন। ওই কাভার্ড ভ্যানের চালক বা তার সহকারীকে দুর্ঘটনাস্থলে পাওয়া যায়নি। গাড়িটি আটক করা হয়েছে।'

ইউরোপে কি যুদ্ধকালীন অর্থনীতির ঘোষণা আসছে?

প্যারিস ঃ ইউক্রেন যুদ্ধ শুরুর পর গতবছর জুন মাসে ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট এমানুয়েল মাক্রোঁ ফ্রান্সের অবশ্যই 'যুদ্ধকালীন অর্থনীতি' যুগে প্রবেশ করা উচিত বলে মন্তব্য করেছিলেন।

এরপর ইউরোপীয় ইউনিয়নের কমিশনার থিয়েরি ব্রেতঁ এ বছরের মার্চ মাসে থেকে মাঝেমধ্যেই এমন অর্থনীতি চালুর কথা বলছেন।

ইউক্রেনকে অস্ত্র সহায়তা দিতে এবং নিজেদের অস্ত্রভাণ্ডার পূর্ণ রাখতে ইইউ সরকারগুলো যেন দ্রুত অস্ত্র উৎপাদন বাড়ানোর উদ্যোগ নেয়, সেই চেষ্টা করে যাচ্ছেন ব্রেতঁ।

যুদ্ধকালীন অর্থনীতি মানে হচ্ছে, একটি দেশের সরকার তার দেশের পুরো অর্থনৈতিক ব্যবস্থা পরিবর্তন করবে এবং সেই দেশের কারখানাগুলোতে যুদ্ধের জন্য প্রয়োজনীয় পণ্য জরুরি ভিত্তিতে উৎপাদিত হবে।

তবে ইইউ কমিশনার ব্রেতঁর সঙ্গে একমত নন পোল্যান্ডে নিযুক্ত জার্মানির রাষ্ট্রদূত টমাস বাগার। 'যুদ্ধ অর্থনীতি' বিষয়ে জার্মানিতে ইতিবাচক সাড়া পাওয়া যাবে না বলে জানান তিনি।

এদিকে, সেন্টার ফর ইউরোপিয়ান পলিসি অ্যানালিসিসের এডওয়ার্ড লুকাস বলেন, 'যুদ্ধ অর্থনীতি' পরিভাষার অর্থ একেক দেশে একেক রকম। ''যুদ্ধ অর্থনীতির আসল অর্থ হচ্ছে, মানুষ বন্দুক নিয়ে আপনার কারখানা দখল করে সেখানে আরও বন্দুক তৈরি করবে। আমার মনে হয় না ইউরোপের কেউ এমন পরামর্শ দিচ্ছে,'' বলেন তিনি।

তবে রাশিয়া ইতিমধ্যে এটি শুরু করেছে বলেও জানান লুকাস। তিনি বলেন, জার্মানির ক্ষেত্রে বিষয়টি (যুদ্ধ অর্থনীতি) নাৎসি আমলে অর্থনীতির নিয়ন্ত্রণ নেয়ার সময়টা সামনে নিয়ে আসবে যে সময়টায় অর্থনীতির মারাত্মক ক্ষতি হয়েছিল এবং ক্রীতদাস শ্রমিকেরা নিপীড়নের শিকার হয়েছিলেন।

জার্মান কাউন্সিল অন ফরেন রিলেশন্সের বেন তালিস বলছেন, ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট মাক্রোঁ যুদ্ধ অর্থনীতির কথা বলেছেন। কিন্তু তারপর সেটি বাস্তবায়নে তাকে নাটকীয় পদক্ষেপ নিতে দেখা যায়নি। ''এর (যুদ্ধ অর্থনীতি) অনেক প্রভাব থাকবে,'' বলেন তিনি। যেমন ''অর্থনীতির উপর অনেক বেশি রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ থাকবে। এটা সম্ভবত অন্যরকমের রেশন ব্যবস্থা চালুর কথা বোঝাবে, যা ইউরোপীয়দের মধ্যে খুব গুরুত্বপূর্ণ সংকেত পাঠাবে। আমার মনে হয় না, পশ্চিম ইউরোপের বর্তমান প্রজন্মের রাজনীতিবিদরা তেমনটা চাইবেন।''

এস্তোনিয়ার প্রতিরক্ষামন্ত্রী হানো পেভকুর বলছেন, তার দেশ ইতিমধ্যে ইউক্রেনকে সহায়তা হিসেবে জিডিপির এক শতাংশ খরচ করেছে। এর জন্য তার দেশে 'যুদ্ধ অর্থনীতি' চালুর প্রয়োজন পড়েনি বলে জানান তিনি। পেভকুর বলেন, ''আমাদের সেটা বিশেষ করে উল্লেখ করতে হবে না। আমরা হুমকি দেখতে পাচ্ছি এবং আমরা বলছি যে, ইউরোপের সবাইকে বুঝতে হবে, রাশিয়া আমাদের অস্তিত্বের জন্য হুমকি।''

সামরিক ইতিহাসবিদ ও পোলিশ ইনস্টিটিউট অফ ইন্টারন্যাশনাল অ্যাফেয়ার্সের পরিচালক স্লাভোমির ডেবস্কি 'যুদ্ধ অর্থনীতির' প্রয়োজনীয়তার কথা স্বীকার করেন। তবে এখনও এর সময় আসেনি বলে জানান তিনি। তার সন্দেহ, রাজনীতিবিদেরা যখন যুদ্ধ অর্থনীতির কথা বলেন তখন তারা সম্ভবত জানেন না যে, আসলে কী বলছেন। ''১৯৪২ সালে যুক্তরাষ্ট্র মাত্র ১৪ দিনে (দুই বছরের বদলে) বড় জাহাজ তৈরি করতে সমর্থ হয়ে উঠেছিল। যুদ্ধ অর্থনীতি বিষয়টা এমনই। আমরা এখনও সেই পর্যায়ে পৌঁছাইনি এবং আমাদের অর্থনীতিতে এমন অর্থনীতি চালু করার কোনো প্রয়োজন নেই,'' বলেন ডেবস্কি।

রাজনীতির কেন্দ্র এখন কূটনীতি

ঢাকা ঃ বাংলাদেশের জন্য নতুন মার্কিন ভিসা নীতি ঘোষণার পর রাজনীতির প্রধান আলোচনা এখন কূটনীতি। রাজনৈতিক দলগুলো দেশের পরবর্তী কূটনৈতিক পদক্ষেপ সম্পর্কে যেমন কৌতূহলী তেমনি দূতাবাসগুলোও এর প্রভাব সম্পর্কে জানতে আগ্রহী। দূতাবাসগুলোর সঙ্গে রাজনৈতিক দলগুলোর অনানুষ্ঠানিক যোগাযোগ যেমন বাড়ছে তেমনি দূতাবাসগুলো রাজনৈতিক নেতা ছাড়াও নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিদের সঙ্গে অনানুষ্ঠানিক যোগাযোগ বাড়িয়েছে। সরাসরি ও অনলাইন দুইভাবেই এই যোগাযোগ বাড়ছে। জানা গেছে, এই যোগোযোগের দিক দিয়ে অ্যামেরিকা, ইউরোপ এবং এশিয়ার কয়েকটি দেশ প্রাধান্য পাচ্ছে। যোগাযোগের মাধ্যমে দুই পক্ষই সর্বশেষ আপডেট এবং মনোভাব বোঝার চেষ্টা করছে। যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপের দেশগুলো বাংলাদেশের নির্বাচন নিয়ে একই অবস্থানে আছে। মার্কিন ভিসা নীতির পর ইউরোপীয় ইউনিয়ন বাংলাদেশকে ২০২৬ সালের পর জিপ্লাস সুবিধা পেতে সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের শর্তের কথা বলেছে। অন্য দিতে এশিয়ার কয়েকটি দেশ পরিস্থিতি সতর্কভাবে পর্যবেক্ষণ করছে। মঙ্গলবার ইউরোপের একটি দেশের দূতাবাসের এক কর্মকর্তার সঙ্গে এই প্রতিবেদকের প্রায় ঘণ্টব্যাপী অনানুষ্ঠানিক আলোচনায় এ বিষয়গুলো প্রাধান্য পায়। তার কথায় স্পষ্ট যে এবার নির্বাচনের পরিস্থিতি বুঝতে নির্বাচনী পর্যবেক্ষদের ওপর জোর দেওয়া হবে। তারা বাংলাদেশে নির্বাচনের আগেই কাজ শুরু করবেন। তার আগে দূতাবাসগুলো নির্বাচনী ব্যবস্থা সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা নিতে চাইছে। নতুন মার্কিন ভিসা নীতি নির্বাচনের সঙ্গে যুক্ত পুলিশ ও সরকারি কর্মকর্তাদের ওপর কেমন প্রভাব ফেলবে তাও জানতে চাইছে। বুঝতে চাইছে নির্বাচন কমিশন তা কতটা আমলে নেবে।

গাজীপুর সিটি নির্বাচনের আগের দিন মার্কিন ভিসা নীতির ব্যাপারে টুইট করেন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী। বিদেশি কূটনীতিকেরা মনে করেন, গাজীপুরের নির্বাচন সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ হয়েছে। তারা বাকি চারটি সিটি নির্বাচনের ব্যাপারেও আগ্রহী। গাজীপুর সিটি নির্বাচনের ফলের সঙ্গে ভিসা নীতির কোনো যোগসূত্র আছে, না তা কেবল কাকতালীয় তারা বোঝার চেষ্টা করছেন। প্রতিনিধির সঙ্গে এশীয় একটি দেশের দূতাবাসের একজন কর্মকর্তার সঙ্গেও সরাসরি আলোচনা হয়েছে। তারা বাংলাদেশের নির্বাচন সংক্রান্ত ঘটনাগুলো সতর্কভাবে পর্যবেক্ষণ করছেন। তারা বুঝতে চাইছেন পরিস্থিতি কোনদিকে যায়। সবারই একটি বিষয়ে আগ্রহ আর তা হলো রাজনৈতিক সহিংসতা বাংলাদেশ এড়াতে পারবে কী না। আর বিএনপি বিদ্যমান কাঠামোতে নির্বাচনে অংশ নেবে কী না। ঢাকায় বিশিষ্ট নাগরিকদের একজন এরইমধ্যে অ্যামেরিকা ও ইউরোপের তিনটি দেশের কর্মকর্তাদের সঙ্গে অনানুষ্ঠানিকভাবে কথা বলেছেন। তিনি বলেন, তিনটি দূতবাসের কর্মকর্তারাই প্রধানত এখন বাংলাদেশের পরবর্তী নির্বাচন এবং রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে সবচেয়ে বেশি আগ্রহী। দূতাবাসগুলোর কর্মকর্তারা বড় দুই রাজনৈতিক দল ছাড়াও আরো কয়েকটি রাজনৈতিবক দলের নেতাদের সঙ্গে অনুষ্ঠানিক আলাপ চালিয়ে যাচ্ছেন। এই আলাপে দুই পক্ষেরই আগ্রহ আছে।

মার্কিন ভিসা নীতি প্রকাশ্যে আসার পর দিন আওয়ামী লীগ, বিএনপি এবং জাতীয় পার্টির প্রতিনিধিরা মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার হাসের সঙ্গে বৈঠক করেন। এর পর পিটার হাস পররাষ্ট্রমন্ত্রী আবদুল মোমেনের সঙ্গে তার অফিসে দেখা করেন। দুইটি বৈঠকেই বিষয় ছিলো ভিসা নীতি নিয়ে। যুক্তরাষ্ট্র এর লক্ষ্য একটি সুষ্ঠু নিরপেক্ষ এবং অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন বলে জানানো হয়েছে। সাবেক রাষ্ট্রদূত মো, হুমায়ুন কবির বলেন, যোগাযোগের বিষয়টি তো প্রকাশ্যেই আমার দেখতে পাচ্ছি। ভিতরে নিশ্চয়ই এই যোগাযোগ আরো হচ্ছে। আমরা মনে হয় সামনে এই যোগাযোগ আরো বাড়বে। আমাদের অভ্যন্তরীণ বা নিজস্ব প্রক্রিয়া যখন ক্ষতিগ্রস্ত হয় বা সক্ষমতা হারায় তখনই এই ধরনের কূটনৈতিক প্রক্রিয়া শুরু হয়। এটা কতটুকু কাজে আসবে জানি না তবে সব পক্ষকে সঙ্গে নিয়ে তারা চেষ্টা করছে।

বাংলাদেশের বড় দুইটি রাজনৈতিক দলই ভিসা নীতিকে তাদের জন্য ভালো এবং প্রতিপক্ষের জন্য খারাপ বলে অভিহিত করছে। ফলে ভিসা নীতি নিয়ে প্রকাশ্যে কারো কোনো অনুযোগ বা অভিযোগ নেই। এরইমধ্যে আওয়ামী লীগ ও বিএনপির বাকযুদ্ধের ধার কিছুটা হলেও স্তিমিত হয়ে এসেছে। ভিসা নীতির পর বিএনপি নেতারা এই সরকারের অধীনে কোনো নির্বাচন হতে দেয়া হবে না ধরনের কোনো বক্তব্য দেয়নি। তারা বলছে, এই সরকারই সুষ্ঠু নির্বাচনের পথে প্রধান বাধা। বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সোমবার বলেছেন, আওয়ামী লীগ কয়দিন আগেও কত লাফালাফি করেছে, এখন লাফালাফি কমে এসেছে। এখন আমরা লড়াই করছি, লড়াই চূড়ান্ত পর্যায়ে এসেছে। অগ্নিসন্ত্রাস করবে তারা, দোষ দেবে আমাদের। তাই শান্তিপূর্ণ আঃেদালন করতে হবে। আর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের সেমবার বলেছেন, কেরানীগঞ্জ এবং খাগড়াছড়িসহ বিভিন্ন স্থানে বিএনপি অস্থিতিশীল অবস্থা সৃষ্টি করে আওয়ামী লীগের ওপর দোষ চাপানোর নাটক করেছে। এসবের মধ্য দিয়ে তারা ভুল বার্তা দিচ্ছে। তবে নেতাকর্মীদের বলব, আপনারা শান্ত ভাবে পরিস্থিতি মোকাবিলা করুন। আমরা আগ বাড়িয়ে কিছু করব না। রাজনীতি এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বিশ্লেষক অধ্যাপক ড. ইমতিয়াজ আহমেদ মনে করেন, মার্কিন ভিসা নীতির পর এখন বিএনপির একটি বিষয় স্পষ্ট করতে হবে যে তারা নির্বাচনকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারই চায়, না এই সরকারের অধীনে নির্বাচন করবে। সেটা স্পষ্ট না হলে পরবর্তী আরো অনেক বিষয় পরিষ্কার হবে না। আর সরকারকেও অতীতের মত মিছিল সমাবেশে বাধা না দেয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। তার কথা,গাজীপুরের নির্বাচন সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ হয়েছে। বিএনপি নির্বাচনে না থাকার পরও ভোটার উপস্থিতি ভালো ছিলো। কিন্তু এটা যে জাতীয় নির্বাচনেও হবে তা নিশ্চিত করে বলা যায়না। কারণ জাতীয় নির্বাচনে স্টেইক লেভেল অনেক হাই। জাতীয় নির্বাচনে অনেক ঘটনা ঘটতে পারে যা বিদেশিদের পক্ষে বোঝা সম্ভব নাও হতে পারে। লোকাল অনেক বিষয় থাকে। তিনি বলেন, এখানে নির্বাচনে জেতা মানে পুরোপুরি জেতা। হারা মানে পুরোপুরি হারা। তাই নির্বাচনে না জিতলে মার্কিন ভিসা দিয়ে কী হবে। ফলে এই কয়েকদিনে যে একটু স্বস্তি তা কতটা থাকবে তা এখনই বলা যায় না। তিনি মনে করেন, এখন নির্বাচন নিয়ে রাজনীতিতে যে প্রকাশ্য এবং অপ্রকাশ্য কূটনীতি চলছে তার ফল এখনই বোঝা যাবে না। বিএনপি এই সরকারের অধীনে নির্বাচনে এলে হয়তো ছাড় দেবে সরকার। আর তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবিতে অনঢ় থাকলে ভিসা নীতির চাপ তেমন ফল দেবে বলে মনে হয় না।

জামায়াতকে কর্মসূচি পালনে পুলিশের অনুমতি নিতে হবে

ঢাকা ঃ নির্বাচন কমিশন কর্তৃক অনিবন্ধিত সংগঠন জামায়াতে ইসলামীকে কর্মসূচি পালন করতে হলে অবশ্যই পুলিশের অনুমতি নিতে হবে বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল।

মঙ্গলবার রাজধানীর ইন্সটিটিউট অব ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স বাংলাদেশ (আইডিবি) মিলনায়তনে এক অনুষ্ঠান শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা বলেন। সম্মিলিত মুক্তিযোদ্ধা সংসদের উদ্যোগে 'বীর মুক্তিযোদ্ধা ঈদ পুনর্মিলনী ২০২৩' অনুষ্ঠানে তিনি বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকেন। অনুষ্ঠান শেষে আসাদুজ্জামান খান কামাল বলেন, আমরা রাজনৈতিক দলগুলোর সভাসমাবেশসহ রাজনৈতিক কর্মসূচিতে কোনো বাধা দিচ্ছি না। নির্বাচনকে সামনে রেখে বিরোধীদলগুলো উস্কানি দিয়ে উত্তেজনাকর পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে চাইছে। সাংবাদিকদের করা ওপর প্রশ্নে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, দক্ষিণ কেরানীগঞ্জে বিএনপির সমাবেশে কোনো বাধা দেয়নি পুলিশ। তারপরও তারা সমাবেশে যাওয়ার সময় আওয়ামী লীগ কার্যালয়ের সামনে উস্কানিমূলক স্লোগান দেওয়ায় সংঘর্ষের সৃষ্টি হয়। ভাঙচুর করা হয় আওয়ামী লীগের কার্যালয়।

সম্পাদকীয়

এরদোয়ান জিতলেন, কিন্তু তুরস্ক কি জিতল

চ দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী কেমাল কিলিচদারওলুকে দ্বিতীয় রাউন্ডের নির্বাচনে হারিয়ে রিসেপ তাইয়েপ এরদোয়ান আরও পাঁচ বছরের জন্য তুরস্কের প্রেসিডেন্ট হিসেবে থেকে গেলেন। সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার হলো, তুরস্কের অর্থনীতি যখন খারাপের দিকে, মূল্যস্ফীতি যখন বেড়েই চলেছে এবং অর্থনীতি শিগগিরই ভালো হবে বলে মনেও হচ্ছে না, সেই মুহূর্তে বেশির ভাগ তুর্কি নাগরিক এরদোয়ানকে ভোট দিলেন। সে কারণে সবার মনে প্রশ্ন ঘুরছে, এরদোয়ান এই নির্বাচনে জিতলেন কীভাবে এবং 'দৃশ্যমান ভবিষ্যতে' দেশটির কপালে কী ঘটতে যাচ্ছে। আসলে নির্বাচন অবাধ হলেও স্বচ্ছতা অধরাই ছিল। নির্বাচনে স্বাধীনভাবে রাজনৈতিক দলগুলো প্রার্থী দিতে পেরেছে সভাসমাবেশও অবাধে করতে পেরেছে। ভোট যাতে ঠিকমতো গণনা করা সম্ভব হয়, তার জন্য প্রতিটি ভোটকেন্দ্রে সব দলেরই নিজস্ব প্রতিনিধি থাকতে পেরেছেন। সবচেয়ে বড় কথা ভোটাররা তাঁদের ভোটদানে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা পেয়েছেন। তারপরও এই নির্বাচনে স্বচ্ছতার

অভাব ছিল। কারণ, এই নির্বাচনে প্রথম সারির প্রতিদ্বন্দ্বীদের একজন একরেম ইমামোলুকে 'সরকারি লোকদের অপমান করার' অপরাধে গত ডিসেম্বরে দুই বছরের কারাদণ্ড সাজা দেওয়া হয়। ইমামোলু ২০১৯ সালে এরদোয়ানের সমর্থিত প্রার্থীকে হারিয়ে ইস্তাম্বুলের মেয়র হয়েছিলেন। জরিপে দেখা গেছে, তিনি জেলের বাইরে থাকলে ভালোভাবেই প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে এরদোয়ানকে হারাতে পারতেন। অনেকে বলছেন, ইমামোলুকে দৃশ্যপট থেকে দূরে রাখতেই আদালত রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়ে তাঁকে এ কারাদণ্ড দিয়েছে। তুর্কি গণমাধ্যম এরদোয়ানের মুঠোর মধ্যে থাকায় তিনি নির্বাচনী প্রচারে সর্বোচ্চ সুযোগ পেয়েছেন। সর্বোপরি, যে প্রক্রিয়ায় নির্বাচনের ফল ঘোষণা হয়েছে, তাতে যথেষ্ট অস্বচ্ছতা ছিল। ভোট গ্রহণ শেষ হওয়ার পর ব্যালট ও রেজাল্ট শিট পুলিশ অথবা সেনাবাহিনীর সদস্যরা নির্বাচন কমিশনের কাছে পাঠিয়েছে। এখানেই মূল সন্দেহের বিষয় কারণ পুলিশ এবং সেনাবাহিনী দুটোই এরদোয়ানের নিয়ন্ত্রণে আছে। এরপর নির্বাচন কমিশন শুধু রাষ্ট্রীয় সংবাদ সংস্থা আনাদোলু এজেন্সির মাধ্যমে সেই ফল ঘোষণা করেছে অথচ ইতিপূর্বে স্বতন্ত্র সংবাদমাধ্যমগুলো ফল ঘোষণা করতে পারত। নির্বাচন প্রক্রিয়ায় কোনো জালিয়াতি হওয়ার প্রমাণ এখনো না পাওয়া গেলেও গোটা নির্বাচন প্রক্রিয়াকে সমন্বিত রূপ দেওয়াকে সন্দেহের চোখে দেখার যথেষ্ট অবকাশ আছে। এরদোয়ানের জেতার পেছনে ধর্মীয় অনুভূতি সংশ্লিষ্ট দুটো বড় কারণ আছে। প্রথমটি হলো প্রথম রাউন্ডের নির্বাচনে ৫.২ শতাংশ ভোট পেয়ে তৃতীয় অবস্থানে থাকা সিনান ওগানের সমর্থন পেয়েছেন এরদোয়ান। ওগানকে সমর্থন দিতে এরদোয়ান প্রথম থেকেই অনুরোধ করে আসছিলেন। এরদোয়ানের জেতার পেছনে জোরালো কারণ হিসেবে যা কাজ করেছে, তা হলো ধর্মপরায়ণ ভোটারদের অকুণ্ঠ সমর্থন। কট্টর ইসলামপন্থী ভোটারদের কাছে এরদোয়ান একজন ত্রাতা ও ধর্মীয় নায়ক হিসেবে বিবেচিত হন। এই ধর্মপরায়ণ ও ইসলামি অনুশাসন চর্চাকারী জনগোষ্ঠী ইতিপূর্বে সেক্যুলারিজমের নামে চালানো শাসনব্যবস্থায় অত্যাচার নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। তাঁদের কাছে কিলিচদারওলু ও রিপাবলিকান পিপলস পার্টি হলো মুসলিম উৎপীড়নের প্রতীক। যদিও কিলিচদারওলু তাঁর দলের সাবেক অনেক সেক্যুলার নীতি বিসর্জন দিয়েছেন, কিন্তু ভোটাররা মুসলমান নারীদের মাথায় স্কার্ফ পরায় নিষেধাজ্ঞা দেওয়া এবং কয়েক দশক ধরে রাজনীতি থেকে ইসলামকে দূরে সরিয়ে রাখার কথা ভুলতে পারেনি। রক্ষণশীল ও ধর্মভিত্তিক দক্ষিণপন্থীরা এরদোয়ানকে ইসলাম ও তুর্কি জাতির বিরুদ্ধে দেশে বিদেশে বসে চক্রান্ত করা লোকদের মোকাবিলা করতে সক্ষম একজন বিশ্বনেতা মনে করেন। এই ভোটাররা ধর্মীয় দায়িত্ব মনে করে এরদোয়ানকে ভোট দিয়েছেন।

নির্জলা একাদশী, নির্জলা উপবাসে অশেষ পুণ্যলাভ

সনাতন ধর্মবিশ্বাস আর হিন্দুপঞ্চাঙ্গ অনুযায়ী, প্রতি মাসে দুটি একাদশী ব্রত ধরে বছরে মোট ২৪টি একাদশীর উপবাস রয়েছে।

প্রত্যেকটি একাদশী নিজেই বিশেষ, এবং তার মধ্যেজ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লপক্ষের একাদশী তিথিকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হয়। এটিকে নির্জলা একাদশী তথা ভীমসেনী একাদশীও বলা হয়।আজ১৬ই জ্যৈষ্ঠইং.৩১ মে নির্জলা একাদশী পালিত হচেছ।নির্জলা একাদশীর দিনে গায়ত্রী জয়ন্তী পালিত হয়।

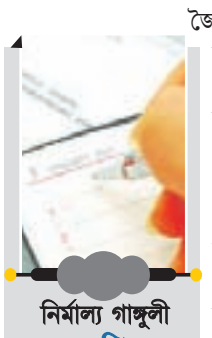

নির্মাল্য গাঙ্গুলী
প্রাবন্ধিক

শাস্ত্রে নির্জলা একাদশীকে সমস্ত চব্বিশটা একাদশীর মধ্যে সবথেকে শুভ এবং পূর্ণ ফলদানকারী বলা হয়েছে। মনে করা হয় এই ব্রত করলে সমস্ত একাদশী ব্রতের বরাবর ফলপ্রাপ্তি ঘটে। এইদিন পালনরত ব্যক্তিগণ কিছু না খেয়ে জল গ্রহণ না করে এই ব্রত রাখেন। একাদশী তিথিকে ভগবান বিষ্ণুর প্রতি সমর্থিত বলে মনে করা হয়েছে শাস্ত্রে। এইজন্য একাদশীর দিন ভগবান বিষ্ণুর সাথে মা লক্ষ্মীও পুজো করার নিয়ম রয়েছে,কারণ তিনি বিষ্ণুপত্নী।

জ্যোতিষীদের মতে, এই উপবাস পালন করতে মানুষকে নির্জলা থেকে নিয়ম মেনে চলতে হয়। যার কারণে তাঁরা স্বর্গসহ সম্পদ, সুখ, শান্তি, সমৃদ্ধি লাভ করে। কথিত আছে যে এটি করলে ভগবান বিষ্ণুকে দেখতে পাওয়া যায়।গ্রীষ্মকালে এমন উপবাস করা তপস্যার মতো। যদিও একাদশী উপবাসে মানুষ ফল খায়, কিন্তু এই উৎসবে এমন কোনও নিয়ম। তাই এটি শ্রেষ্ঠ একাদশী হিসেবে বিবেচিত হয়।

কথিত আছে, একবার বহু নিরামিষভোজী ভীমসেন ব্যাসজিকে বলেছিলেন যে তিনি প্রতি মাসে একাদশীর উপবাস করতে পারবেন না, তবে একাদশীর গুরুত্ব জেনে এর সদ্ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন, সবার ফল পাওয়ার কোন উপায় আছে কি? ব্যাসজী ভীমসেনকে বললেন, 'সারা বছর পুরো একাদশী করতে না পারলে একটি মাত্র নির্জলা কর, সারা বছর একাদশী করলে একই ফল পাওয়া যাবে।' তারপর ভীমও তাই করলেন এবং স্বর্গে স্থান পেলেন।

নির্জলা একাদশী মাহাত্ম্য ঃ ধার্মিক মান্যতা অনুসারে নির্জলা একাদশী ব্রত রাখলে সমস্ত রকম পাপ থেকে মুক্তি ঘটে,এর সাথে সাথে সমস্ত রকমের মনস্কামনা পূর্ণ হয়। মনে করা হয় এই একাদশী ব্রত করলে মৃত্যুর পর মোক্ষ প্রাপ্তি ঘটে।

একাদশী পূজার সামগ্রী সূচি ঃ শ্রীবিষ্ণুর চিত্র অথবা মূর্তি, ফুল, নারকেল, সুপারি, ফল, লবঙ্গ, ধূপ, দীপ, তুলসী দল, চন্দন, মিষ্টান্ন।

নির্জলা একাদশী পূজা বিধি ঃএকাদশী তিথির হিন্দুধর্মে বিশেষ মাহাত্ম্য আছে। একাদশী তিথির দিন ভগবান বিষ্ণুর বিধিবিধানের সঙ্গে পুজো করা হয়। মনে করা হয় যে এরকম করলে যেকোন রকম মনস্কামনা পূর্ণ হয়। সকালবেলায় স্নান করে শুদ্ধ বসনে দীপ জ্বালিয়ে ভগবান বিষ্ণুর গঙ্গা জল দিয়ে অভিষেক করতে হবে। ভগবান বিষ্ণুকে ফুল এবং তুলসী দল অর্পণ করতে হবে। সম্ভব হলে এই দিন ব্রত রাখা উচিত। পূজা শেষে ভগবানের আরতি করতে হবে।

বিশেষভাবে খেয়াল রাখতে হবে যে, ভগবানকে শুধু সাত্বিক জিনিসের ভোগ দেওয়া উচিত। ভগবান বিষ্ণুর ভোগে অবশ্যই তুলসী পাতা দিতে হবে। মনে করা হয় যে বিনা তুলসিতে ভগবান বিষ্ণু কোনদিনই ভোগ গ্রহণ করেন না। এইদিন ভগবান বিষ্ণুর সাথে মা লক্ষ্মী পুজো অবশ্যই করা উচিত এবং এই দিন যত বেশি সম্ভব ভগবানের ধ্যান করা উচিত। চলুন দেখে নেওয়া যাক একাদশীর সময় সুচি।

নির্জলা একাদশীর শুভ সময় ঃ পঞ্চাঙ্গ অনুসারে, ৩০ মে ২০২৩ মঙ্গলবার দুপুর ১.০৯ মিনিট থেকে নির্জলা একাদশীর উপবাস শুরু হয়েছে। এটি শেষ হবে আজ ৩১ মে বুধবার, দুপুর ১.৪৭ মিনিটে। নির্জলা একাদশীর উপবাস পরের দিন দ্বাদশী তিথিতে, ১ জুন সকাল ৫.২৩ থেকে ৮.০৯ পর্যন্ত পালন করা হবে। নির্জলা একাদশীতে ২৪ ঘঃটা নির্জলা উপবাস রাখার প্রথা রয়েছে।

এই বছর, নির্জলা একাদশীতে, দুটি শুভ যোগ সর্বার্থ সিদ্ধি যোগ এবং রবি যোগের সংমিশ্রণ ঘটছে। এমতাবস্থায় এই দিনে উপবাস ও উপাসনা করলে প্রতিটি কাজ সিদ্ধ হবে এবং জীবনে সুখ আসবে।

নির্জলা একাদশীর আচার ঃ নির্জলা একাদশীর দিন ভোরবেলা সূর্যোদয়ের আগে ঘুম থেকে উঠে স্নান করে মনে মনে ভগবান বিষ্ণুকে স্মরণ করে উপবাসের সংকল্প করুন। গঙ্গাজল ছিটিয়ে পুজোর স্থানকে পবিত্র করুন। একটি কাঠের চৌকিতে একটি পরিস্কার হলুদ রঙের কাপড় বিছিয়ে তার উপর ভগবান বিষ্ণুর ছবি রাখুন। ভগবান বিষ্ণুকে হলুদ বস্ত্র অর্পণ করুন। পুজোর পর এই পাত্রটি অভাবীকে দান করুন। ভগবান বিষ্ণুর পুজোয় হলুদ রঙের চাল, হলুদ ফুল এবং হলুদ ফল অন্তর্ভুক্ত করুন। আচার অনুসারে নির্জলা একাদশীর পুজো করুন এবং তারপর মিষ্টি নিবেদন করুন এবং প্রসাদ হিসাবে বিতরণ করুন।

নির্জলা একাদশীতে এই জিনিসগুলি দান করুন ঃ নির্জলা একাদশীর উপবাসেও দানের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। প্রচণ্ড গরমে শীতল জিনিস দান করে ভগবান বিষ্ণু প্রসন্ন হন। এই উপবাসে শসা, শসা, তরমুজ, জল ভর্তি কলস ইত্যাদি দান করলে কাঙ্খিত ফল পাওয়া যায়।এই দিনে, অভাবী লোকদের বস্ত্র দান করা উচিত। বার্লি, ছাতু, পাখা, তরমুজ এবং আম দান করার বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে। এই দিনে গরীব সাধুকে একটি পাত্র বা একটি কলস দান করা শুভ বলে মনে করা হয়। পূর্ণ নিষ্ঠার সঙ্গে এই উপবাস পালন করুন।

এইসব প্রতিকার করুন

অশ্বত্থ গাছের প্রতিকার নির্জলা একাদশীতে অশ্বত্থ গাছের পুজো করলে মা লক্ষ্মী প্রসন্ন হন। এছাড়াও হালকা জল এবং ধূপ ইত্যাদি দেখালে আপনি ধন ও শস্য পাবেন। আর মা লক্ষ্মীর আগমন সর্বদাই থাকবে।

অর্থ লাভের উপায় আর্থিক সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে এবং বিবাহিত জীবনে সুখসমৃদ্ধি পেতে একাদশী উপবাসের দিন তুলসী মাতাকে লাল চুনরি অর্পণ করুন। লাল রংকে সৌভাগ্যের প্রতীক মনে করা হয়। তাই এই প্রতিকার করলে শুধু ভগবান বিষ্ণুই প্রসন্ন হন না, দেবী লক্ষ্মীর আশীর্বাদও ভক্তদের ওপর থাকে।

সম্পদ লাভের উপায়দেবী লক্ষ্মীকে খুশি করতে পুজায় কড়ি ব্যবহার করুন। হলুদ কাপড়ে বেঁধে পুজো করুন। এরপর তাদের টাকা রাখার জায়গায় রাখুন। এতে করে টাকা বাড়তে শুরু করবে।

তুলসীর প্রতিকার ভগবান বিষ্ণুর কাছে তুলসী অত্যন্ত প্রিয় এবং মা লক্ষ্মীও এই দিনে তুলসী পুজো করে খুশি হন। নির্জলা একাদশীতে সকালে স্নান করে তুলসীমূলে কাঁচা দুধ অর্পণ করুন। এতে মা লক্ষ্মী প্রসন্ন হন।

জল দান করুন নির্জলা একাদশীতে জল দান করা শুভ বলে মনে করা হয়। এছাড়াও, জল সম্পদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। এমনটা বিশ্বাস করা হয় যে জল দান করলে সুখ ও সমৃদ্ধি পাওয়া যায়।

(এই লেখনী'টি সাধারণ তথ্যের ও ধর্মবিশ্বাসের ভিত্তিতেলেখা এবং সমস্ত তথ্য ধর্মীয় আস্থা ও লৌকিক মান্যতার উপর আধারিত।)

সাময়িকী

চীন ও যুক্তরাষ্ট্রের সাঁড়াশি চাপে চিড়ে চ্যাপ্টা হচ্ছে দক্ষিণপূর্ব এশিয়া

চীন ও যুক্তরাষ্ট্র তাদের আঞ্চলিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে নিরাপত্তা ইস্যুতে পক্ষ বাছাইয়ের জন্য দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর ওপর সাঁড়াশি চাপ প্রয়োগ করে চলেছে। কয়েকটি দেশ এরই মধ্যে পক্ষ বেছে নিয়েছে। আর কিছু দেশ নিজেদের রক্ষার জন্য শক্ত 'বেড়া' দিতে ক্রমাগত প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এ ক্ষেত্রে কয়েকটি দেশ সেটা সফলভাবে করতে পারলেও অন্যরা তা পারছে না। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে 'বেড়া দেওয়ার' এই নীতিকে 'ইনস্যুরেন্স বা বিমা খোঁজার আচরণ' বলা যায়। এ ধরনের আচরণে তিনটি গুণ থাকে। এক. কোনো পক্ষ গ্রহণ না করা। দুই. পরস্পরবিরোধী দুই পক্ষকে অনুসরণ, দুই পক্ষের সঙ্গে যৌথ পদক্ষেপ ও বৈচিত্র্যমুখিনতা। তিন. একটু পিছু হটা অবস্থান গ্রহণ। যাহোক, দেশগুলো তাদের ভৌগোলিক অবস্থান ও অভ্যন্তরীণ কারণে 'বেড়া দেওয়ার' ক্ষেত্রে ভিন্ন অবস্থান গ্রহণ করে। একটি দেশের শাসকদের অভিজাত সম্প্রদায় কোন দিকে ঝুঁকে পড়ে, অভ্যন্তরীণ সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে সেটা বড় কারণ। কম্বোডিয়া, লাওস এবং আপাতভাবে মিয়ানমার এরই মধ্যে চীনের পক্ষ বেছে নিয়েছে। সাম্প্রতিককালে চীনের প্রতি বিশেষ অনুরাগ দেখা যাচ্ছে থাইল্যান্ডের। যদিও দেশটি কৌশলগত দিক থেকে যুক্তরাষ্ট্রের মিত্র। ১৯৭৫ সালে মে মাসে সে সময়কার থাইল্যান্ড সরকার তাদের দেশ থেকে যুক্তরাষ্ট্রের সব সেনাকে সরিয়ে নিতে বলেছিল। সে সময় থাইল্যান্ডে ২৭ হাজার মার্কিন সেনা ও ৩০০ যুদ্ধবিমান ছিল। তা সত্ত্বেও এখন পর্যন্ত থাই সরকার যুক্তরাষ্ট্রকে তাদের বিমানঘাঁটি ব্যবহারের অনুমতি দিয়ে যাচ্ছে। কিছুদিন আগেই যুক্তরাষ্ট্রের বিমানবাহী রণতরিকে থাইল্যান্ডের বন্দরে প্রবেশের অনুমতি দেয় তারা। সিঙ্গাপুর নিরপেক্ষ থাকার দাবি করেছে। সেটা প্রমাণের জন্য তারা চীনের সঙ্গে যৌথ সামরিক মহড়ায় অংশ নিয়েছে এবং যৌথভাবে কৌশলগত দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ মালাক্কা প্রণালির নিরাপত্তা বাড়িয়েছে। কিন্তু সিঙ্গাপুরের প্রতিরক্ষা স্মারক, যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে 'উষ্ণ ও বন্ধুত্বপূর্ণ প্রতিরক্ষা সম্পর্ক', যুক্তরাষ্ট্রের সেনাবাহিনীর সদস্যদের সিঙ্গাপুরে আমন্ত্রণ জানানো এসব বিবেচনায় বলা চলে দেশটি যুক্তরাষ্ট্রের দিকে সত্যিকার অর্থেই ঝুঁকে পড়েছে। চীন ও যুক্তরাষ্ট্রের সাঁড়াশি চাপে দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার রাজনীতি শুধু আঞ্চলিক নয়, বৈশ্বিক ক্ষেত্রেও একটা পরীক্ষাগার হয়ে উঠেছে। ফিলিপাইন ও ভিয়েতনামের অভিজ্ঞতা থেকে রাজনৈতিক নেতৃত্ব যদি শিক্ষা নিতে পারে, তাহলে দুই পরাশক্তির মধ্যকার সংঘাতে (যেখানে হারানো ছাড়া আর কোনো প্রাপ্তি নেই) জড়িয়ে পড়া থেকে তারা তাদের দেশগুলোকে দূরে রাখতে পারবে।

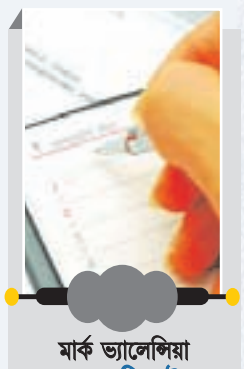

মার্ক ভ্যালেন্সিয়া
কলামিস্ট

প্রকৃতপক্ষে চীন যতই উদ্বেগ প্রকাশ করুক না কেন, সিঙ্গাপুর সম্ভবত যুক্তরাষ্ট্র শিবিরে চলে যাবে। সিঙ্গাপুর ও মালয়েশিয়া যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে পাঁচ দেশের প্রতিরক্ষা আয়োজনে যুক্ত হতে পারে। এই জোটের অন্য দুটি দেশ অস্ট্রেলিয়া ও যুক্তরাজ্য। অস্ট্রেলিয়ার বিমানবাহিনীকে মালয়েশিয়া তাদের বাটারওয়ার্থ বিমানঘাঁটি ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছে। অস্ট্রেলিয়ার বিমানগুলো দক্ষিণ চীন সাগরসংলগ্ন এলাকায় চীনে প্রতিরক্ষাব্যবস্থার ওপর নজরদারি করে। একই সঙ্গে মালয়েশিয়া তাদের ভূখণ্ডে যুক্তরাষ্ট্রের গোয়েন্দা বিমানগুলোকে জ্বালানি নেওয়ার সুযোগ দিচ্ছে। এরপরও মালয়েশিয়া এখন পর্যন্ত 'বেড়া দেওয়ার' চেষ্টা করে চলেছে। ইন্দোনেশিয়া এখন পর্যন্ত দুই পক্ষের মধ্যে নিরপেক্ষ অবস্থান বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু দেশটি যুক্তরাষ্ট্রের গোয়েন্দা বিমানগুলোকে তাদের দেশে অবস্থান করতে দিতে সম্মত হয়নি। কিন্তু 'বেড়া তৈরির' ক্ষেত্রে যথাক্রমে সবচেয়ে খারাপ ও সবচেয়ে ভালো মডেল হতে পারে ফিলিপাইন ও ভিয়েতনাম। ফিলিপাইনের অভিজাত গোষ্ঠীর মধ্যে চীনবিরোধী ও যুক্তরাষ্ট্রপন্থী অবস্থানের কারণে ফার্দিনান্দো মার্কোস জুনিয়র প্রশাসন আগের প্রেসিডেন্ট রদ্রিগো দুতার্তের নীতি পরিত্যাগ করেছেন। দুতার্তের নীতি ছিল, চীন ও যুক্তরাষ্ট্র দুই পক্ষের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখা এবং ওয়াশিংটনকে পাশ কাটিয়ে চলা। কিন্তু মার্কোস দক্ষিণ চীন সাগরে বিশাল যৌথ মহড়ার মধ্য দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ফিলিপাইনের সামরিক সম্পর্ক জোরালো করেছে। যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে প্রতিরক্ষা চুক্তির (ইডিসিএ) ক্ষেত্রও বাড়িয়েছে তারা।

৩১শে মে বিশ্ব
তামাকমুক্ত দিবস

আমাদের খাদ্য দরকার, তামাক নয়

নির্মাল্য গাঙ্গুলী

আজ ৩১শে মে - বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবস। আজকের দিনটি পালনের মূল লক্ষ্য তামাক সেবনের সাথে সম্পর্কিত স্বাস্থ্য ঝুঁকি সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করা। এই দিনে রাষ্ট্রসঙ্ঘ'সহ বিভিন্ন বৈশ্বিক সংস্থা বিশ্বজুড়ে তামাকের ব্যবহার কমাতে কার্যকর সরকারি নীতিমালার পক্ষে কথা বলে।তামাক বিরোধী দিবস, যাবিশ্ব তামাকমুক্ত দিবসনামেও পরিচিত,বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার নেতৃত্বে তামাক ব্যবহারের ক্ষতিকারক প্রভাব সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াতে এবং তামাক সেবন কমাতে কার্যকর নীতির পক্ষে সমর্থন করার জন্য একটি বৈশ্বিক উদ্যোগ হিসাবে পালন করা হয়।

তামাক মহামারী এবং এর ফলে প্রতিরোধযোগ্য মৃত্যু ও রোগের প্রতি বিশ্বব্যাপী দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য ১৯৮৭ সালে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থারসদস্য রাষ্ট্র দ্বারা বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবস তৈরি করা হয়েছিল। তামাক যে কৃষকরা চাষ করে তাদের স্বাস্থ্যের ক্ষতি করে না, বরং এটি বন উজাড়ের দিকে নিয়ে যায়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে, সারা বিশ্বে প্রতি বছর প্রায় ৩.৫ মিলিয়ন হেক্টর জমি তামাক চাষের জন্য রূপান্তরিত হয় যার ফলে বছরে ২,০০,০০০ হেক্টর বন উজাড় হয়।

ইতিহাস ঃ ১৯৮৭ সালে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা তামাক ব্যবহার নিয়ন্ত্রণে নিবেদিত একটি বিশ্ব পালন দিবস তৈরির জন্য রেজোলিউশন গ্রহণ করে। ১৯৮৮ সালের ৩১শে মে প্রথম বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবস পালিত হয়। উদ্বোধনী বছরের থিম ছিল, তামাক বা স্বাস্থ্য ঃস্বাস্থ্য বেছে নিন।

এই বছর ২০২৩ এর থিম ঃ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থারমতে, বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবস ২০২৩এর জন্য নির্ধারিত থিম হল আমাদের খাদ্য দরকার, তামাক নয়(We Need Food, Not Tobacco)। তামাক চাষীদের জন্য বিকল্প ফসল উৎপাদন এবং বাজারজাতকরণের সুযোগ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং টেকসই, পুষ্টিকর ফসল চাষে উৎসাহিত করাই এর লক্ষ্য।

এই বার্ষিক উদযাপনের লক্ষ্য বিশ্বব্যাপী নাগরিকদের মধ্যে শুধু তামাক ব্যবহারের বিপদই নয়, তামাক কোম্পানির ব্যবসায়িক অনুশীলন, তামাক মহামারী মোকাবেলায় বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কী করছে এবং বিশ্বজুড়ে মানুষ তাদের অধিকার দাবি করার জন্য কী করতে পারে সে সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করা। স্বাস্থ্য এবং সুস্থ জীবনযাপন এবং ভবিষ্যত প্রজন্মকে রক্ষা করতে। আজ সারা বিশ্বজুড়ে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থারএবং জনস্বাস্থ্য চ্যাম্পিয়নরা বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবস উদযাপন করতে একত্রিত হবেন।

তাৎপর্যঃ বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবস বিশ্বজুড়ে তামাক নিয়ন্ত্রণের একটি প্রচেষ্টা। এটি ফুসফুসের ক্যান্সার, হৃদরোগ, শ্বাসযন্ত্রের অসুস্থতা এবং আরও অনেক কিছু সহ তামাক ব্যবহারের সাথে সম্পর্কিত স্বাস্থ্যগত প্রভাব সম্পর্কে জনসাধারণকে অবহিত করা।

প্রচারাভিযানটি কৃষকদের তামাক চাষ থেকে বিরত রাখতে সরকারকে শক্তিশালী ব্যবস্থা তৈরি ও বাস্তবায়নের আহ্বান জানায়। এটি তামাকজাত পণ্যের ব্যবহারকে নিরুৎসাহিত করার জন্য উচ্চ কর আরোপের পরামর্শ দিয়েছে।

ভারতে তামাক ব্যবহার ঃ গ্লোবাল অ্যাডাল্ট টোব্যাকো সার্ভে ইন্ডিয়া, সর্বশেষ ২০১৬১৭ তথ্য অনুসারে ভারতে প্রায় ২৬.৭ কোটি প্রাপ্তবয়স্ক (১৫বছর বা তার বেশিসমস্ত প্রাপ্তবয়স্কদের ২৯) তামাক ব্যবহার করে থাকে। ভারতে তামাক ব্যবহারের সবচেয়ে সাধারণ রূপ হল ধোঁয়াবিহীন তামাক এবং সাধারণভাবে ব্যবহৃত পণ্য হল খৈনি, গুটখা, তামাক এবং জর্দা সহ পানের সেবন। এছাড়াও তামাক ধূমপানের মাধ্যমে ব্যবহৃত হয় যেমন বিড়ি, সিগারেট এবং হুক্কা।

উদযাপন ঃ এই দিনে তামাক নিয়ন্ত্রণের প্রচারে বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন কার্যক্রম ও প্রচারণার আযোজন করা হয়। এই উদ্যোগগুলির মধ্যে রয়েছে জনসচেতনতামূলক প্রচারণা, স্কুল এবং সম্প্রদায়গুলিতে শিক্ষামূলক কর্মসূচি, স্বাস্থ্য পরীক্ষা এবং নীতির সমর্থন। তামাক ব্যবহারের বিপদ সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করা, বন্ধ করার প্রচেষ্টাকে সমর্থন করা এবং যুবকদের তামাকের অভ্যাস শুরু করা থেকে বিরত রাখার উপর ফোকাস করা হয়।

তামাক বিরোধী দিবস ব্যক্তি, পরিবার এবং সম্প্রদায়ের উপর তামাকের বিধ্বংসী প্রভাবের অনুস্মারক হিসাবে কাজ করে। এর লক্ষ্য হল ধূমপায়ীদের ত্যাগ করতে উৎসাহিত করা এবং অল্পবয়সিদের অভ্যাস শুরু করা থেকে বিরত রাখা। সচেতনতা বৃদ্ধি এবং তামাক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রচারের মাধ্যমে, তামাক বিরোধী দিবস তামাকজনিত রোগের বোঝা কমাতে এবং একটি স্বাস্থ্যকর সমাজের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

সকল ব্যক্তিবর্গ তামাক ত্যাগ করার অঙ্গীকার করে, তামাক নিয়ন্ত্রণ নীতি সমর্থন করে এবং তাদের বন্ধু, পরিবার এবং সম্প্রদায়ের মধ্যে তামাকের ক্ষতিকারক প্রভাব সম্পর্কে সচেতনতা ছড়িয়ে দেওয়ার মাধ্যমে অবদান রাখতে পারে।

জানা অজানা

যিনি কৃষ্ণ তিনিই কালী

সুনীল কুমার দে

কৃষ্ণ ও কালী কে নিয়ে ঝগড়া ও বিবাদ আগেও ছিলো আর এখনো আছে।যারা কৃষ্ণ ভক্ত তাদের বলা হয় বৈষ্ণব আর যারা কালী ভক্ত তাদের বলা হয় শাক্ত।বৈষ্ণবেরা বলে আমাদের কৃষ্ণ হলেন সবার উপরে তাই কৃষ্ণ ছাড়া গতি নেই।কৃষ্ণ ভজন ই হলো শ্রেষ্ঠ ভজন।অন্য দিকে শাক্তেরা বলে,,মা কালী হলো আদি শক্তি মহামায়া।তিনি জগৎ প্রসব করেছেন তাই তিনি জগৎ জননী।তাই মা ছাড়া গতি নাই।মা কালী সবার থেকে বড়।ঠাকুর রামকৃষ্ণ দেব কালী ও কৃষ্ণের বিবাদ ঘুচিয়ে দিয়ে বললেন,,যিনি কৃষ্ণ তিনি কালী।ব্রহ্ম আর শক্তি অভেদ।ব্রহ্ম অর্থাৎ কৃষ্ণ আর শক্তি অর্থাৎ কালী।যখন তিনি নিষ্ক্রিয় থাকেন তখন তাকে ব্রহ্ম বলি আবার যখন তিনি সৃষ্টি,স্থিতি ও প্রলয় করেন তখন তাকে শক্তি বলি।আগুন ও তার দাহিকা শক্তি যেমন অভেদ,সূর্য ও তার কিরণ যেমন অভেদ তেমনি ব্রহ্ম ও শক্তি অভেদ। কৃষ্ণের আল্হাদিনী শক্তি ছিলেন রাধা।তিনি ছিলেন আয়ান ঘরণী।আয়ান ছিলো কালী মার ভক্ত আর রাধা ছিলেন কৃষ্ণের ভক্ত বা প্রেমিকা।রাধা গোপনে গোপনে কৃষ্ণের সাথে প্রেম করতেন বা কৃষ্ণ কে ভালোবাসতেন।আসলে রাধা ছিলেন কৃষ্ণের মধুর ভাবের সাধিকা।মধুর ভাবে ভক্ত ভগবান কে পতি রূপে ভজনা করে।জটিলা ও কুটিলা ছিলো রাধারাণীর শাশুড়ি ও ননদী।তারা রাধারাণীর গোপন প্রেম জানতে পারে ও আয়ান কে অভিযোগ করে যে রাধা তোমার কলঙ্কিনী বৌ।রাধা রানী প্রতিদিন কৃষ্ণ দর্শনে যেতেন।একদিন জটিলা কুটিলা আয়ান কে নিয়ে তাকে ধরার জন্য পিছু পিছু গেছে।অন্য দিকে রাধারানী কৃষ্ণের চরণে বসে চরণ বন্দনা করছেন।অন্তর্যামী ভগবান এ কথা জানতে পেরেছেন।তারা পৌঁছানোর আগে কৃষ্ণ কালী মূর্তি ধারণ করেছেন আর রাধা কালী পূজা করছেন।আয়ান জটিলা কুটিলা কে সঙ্গে নিয়ে জঙ্গলে গিয়ে পৌছালো তখন দেখলো কৃষ্ণ কোথায়,এখানে তো স্বয়ং মা কালী আছেন আর রাধা তার পুজো করছেন।এই দৃশ্য দেখে আয়ান খুব খুশি হলো ও জটিলা কুটিলার উপর বিরক্তি প্রকাশ করলো কারণ তারা না জেনে শুনে তার রাধার নামে মিথ্যা অপবাদ দিয়েছে। অর্থাৎ ভগবান এখানে দেখালেন যিনি কৃষ্ণ তিঁনিই কালী।তিনি ভক্তের জন্য নানা রূপ ধারণ করেন,মূলত ভগবান এক ও অভিন্ন।

পাঠকের চিঠি

বাঙালী জাত আর জাগবে না,সাহেব ও মেম হতে চায় সবাই

ভারতের শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিমান বাঙালী জাতির আজ কমর ভেঙে গেছে,আত্মবিস্মৃত

গুয়াহাটিকে সংযোগ করা উত্তর পূর্বের জন্য প্রথম বন্দে ভারত এক্সপ্রেস ট্রেনের ভার্চুয়ালি ফ্লাগ অফ প্রধানমন্ত্রীর

প্রত্যেক পনেরো দিন অন্তর ভারত সরকার অসমের জন্য ভালো খবর পাঠায় বলে মন্তব্য মুখ্যমন্ত্রীর, গুয়াহাটি রেল স্টেশনকে জাপানের মতো উন্নত করার পাশাপাশি বরাক উপত্যকায় রেলপথ বৈদ্যুতিকরণের ইঙ্গিত দিলেন রেলমন্ত্রী

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ এক স্বপ্ন যেন সত্যি হলো। গুয়াহাটি স্টেশন থেকে রওনা হলো প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর স্বপ্নের বন্দে ভারত এক্সপ্রেস। এই ট্রেনকে ঘিরে দেখা গেল ব্যাপক উৎসাহ এবং উৎসবমুখর পরিবেশ। সবার হাতে হাতে থাকা মোবাইলের ক্যামেরায় বন্দে ভারত এক্সপ্রেস ট্রেনের ছবি, সেলফি। স্টেশনের শুরু এবং শেষে থাকা দোতালা সিগনাল কেবিনের কর্মচারীদেরও বাইরে বেরিয়ে এসে সেখান থেকে ছবি তুলতে দেখা গেল। চলন্ত ট্রেনটিকে যে ব্যক্তি বাইরে দাঁড়িয়ে ছুটতে দেখেছেন প্রত্যেকেই একবার হলেও সেই দৃশ্য মোবাইলে বন্দী করেছেন। এক অদ্ভুত পরিবেশ। অকল্পনীয় উদ্দীপনা। ট্রেনের ভিতরে বসা এক নিমন্ত্রিত যাত্রী রেলের উন্নয়নকে গোমাতা এবং যাত্রীদের বাছুরের সঙ্গে তুলনা করে বললেন 'গরু যেদিকে যাবে সেই দিকেই ছুটবে বাছুর'। অর্থাৎ রেলের উন্নয়নের সাথে সামগ্রিকভাবে সাধারণ জনতার উন্নয়ন হবে বলে পরোক্ষভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন তিনি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি নতুন দিল্লি থেকে ভার্চুয়ালি গুয়াহাটি নিউ জলপাইগুড়ি বন্দে ভারত ট্রেনের ভার্চুয়ালি ফ্ল্যাগ অফ করেছেন।

সোমবারের দিনটি অসম তথা উত্তরপূর্বের জন্য এক ঐতিহাসিক দিন হিসেবে পরিণত হয়েছে। কারণ প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্নের বন্দে ভারত এক্সপ্রেস ট্রেন এদিন গুয়াহাটি রেলওয়ে স্টেশন থেকে নিউ জলপাইগুড়ির উদ্দেশ্যে আনুষ্ঠানিক ভাবে যাত্রা শুরু করেছে। এর জন্য গুয়াহাটি রেল স্টেশনের ১ এবং ২ প্লাটফর্ম নাম্বারে নিমন্ত্রিত অতিথি এবং সাধারণ ব্যক্তিদের জন্য বসার স্থান এবং অস্থায়ী মঞ্চ নির্মাণের মাধ্যমে এক বিশেষ আযোজন করা হয়েছিল। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যপাল গুলাব চান্দ কাটারিয়া, রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব, মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়াল, রাজ্য মন্ত্রী নিষিথ প্রমাণিক, রাজ্যের মন্ত্রী পরিমল শুক্লবৈদ্য, সাংসদ কামাখ্যা প্রসাদ তাশা, পবিত্র মার্গেরিটা, কুইন ওজা, বিধায় ক সিদ্ধান্ত ভট্টাচার্য প্রমুখ সহ উত্তরপূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজার চেতন কুমার শ্রীবাস্তব এবং অন্যান্য রেলের শীর্ষকর্তারা।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ভার্চুয়ালি গুয়াহাটি থেকে নিউ জলপাইগুড়ি সংযোগী অসমের প্রথম বন্দে ভারত এক্সপ্রেস ট্রেনের সূচনা করেছেন। একই সঙ্গে তিনি ৯১.০৩ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের নতুন বঙ্গাইগাও দুধনৈ মেন্দিপাথার এবং ৯১ কিলোমিটার দৈর্ঘ্য রুটের গুয়াহাটি চাপারমুখ নতুন বৈদ্যুতিক সেকশন দেশের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করেছেন। তাছাড়া তিনি লামডিং এ সম্প্রতি নবনির্মিত একটি ডেমু মেমু সেডের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। নিজের বক্তব্যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেন তিনটি উন্নয়নমূলক কাজ একসাথে সম্পন্ন হওয়ার ফলে এই দিনটি উত্তরপূর্বাঞ্চলের সংযোগ স্থাপনের জন্য এক বিশেষ দিন। গুয়াহাটি নিউ জলপাইগুড়ি বন্দে ভারত এক্সপ্রেস ট্রেনটি অসম ও পশ্চিমবঙ্গের শতাব্দি প্রাচীন বন্ধনকে আরো মজবুত করে তুলবে। এই ট্রেনটির মাধ্যমে এবার থেকে এই অঞ্চলে আসাযাওয়া আরও সহজ হবে। এক্ষেত্রে ছাত্রছাত্রীরা ব্যাপকভাবে উপকৃত হবেন। তাছাড়া পর্যটন ও ব্যবসাবাণিজ্যের ফলে কর্মসংস্থানে সুযোগ বৃদ্ধি হবে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। প্রধানমন্ত্রী বলেন বন্দে ভারতে এক্সপ্রেস ট্রেনটি মা কামাখ্যা মন্দির, কাজিরাঙ্গা, মানুষ জাতীয় উদ্যান এবং পবিতরা বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্যের সাথে সংযোগ প্রদান করবে। তাছাড়া মেঘালয়ের শিলং চেরাপুঞ্জি এবং অরুণাচল প্রদেশের তাওয়াং তথা পাসিঘাটে ভ্রমণ ও পর্যটন বৃদ্ধি পাবে বলে তিনি উল্লেখ করেছেন।

প্রধানমন্ত্রীর নরেন্দ্র মোদী বলেন, এদিনের অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উত্তরপূর্ব প্রথম মেড ইন ইন্ডিয়া বন্দে ভারত ট্রেন পাচ্ছে। একই সঙ্গে এটা পশ্চিমবঙ্গে সংযোগ করা তৃতীয় বন্দে ভারত ট্রেন হতে চলেছে। তাছাড়া অসম এবং মেঘালয়ের মধ্যে প্রায় ৪২৫ কিলোমিটার রেললাইন বৈদ্যুতিকরণ সম্পূর্ণ হয়েছে। তিনি বলেন এই সপ্তাহে কেন্দ্রীয় সরকারের নয় বছর সম্পূর্ণ হয়েছে। গত ৯ বছর ভারতের জন্য অদ্ভুতপূর্ব উপলব্ধির সময় ছিল। গতকালই নতুন পার্লামেন্ট ভবনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়েছে। গত ৯ বছরে এই ধরনের বহু উপলব্ধি হয়েছে যেটা প্রথমে কল্পনা করাই সম্ভব ছিল না। ১৪ সালের আগে দুর্নীতির সব রেকর্ড কায়েম হয়েছিল বলে মন্তব্য করেন তিনি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বলেন এই দুর্নীতি দেশের দেশের গরিব জনতাকে সর্বাধিক ক্ষতিসাধন করেছিল। এই দুর্নীতি দেশের সেই এলাকাগুলোকে প্রভাবিত করেছিল পড়েছিল যেটা পিছিয়ে ছিল। তবে বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার গরীব কল্যাণকে সর্বাধিক প্রাথমিকতা দিয়েছে। গরিব, মহিলাদের উন্নয়ন ছাড়াও এই সরকার প্রতিটি ক্ষেত্রে সর্বশক্তি দিয়ে কাজ করেছে। পরিকাঠামো উন্নয়নের ক্ষেত্রে ব্যাপক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে বলেও উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।

অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা নিজের বক্তব্যে প্রধানমন্ত্রীর কথা বারংবার উল্লেখ করেছেন। তার মন্তব্য অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন উত্তরপূর্বকে পরিবর্তন করার জন্য পরিবহনের মাধ্যমে সেটা করতে হবে। অর্থাৎ ট্রান্সফরমেশন থ্রো ট্রান্সপোর্টেশন। প্রধানমন্ত্রী সেই নির্দেশ অনুসারে কেন্দ্রীয় সরকার সড়ক, রেল, আকাশ পথ, জলপথের মাধ্যমে যোগাযোগ বৃদ্ধি করার ছাড়াও ইঃটারনেটের কানেক্টিভিটির উপর গুরুত্ব দিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী জানান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি উত্তরপূর্বের রেলের জন্য ৭০ হাজার কোটি টাকা ব্যয় করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। সেই নির্দেশ কার্যকরী করে গত কয়েকদিনের মধ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। গত কয়েকদিনে ৪৩০ কিলোমিটার নতুন রেলপথ সংযোগ হয়েছে, ৮৯৪ কিলোমিটার মিটারগজ থেকে ব্রডগেজে রূপান্তরিত হয়েছে, ৪২৯ কিলোমিটার রেললাইন ডাব্লিং হয়েছে বলে মন্তব্য করেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন প্রধানমন্ত্রী এবং রেলমন্ত্রীর ভবিষ্যৎ দর্শনের জন্য বহু পদক্ষেপ নেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে। ব্রহ্মপুত্রের উপর কাছে ১৬৭৭ কোটি টাকা ব্যয় সাপেক্ষে নতুন রেলের ব্রিজ নির্মাণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। অতি শীগ্রই এক্ষেত্রে কাজ শুরু হবে। তাছাড়া কলিয়াভোমরার পাশেও রেলের দ্বিতীয় সেতু নির্মাণের কাজ শুরু হতে চলেছে। ৩৫১২ কোটি টাকা ব্যয় সাপেক্ষে ব্রহ্মপুত্র নদীর উপর তেজপুর এবং শিলঘাট সংযোগী ২৫ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের এই সেতু নির্মাণের পরিকল্পনা রয়েছে। এই ধরনের কাজের মাধ্যমে উত্তরপূর্বকে নতুন দিগন্তে নিয়ে যাবে বলে মনে করছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন গত ১৪ এপ্রিল প্রধানমন্ত্রী উত্তর পূর্বের তথা অসমের জন্য প্রথম এইমস চিকিৎসালয় উপহার দিয়েছেন। গত কয়েকদিন আগেই অসমে ন্যাশনাল ফোরেন্সিক সাইন্স ইউনিভার্সিটির কাজ শুরু হয়েছে। আশ্চর্যকর হলেও এটা সত্যি যে প্রত্যেক পনেরো দিন অন্তর ভারত সরকার অসমের জন্য ভালো খবর পাঠায়। অথচ এর আগে অসমের জন্য নানা প্রকল্পের দাবি করা হতো বলে মন্তব্য করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। অনুষ্ঠানে শুরু হওয়ার আগেই সাংবাদিকদের সঙ্গে মত বিনিময় করেছেন রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব। তিনি শীঘ্রই বরাক উপত্যকায় রেলপথ বৈদ্যুতিকরণের ইঙ্গিত দিয়েছেন। রেলমন্ত্রী বলেন রেলের বৈদ্যুতিকরণের ক্ষেত্রে প্রয়াগরাজ রেল স্টেশনে যেই অত্যাধুনিক ব্যবস্থা রয়েছে সেটা গুয়াহাটি রেল স্টেশনে স্থানান্তর করা হচ্ছে। এর ফলে উত্তরপূর্বে বিশেষ করে অসমের বিভিন্ন রেল পথে বৈদ্যুতিকরণের কাজ সম্পূর্ণ হবে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি।

রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব বলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে উত্তর পূর্বে রেলের ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন হয়েছে। আগে ১৫-২০ বছর ধরে উত্তর পূর্বে কোন নতুন ট্রেনের চলাচল শুরু হতো না। কিন্তু বর্তমান প্রধানমন্ত্রী সেই চিন্তাধারা পাল্টে দিয়েছেন। বর্তমান লুক ইস্ট এর পরিবর্তে এক্ট ইস্ট নীতিতে কাজ চলছে। আগামী জুন মাসের মধ্যে বৈদ্যুতিক রেল পথের সংযোগ থাকা প্রতিটি শহরে বন্দে ভারত এক্সপ্রেস ট্রেন পৌঁছে যাবে বলে উল্লেখ করেন তিনি।

রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব বলেন ২০১৪ সালের আগে রেলের ক্ষেত্রে দুই হাজার কোটি টাকার অর্থ বরাদ্দ করা হতো। কিন্তু বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে সেটা বেড়ে ১০২০০ কোটি টাকা হয়েছে। উত্তর পূর্বে ১৬১৮ কিলোমিটারের নতুন রেলপথ সৃষ্টি হয়েছে। যার মধ্যে ১২২ কিলোমিটার শুধু টানেল। টেলিকম যোগাযোগের ক্ষেত্রেও নানা পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। বিটিএস অর্থাৎ মোবাইল টাওয়ারের সংখ্যা ২০ হাজার থেকে বাড়িয়ে এক লক্ষ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে ৮৬০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে বলে উল্লেখ করে তিনি বলেন এর মাধ্যমে ১১২০০টি গ্রামে ইঃটারনেট পরিষেবা প্রদান করা হবে। সারাদেশের ৫৯ টি রেল স্টেশন ওয়ার্ল্ড ক্লাস হিসাবে আধুনিকীকরণ করা হয়েছে। গুয়াহাটি রেল স্টেশনকে জাপানের মতো উন্নত করা হবে বলে ঘোষণা করেছেন রেলমন্ত্রী। তিনি বলেন ইতিমধ্যে অসমের মুখ্যমন্ত্রী গুয়াহাটি রেল স্টেশনের দ্বিতীয় গেটের জন্য পল্টন বাজারে জমির ব্যবস্থা করেছেন। এবার গুয়াহাটি রেল স্টেশন মহানগরের কেন্দ্রে থাকার ফলে এটাকে কমার্শিয়াল হাভ হিসাবে গড়ে তোলা হবে বলে জানান রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব।

উল্লেখ্য সেমি হাই স্পিড ট্রেন হিসেবে প্রসিদ্ধ বন্দে ভারত এক্সপ্রেসে সব ধরনের অত্যাধুনিক সুযোগ সুবিধা রয়েছে। বন্দে ভারত এক্সপ্রেস একাধিক উন্নত মানের এবং বিমানে যাত্রা করার মত অভিজ্ঞতা প্রদান করবে। মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাও একই কথা নিজের বক্তব্যে বলেছেন। এই ট্রেনটিতে স্বদেশী ভাবে তৈরি করা ট্রেন সংঘর্ষ এড়ানোর ব্যবস্থা কবজ সহ অত্যাধুনিক সুরক্ষা ব্যবস্থা দিয়ে সজ্জিত রয়েছে। তাছাড়া এর মধ্যে রয়েছে ওয়াইফাই কানেক্টরের ব্যবস্থা। প্রতিটি কামরায় ৩২ ইঞ্চি স্ক্রিন রয়েছে যেটাতে যাত্রীদের সমস্ত তথ্য জানানো হবে। রয়েছে সাইড রিক্লিনার সিট ব্যবস্থা। এক্সিকিউটিভ শ্রেণীর কামড়ায় ধর্মীয়মান আসনের বৈশিষ্ট্য যুক্ত করা হয়েছে। গুয়াহাটি নিউ জলপাইগুড়ি বন্দে ভারত এক্সপ্রেস ট্রেনটি মঙ্গলবার ছাড়া সপ্তাহে ছয় দিন চলাচল করবে।

বরাক উপত্যকা থেকে কোনো ধরনের ব্যাপক আন্দোলন ছাড়াই ৪৫ দিনের মধ্যে বন্যায় বিধ্বস্ত লামডিং হাফলং শিলচর রেলপথ পুনর কার্যক্রম হয়ে উঠেছিল বলে মন্তব্য মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার

বিগত ৯ বছরে অসমে আন্দোলন অভিহীনে উন্নয়ন সম্ভব হয়ে উঠেছে

গুয়াহাটি (সব্যসাচী শর্মা) ঃ বরাক উপত্যকার জন্য রেলপথ কতটা জরুরী সেটা এবার নিজেই স্বীকার করে নিলেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তিনি বলেন আগে বরাক উপত্যকায় রেলপথে যেকোনো কারণে ভাঙ্গনের সৃষ্টি হলে সেটা মেরামতি করার ক্ষেত্রে ৬-৭ কিংবা ৮ মাস সময় লাগতো। তবে তার আগে এই বিষয়ে বরাক উপত্যকায় ব্যাপক গণ আন্দোলনের সৃষ্টি হওয়ার নজির রয়েছে। খবর, বিবৃতি, পার্লামেন্টে প্রশ্ন, রাজনৈতিক অভিযোগ, পাল্টা অভিযোগ, সাংবাদিক বৈঠক ইত্যাদির মাধ্যমে বিষয়টিতে হইচই এর সৃষ্টি হতো। কিন্তু এবার যখন ভয়াবহ বন্যার ফলে হাফলং এর রেল পরিষেবা সম্পূর্ণ ভাবে তছনছ হয়ে যায় সেই সময় বরাক উপত্যকার থেকে কোনো ধরনের দাবি উত্থাপন করা হয়নি যেটাতে বলা হয়েছিল যে এই রেলপথ অতিশীঘ্রই মেরামতি করতে হবে। প্রত্যেকের দাবি ছিল শিলং হয়ে সড়ক পথের বিকল্প ব্যবস্থা যাতে সচ্ছল থাকে। প্রত্যেকের এটাই ধারণা ছিল যে রেলপথের মেরামতের কাজ পর্যায়ক্রমে শুরু করা হবে। ফল এই বিষয়ে বরাক উপত্যকায় ব্যাপক ধরনের কোন আন্দোলন হয়নি বলে জানান তিনি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি নেতৃত্বাধীন নয় বছরের শাসনকালে আন্দোলন অভিহনে রাজ্যজুড়ে যে উন্নয়নে ধারা সৃষ্টি হয়েছিল সেটার বিষয়ে বিস্তারিত বক্তব্য তুলে ধরে এভাবে নিজের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তিনি বলেন ভয়াবহ বন্যার ফলে হাফলং রেলস্টেশন ঘিরে যেই পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল সেটা অকল্পনীয় ছিল। এরপর এই বিষয়ে আলোচনার জন্য তিনি রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণবের সঙ্গে মেসেজের মাধ্যমে যোগাযোগ করেছিলেন। রেলমন্ত্রীর দেওয়া সময় মুখ্যমন্ত্রী তার সঙ্গে দেখা করে হাফলং এর পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করার সময়েই তিনি জানান ইতিমধ্যে আফফানের জন্য ১৮০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। তাছাড়া নির্ধারিত একটি সময় উল্লেখ করে রেলমন্ত্রী জানান সেই সময়ের মধ্যে কাজ সম্পূর্ণ হবে। অত্যাধিক আশ্চর্যকর ভাবে তিনি শুধু এই বিষয়টি চিন্তা করছিলেন যে এটা কিভাবে সম্ভব হলো বলে মন্তব্য করেন মুখ্যমন্ত্রী। তবে এরপরেও তার মনে বিভিন্ন সংশয় ছিল যে আদৌ নির্ধারিত সেই সময়ের মধ্যে কাজ সম্পন্ন হবে কিনা। কারণ বরাক উপত্যকা এবং হাফলং এর জন্য এই রেলপথ একটি লাইফ সাইন হিসেবে চিহ্নিত। অতি তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে বরাক উপত্যকা থেকে কোনো ধরনের ব্যাপক আঃেদালন ছাড়াই ৪৫ দিনের মধ্যে বন্যায় বিধ্বস্ত লামডিং হাফলং শিলচর রেলপথ পুনর কার্যক্রম হয়ে উঠেছিল বলে মন্তব্য মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। অপর একটি উদাহরণ তুলে ধরে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, তিনি ভাবছিলেন অসমের জন্য একটি বন্দে ভারত এক্সপ্রেস ট্রেন চাইবেন। অথচ দু দুদিন আগেই রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব তাকে জানান যে সোমবার থেকে এই ট্রেন অসমে শুরু হতে চলেছে। তিনি বলেন সাধারণত এক্ষেত্রে একটি প্রক্রিয়া রয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে তিনি চিঠি লিখবেন এরপর রেলমন্ত্রী ব্যবস্থা নেবেন। কিন্তু এই প্রক্রিয়া এখন এত সহজভাবে সম্পন্ন হয়ে যাবে চিন্তাই করা যায় না। ডিব্রুগড় এবং যোরহাটের জন্য একটি করে বন্দে ভারত এক্সপ্রেস ট্রেনের দাবি জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। উল্লেখ্য দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ সরকারের নয় বছর সম্পূর্ণ করার উপলক্ষে মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা, রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব এবং রাজ্য বিজেপির সভাপতি ভবেশ কলিতা সোমবার গুয়াহাটি মহানগরের বিভানতা তাজ হোটেলে রাজ্যের সংবাদ গোষ্ঠীর সত্বাধিকারী, মুখ্য সম্পাদক, সম্পাদক এবং জ্যৈষ্ঠ সাংবাদিকদের সঙ্গে এক সৌহার্দ্যপূর্ণ মতবিনিময় অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছেন। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন কংগ্রেস সরকারের আমলে যেটা এক 'সাংঘাতিক' বিষয় ছিল সেটার বিপরীতে বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করা, কথা বলা সামান্য বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। তিনি জানান প্রাক্তন প্রয়াত মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈ কিংবা হিতেশ্বর শইকিয়া নেতৃত্বাধীন সরকারের আমলে প্রধানমন্ত্রী সঙ্গে কথা বলা কিংবা সাক্ষাৎ করা এক সাংঘাতিক এবং উল্লেখযোগ্য বিষয় হিসেবে পরিগণিত হতো। কিন্তু বর্তমান সেই ব্যবস্থা সম্পূর্ণ পাল্টে গেছে বলে মন্তব্য করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তিনি বলেন বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলা কিংবা সাক্ষাৎ করা অতি সহজ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী উত্তরপূর্বের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেওয়ার ফলে এই অঞ্চলের মুখ্যমন্ত্রীরাও দেশের বিভিন্ন স্থানে গুরুত্ব পাচ্ছেন মতামত ব্যক্ত করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। আগের সরকারের আমলে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলার জন্য সারাদিন ধরে অপেক্ষা করতে হতো। একবার কথা হওয়ার পর সেটা সংবাদ মাধ্যমে জানানোর জন্য তৎপরতা শুরু করার নজির ছিল। কিন্তু বর্তমান প্রধানমন্ত্রী সঙ্গে কথা বলা কিংবা সাক্ষাৎ করা অতি সামান্য ব্যাপার। গত তিনদিন দিল্লিতে থাকার সময় প্রতিদিন তিনি প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন কথা বলেছেন বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে বিজেপি রাজ্য সভাপতি ভবেশ কলিতা বলেন প্রধানমন্ত্রীর নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে সারা ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষের সর্বাঙ্গে উন্নয়ন হয়েছে। বিজেপি সরকারের সফলতার নয় বছরে সেবা সুশাসন এবং গরিবের কল্যাণের লক্ষ্য সামনে রেখে এগিয়ে গেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সারাদেশ বর্তমান বিরামহীন প্রগতির দিকে দ্রুতগতিতে এগিয়ে গেছে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। এদিনের অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষক পিপিটির মাধ্যমে বিজেপি সরকারের নয় বছরের সফল কাজকর্মের উপর বিস্তারিত বক্তব্য প্রদান করেন। প্রধানমন্ত্রী এবং মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে সারা অসমের বিকাশের গতি ত্বরান্বিত হয়ে উঠেছে বলে মন্তব্য করেন তিনি।

কিষান মানডিতে গন্ডগোল

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি) ঃ স্বর্ন বীজন ধান কেনার লাইনে দাঁড়ানো নিয়ে মঙ্গলবার সকালে গন্ডগোল সিউড়ি হাটজনবাজার কিষান মানডিতে । ঘটনাস্থলে আসে সিউড়ি থানার পুলিশ । দৈইটা গ্রামের উত্তম গড়াই বলে, সাতাশ টাকা কেজি দরে স্বর্ন বীজন ধান পনেরো কেজি পাচ্ছি । কেরামডাঙ্গাল গ্রামের মধুসুদন মন্ডল বলে, ভোর চারটা থেকে দাঁড়িয়ে আছি । ধানের জন্য আধার কার্ড,ভোটার কার্ড,ব্যাঙকের পাসবই লাগছে ।

পথে গৃহশিক্ষকরা

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি) - অর্থ জ্ঞান অর্থ ধ্যান অর্থ চিন্তামনি এই আশাতে স্কুল পালিয়ে করি টিউশনি - এই স্লোগানকে সামনে রেখে পশ্চিমবঙ্গ গৃহশিক্ষক কল্যান সমিতির রামপুরহাট ইউনিট পক্ষ থেকে বিদ্যালয় ও কলেজ শিক্ষকদের টিউশনি পড়ানো বন্ধের দাবিতে মঙ্গলবার সিউড়ি শহরে পদযাত্রা করলো । রাজ্য সম্পাদক অনিকেন্দু চক্রবর্তী বলেন, শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর সঙ্গে কথা হয়েছে । আদালতের নির্দেশ সত্ত্বেও কিছু সরকারি আমলার গাছাড়া মনোভাবের জন্য স্কুল শিক্ষকরা প্রাইভেট টিউশন পড়িয়ে যাচ্ছে । বারবার আমাদের জীবনজীবিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে । গৃহশিক্ষকদের মর্যাদা দেওয়া হচ্ছে না । জেলা সভাপতি অভিজিৎ চট্টরাজ বলেন, বিগত পাঁচবছর ধরে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক এবং ডিআইকে বারবার ডেপুটেশন দেওয়া সত্ত্বেও কোনো সুরাহা হয় নি । আজ দেড়শোজনের মতো উপস্থিত আছি । বিদ্যালয় পরিদর্শক (উচ্চ শিক্ষা)কে স্মারকলিপি প্রদান করা হয় ।

অমর্ত্য সেন মামলার পরবর্তী শুনানি জুন মাসে

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি) জমি বিবাদ নিয়ে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে অমর্ত্য সেনের মামলার গড়ায় আদালতে । কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে মঙ্গলবার তিরিশে মে সিউড়ি আদালতে মামলার শুনানি হয় । অমর্ত্য সেনের আইনজীবী সৌমেন্দ্র রায় চৌধুরী বলেন, খানিকটা শুনানি হয়েছে । তেরো জুন পরবর্তী শুনানি হবে । বিশ্বভারতীর আইনজীবী সুচরিতা বিশ্বাস বলেন, অথারিটি চ্যালেঞ্জ করেছে । গেজেটেড নোটিফিকেশন চ্যালেঞ্জ করেছে পুরোটা একটা বাজে বিষয় । দেরি করার চেষ্টা ।

বিক্ষুব্ধ কাউন্সিলরদের নিয়ে আলোচনায় সাংসদ বিধায়ক

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি) সিউড়ি পৌরসভার চেয়ারম্যান প্রনব কর এবং ভাইসচেয়ারম্যান বিদ্যাসাগর সাউকে সরিয়ে দেওয়ার দাবিতে সম্প্রতি জেলাশাসক বিধান রায়কে চিঠি দিয়েছিল সিউড়ি পৌরসভার বিক্ষুব্ধ তেরোজন তৃণমূল কাউন্সিলর । রাজ্যের পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমের নির্দেশে সেই তেরোজন বিক্ষুব্ধ কাউন্সিলরদের নিয়ে মঙ্গলবার বিকালে সিউড়ি তৃণমূল কার্যালয়ে আলোচনায় বসলেন বীরভূম লোকসভাকেন্দ্রের সাংসদ শতাব্দী রায় এবং সিউড়ি বিধানসভাকেন্দ্রের বিধায়ক বিকাশ রায়চৌধুরী । আলোচনার পর সাংবাদিকদের সাংসদ শতাব্দী রায় বলেন, জয়েন্ট ফ্যামিলিতে অভিযোগ প্রতি অভিযোগ থাকতে পারে তা মিটে যায় মিটে যাবেও । বিধায়ক বিকাশ রায়চৌধুরী বলেন, তৃনমূলের পরিবারের ব্যাপারে ঘরোয়া আলোচনা করলাম । তাদের অভিমান ছিল অভিমান ঘুচে গেলো । মিডিয়া বিভ্রান্তিকর খবর ছড়িয়েছিল ।

পন্তের অনুপস্থিতিতে 'এক্সফ্যাক্টর' কিষান সূর্যকুমারকে চান পন্টিং

লন্ডন (ওয়েবডেস্ক) ঃ বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালের জন্য ঘোষিত ভারতীয় দলে প্রথমে ঈশান কিষান ছিলেন না। লোকেশ রাহুলের চোটের পরই ডাকা হয় তাঁকে। সূর্যকুমার যাদব তো ১৫ জনের চূড়ান্ত দলেও নেই, আছেন স্ট্যান্ডবাই হিসেবে। তবে এই দুজনকেই বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ভারতীয় দলের একাদশে দেখতে চান রিকি পন্টিং। সাবেক অস্ট্রেলিয়া অধিনায়কের মত, টেস্টটি জিততে গেলে যতজন সম্ভব 'এক্সফ্যাক্টর' ধরনের খেলোয়াড়কে নামাতে হবে। কিষান ও সূর্যকুমারকে সে শ্রেণিতেই ফেলেন আইপিএলে দিল্লি ক্যাপিটালসের এখনকার প্রধান কোচ। ঋষভ পন্ত ফিট থাকলে তাঁকেই ভারত দলে দেখা যেত। তাঁর অনুপস্থিতিতে ওই ঘরানার কাউকে দরকার বলে মনে করেন পন্টিং, 'আমি যদি ভারতীয় দলে থাকতাম, ম্যাচটি যেহেতু জিততেই হবে, সেটির গুরুত্ব বুঝে কিষানকে এ ম্যাচে খেলাতাম। যখন কোনো দল টেস্ট জিততে চাইবে, তখন তাঁর মতো খেলোয়াড় এক্সফ্যাক্টর হয়ে উঠতে পারে। অবশ্যই ঋষভ পন্ত ফিট থাকলে সেই খেলত, ভারতের এক্সফ্যাক্টর হয়ে উঠত।' পন্তের অনুপস্থিতিতে ভারতীয় দলে কিষান ছাড়াও উইকেটকিপার হিসেবে আছেন শ্রীকর ভরত। তবে জয়ের জন্য গ্লাভস হাতে কিষানই পন্টিংয়ের পছন্দ। রবিচন্দ্রন অশ্বিন ও রবীন্দ্র জাদেজা দুই স্পিন বোলিং অলরাউন্ডারকেই একাদশে দেখতে চান পন্টিং। তবে জাদেজাকে তিনি চান মূলত ব্যাটসম্যান হিসেবেই, যিনি ৬ নম্বরে খেলবেন। ৫ নম্বরে পন্টিংয়ের চাওয়া সূর্যকুমারকে। কারণ, 'অস্ট্রেলিয়াকে চাপে ফেলতে আমি যতজন সম্ভব এক্সফ্যাক্টর খেলোয়াড়কে নামাতাম।' সূর্যকুমার গত ফেব্রুয়ারিতে নাগপুরে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষেই একমাত্র টেস্টটি খেলেছেন ক্যারিয়ারে। একমাত্র ইনিংসে ব্যাটিং করে তিনি করেন ৮ রান। কিষানের এখনো টেস্ট অভিষেকই হয়নি। প্রথম শ্রেণিতে সূর্যকুমারের গড় ৪৪.৪৫, কিষানের ৩৮.৭৬। টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের দলে অজিঙ্কা রাহানেকে দেখেও খুশি হয়েছেন পন্টিং। দল থেকে বাদ পড়ার পর মুম্বাইয়ের হয়ে রঞ্জি ট্রফিতে ভালো একটি মৌসুম কাটিয়েছেন রাহানে, এরপর চেন্নাই সুপার কিংসের হয়ে আইপিএলেও আলো ছড়িয়েছেন। তবে আইপিএলে দারুণ সময় কাটানোর পর রাহানের দলে ফেরা নিয়ে পন্টিংয়ের মন্তব্য, 'জিংকস (রাহানে) আইপিএলেও দুর্দান্ত সময় কাটিয়েছে। ব্যাপারটা মজার। কীভাবে আইপিএলে রান করে টেস্ট দলে ফেরা যায়! গত কয়েক বছর টেস্ট ক্রিকেট থেকে একটু দূরেই চলে গিয়েছিল সে, তবে সবাই জানে তাকে কতটা আত্মবিশ্বাসী দেখাচ্ছিল। আইপিএলে কতটা ভালো খেলেছে সে। দলে ফিরতে সেটিই তার জন্য যথেষ্ট হয়েছে।'

আগামী ৭ জুন থেকে ওভালে শুরু হবে টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনাল। এই ভেন্যু নিয়ে পন্টিং বলেছেন, 'আগে থেকেই ওভালের উইকেট ব্যাটিংসহায়ক। প্রথম দিন সাধারণত ফাস্ট বোলারদের জন্য একটু সহায়তা থাকে, তবে বেশি না। তবে সেখানে কয়েকটি ম্যাচ খেলে দেখেছি, বেশ টার্ন থাকে। যদি পিচ একটু শুকাতে শুরু করে, তাহলে অনেক টার্নের দেখা মিলবে।'

অশ্বিন ও জাদেজা দুজনকেই তাই খেলাতে বলছেন পন্টিং, 'আমার মনে হয় তারা জাদেজা ও অশ্বিনকে নেবে। কারণ, জাদেজা ৬ নম্বরের জায়গাটা নিতে পারবে। ব্যাটিংয়ে তার এতটাই উন্নতি হয়েছে যে এখন তাকে ব্যাটসম্যান হিসেবে খেলানোই যায়। অশ্বিন যে জাদেজার চেয়ে বেশি ভালো স্কিলড ও উন্নত মানের টেস্ট বোলার, তা নিয়ে সংশয় নেই। তবে জাদেজা যদি ব্যাটিংয়ে জায়গাটা ধরে রাখতে পারে, একই সঙ্গে চতুর্থ বা পঞ্চম দিনে গিয়ে যদি টার্নের দেখা মেলে, তাহলে আপনার বিশ্বমানের স্পিন অপশন থাকবে আপনার।'

চেন্নাই সুপার কিংসের নাটকীয় শিরোপা জয়ের পাঁচটি কারণ

আহমেদাবাদ ঃ মুম্বাই ইন্ডিয়ান্সের সমান পাঁচবার ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লীগ বা আইপিএল শিরোপা নিশ্চিত করলো চেন্নাই সুপার কিংস। গুজরাটের আহমেদাবাদে নরেন্দ্র মোদী স্টেডিয়ামে ১ লাখ দর্শক স্থানীয় সময় রাত দুইটা পর্যন্ত এই খেলা দেখেছে। শেষ ওভারের নাটকীয়তায় চেন্নাইয়ের জয় নিশ্চিত করেছেন রাভীন্দ্র জাদেজা।

সোমবার রাতে চেন্নাই টসে জিতে বল করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, গুজরাট টাইটান্স ২১৪ রান তোলে শুরুতে ব্যাট করে, এরপর চেন্নাইয়ের ইনিংস শুরু হতে না হতেই নামে বৃষ্টি, দুই ঘণ্টারও বেশি সময় খেলা বন্ধ ছিল বৃষ্টির কারণে এরপর চেন্নাইয়ের জন্য নতুন টার্গেট দাঁড়ায় ১৫ ওভারে ১৭১।

চেন্নাইয়ের এখন পাঁচটি আইপিএল শিরোপা, অধিনায়ক হিসেবে মাহেন্দ্র সিং ধোনিরও তাই।

এই ফাইনাল হওয়ার কথা ছিল রবিবার রাতে কিন্তু বৃষ্টির কারণে রিজার্ভ ডেতে গড়ায় খেলা।

খেলায় যখন বৃষ্টির বিরতি তখন অনেকেই খাতা কলম নিয়ে বসেছিল, বৃষ্টিতে ওভার কাটা পড়লে কতো হবে চেন্নাইয়ের নতুন টার্গেট।

এর মাঝে ভারতের স্পিনার রাভিচান্দ্রান আশ্বিন টুইট করেন, যাই হোক না কেন, কাটা ওভারের খেলায় এই উইকেটে ও পিছল আউটফিল্ডে চেন্নাই সুবিধা পাবেই।

শেষ পর্যন্ত তাই হয়েছে, ১৫ ওভারের খেলা মানে উইকেট হারানোর ভয় কম, কম ওভারে দ্রুত রান তোলার কাজটা চেন্নাই সহজেই করেছে।

গত রাতে আহমেদাবাদে শুধু বৃষ্টিই হয়নি মোটামুটি একটা ঝড় বয়ে গেছে, এই ঝড়ের পর ব্যাট হাতে ঝড় তুলেছেন চেন্নাইয়ের ব্যাটাররা।

চেন্নাই সুপার কিংস এবার যে মাঠেই খেলেছে, যে রাজ্যেই গিয়েছে তুমুল সমর্থন পেয়েছে মাহেন্দ্র সিং ধোনির জন্য, রবিবার আইপিএল ফাইনাল ম্যাচ স্থগিত হওয়ার পর অনেক চেন্নাই ভক্ত আহমেদাবাদে রেলস্টেশনে রাত কাটিয়েছেন, টুইটারে এসব ছবি ঘুরছিল সারাদিন। এই সমর্থকদের প্রতিদান দেয়া গুরুত্বপূর্ণ বলে বলেছেন চেন্নাই অধিনায়ক ধোনি।

চেন্নাই সুপার কিংস একটা ভিন্ন তরিকায় আইপিএলে দল ম্যানেজ করে, কোনও ক্রিকেটার এক বা দুই ম্যাচে ব্যর্থ হলেই তাকে একাদশ থেকে বের করে দেয় না, এটা দলে একটা সমন্বয় তৈরিতে সাহায্য করেছে বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা।

ভারতের জনপ্রিয় উপস্থাপক হারশা ভোগলে টুইটারে লিখেছেন, একে বলে ভরসা রাখার শক্তি, কে ভেবেছিলেন এমন শক্তির প্রদর্শন করবেন রাহানে ও রাইডু।

আজিঙ্কা রাহানে ভারতে টেস্ট ব্যাটার হিসেবেই বেশি পরিচিত অন্যদিকে আম্বাতি রাইডু আইপিএলের সিনিয়র একজন সদস্য।

ফাইনালে এই দুজন মিলে ২১ বলে ৩৬ রান তোলেন।

আজিঙ্কা রাহানে তোলেন ১৩ বলে ২৭ রান, ২ টি ছক্কা হাঁকান এই ভারতীয় ব্যাটার।

আম্বাতি রাইডু মূলত চেন্নাইকে ম্যাচে ফেরান ১৩তম ওভারে যখন ১৮ বলে ৩৯ রান প্রয়োজন তখন তিনি মোহিত শর্মার টানা তিন বলে ৬,৪,৬ মেরে ব্যবধান কমিয়ে আনেন।

শুভমন গিল আইপিএলের শেষভাগে যেমন খেলছিলেন তাতে এই ব্যাটারকে স্বাভাবিক উপায়ে আউট করা কঠিন হয়ে পড়েছিল, তাই মাহেন্দ্র সিং ধোনি মিলিসেকেন্ডের নৈপুণ্যে তাকে প্যাভিলিয়নে ফেরালেন।

শুভমন গিল শুরু করেছিলেন আগের মতোই, ১৯ বলে ৩৯ তুলে নিয়েছিলেন, রাভিন্দ্র জাদেজার একটি বল গিল মিস করেন ধোনি আলোর গতিতে স্ট্যাম্প ভেঙ্গে দেন।

সঞ্জয় মানজ্রেকার ইএসপিএন ক্রিকইনফোর বিশ্লেষণে বলেন এটা অবিশ্বাস্য ছিল, ধোনির চেয়ে দ্রুত স্ট্যাম্পিং কেউই করতে পারে না এটা আমরা সবাই জানি, ধোনি টেকনিকের ধার ধারেননি হাত রেখেছেন স্ট্যাম্পের কাছে এবং স্ট্যাম্প ভেঙ্গে দেন, জাদেজা হাসছিলেন, গিল তখন ক্রিজের বাইরে।

টুইটারে ভারতের সাবেক ক্রিকেটার ভিরেন্দর সেহওয়াগ লিখেছেন, আপনি ভারতে ব্যাংকে গিয়ে ব্যাংক নোট বদলাতে পারবেন কিন্তু ধোনিকে কেউ বদলাতে পারবেন না, তার চেয়ে দ্রুত কেউ নেই।

মাহেন্দ্র সিং ধোনি এই মৌসুমে ব্যাট হাতে তেমন ভূমিকা রাখেননি তিনি ভূমিকা রেখেছেন অধিনায়ক হিসেবে এবং ফাইনালের মতোই উইকেটের পেছন থেকে।

ম্যাচ শেষে ধোনি প্রেজেন্টেশনে গিয়ে হারশা ভোগলেকে বলেন, আমি তো ধরেই রেখেছিলাম এটাই আমার শেষ আইপিএল হতে যাচ্ছে কিন্তু যে ভালোবাসা আমি ভারতজুড়ে পেয়েছি সেটা অবিশ্বাস্য।

আমি আরও ছয় সাত মাস দেখি, যদি শরীর সায় দেয় আমি আবারো খেলবো।

আর কিছুদিন পরেই ধোনির বয়স হতে চলেছে ৪২।

ধোনির কাছে এই আইপিএল শিরোপা ছিল বিশেষ কিছু, শেষ দুই বল তিনি ডাগআউটে চোখ বন্ধ করে বসেছিলেন, জাদেজার উইনিং শটের পর তাকে কোলে তুলে নেন ধোনি।

শ্রীলংকার সাবেক অধিনায়ক অ্যাঞ্জেলো ম্যাথুজ টুইট করেন, যে ভালোবাসা ধোনি পাচ্ছেন তা অবিশ্বাস্য, এটা প্রমাণ করে কতো বড় ব্যক্তিত্ব তিনি।

ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগ ২০২৩ এর সফল দুই বোলার মোহাম্মদ শামি ও রাশিদ খান ফাইনালে উইকেট পাননি, রাশিদ খান ৩ ওভারে ৪৪ রান হজম করেছেন, যা তার নামের পাশে বেমানান।

মোহিত শর্মা ৩টি উইকেট নিয়েছেন বটে কিন্তু তিনি শেষ দুই বলে লাইন মিস করেন, জাদেজার যখন এক বলে চারের জন্য দাঁড়িয়েছেন তখন তিনি পায়ে ফুল্টস দেন, যা জাদেজা সহজেই বাউন্ডারি পার করান।

গুজরাট টাইটান্সের ২১৪ রানের সংগ্রহের হাইলাইটস ছিলেন সাই সুদর্শন।

ভারতীয় ক্রিকেটার বাদ্রিনাথ টুইটারে লেখেন, সুদর্শনের ভিত্তিমূল্য ছিল মাত্র ২০ লাখ টাকা, এখন তাকে অমূল্য মনে হচ্ছে।

ভারতের কিংবদন্তি ক্রিকেটার সাচিন টেন্ডুলকার টুইটারে লিখেছেন, সুদর্শনের ব্যাটিং চোখের জন্য প্রশান্তিদায়ক।

ভারতের আরেক সাবেক ক্রিকেটার ইরফান পাঠান টুইটারে মনে করিয়ে দিলেন, এর আগে আইপিএলে কখনোই ১৫০ এর বেশি স্ট্রাইক রেটে খেলেননি সুদর্শন।

ফাইনালে খেললেন ৪৭ বলে ৯৬ রানের ইনিংস, স্ট্রাইক রেট ২০০ এরও বেশি।

১৫ ওভারে ১৭১ রাঙের টার্গেটে একটা পর্যায়ে দাঁড়ায় ১৮ বলে ৩৯ রানে ১৩তম ওভারে প্রথম তিন বলে দুই ছক্কা ও এক চার হজম করেন মোহিত শর্মা এরপর টানা দুই বলে আম্বাতি রাইডু ও মাহেন্দ্র সিং ধোনিকে আউট করে দেন তিনি।

কিন্তু সেখানে নাটকীয়তা শেষ হয়নি, ১২ বলে যখন ২২ রান দরকার, ১৪তম ওভারে মাত্র আট রান দিয়ে গুজরাটকে ম্যাচে ফেরান মোহাম্মদ শামি।

শেষ ওভারে চেন্নাইয়ের জয়ের জন্য প্রয়োজন ১৪ রান,

দারুণ চার বল করার পর শেষ দুই বলে ছয় ও চার হজম করেন মোহিত।

চেন্নাইয়ের শিভাম দুবেও অবদান রেখেছেন এই ম্যাচে, তিনি ২১ বলে অপরাজিত ৩২ রানের ইনিংস খেলেছেন।

ম্যাচ শেষে রাভিন্দ্রা জাদেজা বলেন, আমরা আমাদের এই শিরোপা ধোনিকে উৎসর্গ করছি।

রানার আপ দলের অধিনায়ক হার্দিক পান্ডিয়া বলেছেন, আমি হেরেছি, খারাপ লাগছে কিন্তু ধোনির কাছে হেরেছি তাই আমি মনে করি এতে কোনও সমস্যা নেই

হার্দিক পান্ডিয়ার ক্যারিয়ারে ধোনি বড় মেন্টরদের একজন।

সংক্ষিপ্ত ››

যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন আইনপ্রণেতাদের প্রতি ঋণ সীমা চুক্তি অনুমোদন করার আহ্বান জানিয়েছেন

নিউ ইয়র্ক ঃ যুক্তরাষ্ট্রের আইনপ্রণেতারা প্রত্যাশিত ভোটের আগে দেশের ঋণের সীমা বৃদ্ধির জন্য একটি চুক্তি বিশদভাবে পরীক্ষা করছেন। প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন এবং হাউস স্পিকার কেভিন ম্যাকার্থি উভয়েই তাদেরকে এটি অনুমোদন করার আহ্বান জানিয়েছেন। প্রস্তাবের মধ্যে রয়েছে, ২০২৫ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত বিদ্যমান ৩১ দশমিক ৪ ট্রিলিয়ন ঋণের সীমা মওকুফ করা এবং দুই বছরের একটি বাজেট চুক্তি যা অক্টোবর থেকে শুরু হওয়া অর্থ বছরে ফেডারেল ব্যয়কে সমান রাখে এবং পরবর্তী ১২ মাসে ২০২৫ সালে এটি ১ শতাংশ বৃদ্ধি করে। সমঝোতা প্যাকেজের অন্যান্য অংশগুলোর মধ্যে রয়েছে দেশের কর সংগ্রহ সংস্থায় আরও এজেন্ট নিয়োগে হ্রাস। এই পদক্ষেপ নেয়া হয় যাতে রাজ্যগুলো ফেডারেল সরকারকে অব্যবহৃত করোনা ভাইরাস মহামারী সহায়তার ৩ হাজার কোটি ডলার ফেরত দেয় এবং খাদ্য সহায়তা পাওয়ার জন্য কাজ করতে হয় এমন ব্যক্তিদের জন্য বয়স সীমা ৫০ থেকে ৫৪তে উন্নীত করে। বাইডেন এবং ম্যাকার্থি কয়েক সপ্তাহের আলোচনার পরে শনিবার শেষের দিকে চুক্তিতে পৌঁছান। ঋণের সর্বোচ্চ সীমা না বাড়ালে জুনের শুরুতে বিল পরিশোধের জন্য সরকারের অর্থ ফুরিয়ে যাবে। দুই নেতা চুক্তির প্রতি সমর্থন প্রকাশ করলে পার্টির মতাদর্শগত বামপন্থী প্রগতিশীল ডেমোক্র্যাট আইনপ্রণেতা এবং ডানপন্থী রিপাবলিকানরা ত্বরিত তাদের বিরোধিতার কথা জানান। অর্থমন্ত্রী জ্যানেট ইয়েলেন কংগ্রেসকে সতর্ক করেছিলেন যে ঋণের সীমা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন যাতে সরকার আরও অর্থ ধার করতে পারে, নতুবা ৫ জুন যুক্তরাষ্ট্র সরকারের কাছে বিদ্যমান বিল পরিশোধের জন্য নগদ অর্থের অভাব হবে।

তুরস্কের প্রেসিডেন্ট এরদোয়ান কেন পশ্চিমা দেশগুলোর কাছে গুরুত্বপূর্ণ

তুরস্ক (ওয়েবডেস্ক)ঃ রেচেপ তাইয়েপ এরদোয়ান পুনরায় প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার পর তাকে অভিনন্দন জানাতে আন্তর্জাতিক নেতাদের মধ্যে যেভাবে তাড়াহুড়ো লেগে গিয়েছিল তা থেকে বিশ্বে তুরস্কের কৌশলগত গুরুত্ব সম্পর্কে একটা ধারণা পাওয়া যায়, ইউক্রেন যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে যা উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়ে গেছে।

রবিবার দ্বিতীয় দফার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে বিরোধী প্রার্থী কেমাল কুলুচদারুলুকে পরাজিত করে মি. এরদোয়ান দেশটির প্রেসিডেন্ট হিসেবে তৃতীয়বারের মতো দায়িত্ব নিতে যাচ্ছেন। তুর্কি প্রেসিডেন্ট ৬৯ বছর বয়সী এরদোয়ান দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে ক্ষমতায় আছেন এবং এই ক্ষমতা অব্যাহত রাখতে পারায় তাকে অনেক আগেভাগেই অভিনন্দন জানিয়েছেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন।

এবিষয়ে মি. পুতিন এতোটাই উৎসাহী ছিলেন যে তিনি নির্বাচনের আনুষ্ঠানিক ফলাফল ঘোষণা করা পর্যন্তও অপেক্ষা করেন নি।

সরকারিভাবে ফল ঘোষণার আগেই রুশ প্রেসিডেন্ট পুতিন বলেছেন, মি. এরদোয়ানের নিরপেক্ষ পররাষ্ট্র নীতি তার বিজয়ের অন্যতম একটি কারণ।

ইউক্রেনে পুরোদমে সামরিক অভিযান শুরু করার পর নেটো জোটে তুরস্কের মিত্র দেশগুলো যখন রাশিয়ার ওপর একের পর এক নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে এবং এসব দেশ রাশিয়ার ওপর তাদের জ্বালানি নির্ভরতা কমিয়ে এনেছে, তুর্কি প্রেসিডেন্ট এরদোয়ান তখন ক্রেমলিনকে পরিত্যাগ করে তাকে একঘরে করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন।

প্রেসিডেন্ট পুতিন একারণে মি. এরদোয়ানকে পছন্দ করতেই পারেন।

এছাড়াও ইউক্রেন যুদ্ধ অবসানের ব্যাপারে তুর্কি প্রেসিডেন্ট রাশিয়া ও ইউক্রেনের মধ্যে মধ্যস্থতার প্রস্তাবও দিয়েছেন। এবিষয়ে কিছুটা আলোচনাও হয়েছিল।

জাতিসংঘের উদ্যোগে কৃষ্ণ সাগর দিয়ে খাদ্যশস্যবাহী জাহাজ চলাচলের বিষয়ে রাশিয়া ও ইউক্রেনের মধ্যে হওয়া এক সমঝোতাতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল প্রেসিডেন্ট এরদোয়ান নেতৃত্বাধীন তুরস্কের।

এমনকি ইউক্রেন যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর তুরস্ক ও রাশিয়ার মধ্যে বাণিজ্যের পরিমাণও উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়ে গেছে।

আন্তর্জাতিক নেতাদের মধ্যে শুধু যে রুশ প্রেসিডেন্ট পুতিনই মি. এরদোয়ানকে অভিনন্দন জানিয়েছেন তা নয়। এই দৌড়ে পিছিয়ে থাকেন নি যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন এবং ফরাসি প্রেসিডেন্ট এমানুয়েল ম্যাক্রঁও।

জাতিসংঘ, ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন, ব্রিটেন, জার্মানি, নেটোর পক্ষ থেকেও মি. এরদোয়ানের বিজয়ে তাকে অভিনন্দন জানানো হয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন এক টুইট বার্তায় বলেছেন, বিশ্ব চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় আমরা একসঙ্গে কাজ অব্যাহত রাখার দিকে তাকিয়ে আছি।

ফরাসি প্রেসিডেন্ট ম্যাক্রঁ বলেছেন, ফ্রান্স এবং তুরস্ককে অনেক চ্যালেঞ্জ একসাথে মোকাবেলা করতে হবে। এর মধ্যে রয়েছে ইউরোপে শান্তি ফিরিয়ে আনা, ইউরো আটলান্টিক জোটের ভবিষ্যৎ, ভূমধ্যসাগর। পুনরায় নির্বাচিত হওয়ায় আমি প্রেসিডেন্ট এরদোয়ানকে অভিনন্দন জানাই, আমরা সামনের দিকে অগ্রসর হওয়া অব্যাহত রাখবো।

বিবিসির ইউরোপ বিষয়ক সম্পাদক কাটিয়া এডলার বলছেন, পশ্চিমা নেতারা ক্রেমলিনের সঙ্গে মি. এরদোয়ানের এই ঘনিষ্ঠতা পছন্দ করেন না, পছন্দ করেন না তার দুই দশকের শাসনামলে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে খর্ব করার মতো বিষয়গুলোও, কিন্তু তারপরেও তুরস্ক তাদের জন্যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ মিত্র, যদিও এই সম্পর্ক অনেক কঠিন।

পশ্চিমা দেশগুলোর সামরিক জোট নেটোর একটি গুরুত্বপূর্ণ সদস্য দেশ তুরস্ক। নেটোর সব অভিযানেই এই দেশটি অংশ নিচ্ছে।

কাটিয়া এডলার বলছেন, মি. এরদোয়ান হয়তো রাশিয়ার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রক্ষা করে চলছেন, কিন্তু একই সঙ্গে রাশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধে ইউক্রেনকে তিনি সামরিক সাহায্যও দিয়ে আসছেন।

ইউক্রেনের শস্য রপ্তানির ওপর রাশিয়া যে অবরোধ আরোপ করেছিল সেটা তুলে নেওয়ার ব্যাপারেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন প্রেসিডেন্ট এরদোয়ান। এই মধ্যস্থতার কারণে তিনি প্রশংসিত হয়েছেন কারণ বিশ্বের বিভিন্ন দেশ তাদের প্রয়োজনীয় খাদ্যশস্যের জন্য ইউক্রেনের ওপর নির্ভরশীল।

এই সমঝোতার কারণে এসব দেশে ইউক্রেন যুদ্ধের মধ্যেও তাদের খাদ্যশস্য রপ্তানি করতে পারছে।

নেটো সম্প্রসারণের ব্যাপারেও তুরস্কের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এই জোটের সংবিধানে বলা হয়েছে, নতুন কোনো দেশকে অন্তর্ভুক্ত করতে হলে জোটের সকল সদস্যের সম্মতির প্রয়োজন। কোনো একটি সদস্য দেশ আপত্তি জানালে কাউকে এই জোটের সদস্য করা যাবে না।

সম্প্রতি ফিনল্যান্ড ও সুইডেন নেটো জোটের সদস্য হওয়ার যে আবেদন জানিয়েছিল সেবিষয়ে সবার দৃষ্টি ছিল তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রেচেপ তাইয়েপ এরদোয়ানের দিকে।

অনেক দ্বিধা ও সংশয়ের পর শেষ পর্যন্ত তিনি রাশিয়ার প্রতিবেশি দেশ ফিনল্যান্ডের নেটোতে যোগ দেওয়ার ব্যাপারে আনুষ্ঠানিক অনুমোদন দিয়েছেন। ফলে ফিনল্যান্ড এখন নেটোর সদস্য। কিন্তু সুইডেনের বিষয়ে সিদ্ধান্ত এখনও ঝুলে রয়েছে।

এই সুইডেনও প্রেসিডেন্ট এরদোয়ানকে অভিনন্দন জানিয়েছে। দেশটির প্রধানমন্ত্রী উল্ফ ক্রিস্টেনসন টুইট করে বলেছেন এই দুটো দেশের নিরাপত্তাই তাদের ভবিষ্যৎ অগ্রাধিকার।

এরদোয়ান সরকারের অভিযোগ যে সুইডেন কুর্দিস্তান ওয়ার্কাস পার্টি বা পিকেকের সদস্যদের আশ্রয় দিয়েছে। তুরস্ক এই সংগঠনটিকে সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে অভিহিত করে থাকে।

সুইডেনের নেটোতে যোগদানের ব্যাপারে তুরস্কের অনুমোদনের জন্য হোয়াইট হাউজ প্রেসিডেন্ট এরদোয়ানকে প্রভাবিত করার অনেক চেষ্টা করেছে। এই চেষ্টা গোপনে করা হয়নি।

যুক্তরাষ্ট্রসহ নেটো জোট মনে করছে সুইডেনকে নেটোর সদস্য করা হলে রাশিয়াকে মোকাবেলায় বাল্টিক সাগরে সুইডেন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। তুরস্ক যাতে ইউরোপীয় ইউনিয়নের সদস্য হতে পারে সেজন্য একসময় প্রেসিডেন্ট এরদোয়ান প্রচুর চেষ্টা চালিয়েছেন। কিন্তু তার সেই লক্ষ্য এখনও সফল হয়নি। তবে ইদানিং তিনি ইইউতে যোগদানের ওপর খুব বেশি জোর না দিয়ে বরং তুরস্ককেই আবারও একটি শক্তিশালী রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তোলার কথা বলছেন।

বলা যায় যে প্রেসিডেন্ট এরদোয়ান তুরস্কের জন্যে একটি নিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতি তৈরি করতে পেরেছেন এবং তিনি সে অনুযায়ীই বিভিন্ন দেশের সঙ্গে সম্পর্ক রেখে চলেছেন।

সহজ করে বললে বলতে হয় যে প্রেসিডেন্ট এরদোয়ান তার সব মিত্র দেশগুলোর সঙ্গে গড়ে তুলেছেন লেনদেনের সম্পর্ক। এসব সম্পর্কের পেছনে তিনি তুরস্কের স্বার্থকেই সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন।

পশ্চিমা দেশগুলো আশা করছে তুরস্কের বিপর্যস্ত অর্থনীতির কারণে তারা হয়তো দেশটিকে চাপের মধ্যে রাখতে পারবে যাতে তারা নেটো জোটে সুইডেনের যোগ দেওয়ার বিষয়ে আপত্তি না জানায়। কারণ আর্থিক অবস্থাকে স্থিতিশীল করার জন্য মি. এরদোয়ানকে বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করতে হবে।

তুরস্ক এবং হাঙ্গেরির নেটোর একমাত্র সদস্য দেশ যারা এখনও এই জোটে সুইডেনের সদস্য হওয়ার সম্ভাবনা আটকে রেখেছে।

হাঙ্গেরির প্রেসিডেন্ট ভিক্টর ওরবানও প্রেসিডেন্ট এরদোয়ানকে পুনরায় নির্বাচিত হওয়ায় অভিনন্দন জানিয়েছেন।

অন্যদিকে ফরাসি প্রেসিডেন্ট এমানুয়েল ম্যাক্রঁ ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের দেশগুলোতে অভিবাসনের সংখ্যা বেড়ে যাওয়া নিয়ে উদ্বিগ্ন। তিনি আশা করছেন এই প্রবণতা ঠেকাতে তুর্কি প্রেসিডেন্ট হয়তো যতো দ্রুত সম্ভব কিছু ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে তাদেরকে আশ্বস্ত করতে পারবেন।

দু'হাজার পনের সালের অভিবাসন সঙ্কটের সময় ১০ লাখেরও বেশি শরণার্থী ও আশ্রয়প্রার্থী, যাদের বেশিরভাগই সিরিয়ার নাগরিক, মানবপাচারকারীদের নৌকায় চড়ে ভূমধ্যসাগরের বিপদসংকুল পথ পাড়ি দিয়ে ইউরোপে প্রবেশ করেছে।

অভিবাসীদের অবৈধভাবে ইউরোপে আসা ঠেকাতে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন ও তুরস্কের মধ্যে এর পরপরই একটি সমঝোতা হয়েছে। এই চুক্তি অনুসারে ইউরোপে অভিবাসনপ্রত্যাশীদের তুর্কি জলসীমায় আটকে দেওয়ার বিনিময়ে তুরস্ককে বিরাট অংকের অর্থ দেওয়ার কথা বলা হয়েছে।

একই সাথে তুর্কি নাগরিকদের ভিসা ছাড়াই ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের দেশগুলোতে ভ্রমণের সুযোগ দেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু প্রেসিডেন্ট এরদোয়ানের রাজনৈতিক বিরোধী ও সমালোচকদের কারাগারে আটকে রাখার কারণে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন এই সুবিধা দিতে অসম্মতি জানিয়ে আসছে।

তবে তুরস্কের ভেতরে সিরিয় শরণার্থীদের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পাওয়ায় তুর্কিরা ক্রমশই অসন্তুষ্ট হয়ে পড়ছে।

একারণে নির্বাচনের আগে সব রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকেই এই শরণার্থী ও অভিবাসন সঙ্কট মোকাবেলায় পদক্ষেপ গ্রহণের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল।

তবে এবিষয়ে কিছুটা উদ্বিগ্ন ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন। তারা মনে করে সিরিয় শরণার্থীদের তুরস্ক থেকে জোর করে সিরিয়ায় ফেরত পাঠানো হলে তাদের নিরাপত্তা হুমকির মুখে পড়বে।

ব্রাসেলস মনে করে এরকম হলে শরণার্থীরা মানবপাচারকারীদের খপ্পরে পড়ে ভূমধ্যসাগর পাড়ি দিয়ে ইউরোপে চলে আসার চেষ্টা করবে।

এর পাশাপাশি ইউরোপীয় ইউনিয়নের সদস্য দেশ গ্রিসের সঙ্গেও তুর্কি প্রেসিডেন্ট এরদোয়ানের বিরোধ তৈরি হয়েছে। এজিয়ান সাগরের বেশ কিছু দ্বীপের মালিকানা নিয়ে এই বিরোধ।

পূর্ব ভূমধ্যসাগর এবং এজিয়ান সাগর এলাকায় গ্রিসের এমন বহু দ্বীপ আছে যা তুরস্কের খুব কাছে এবং উপকূল থেকে দেখা যায়। ফলে এখানে কার সমুদ্রসীমা কোথায় - তা নির্ধারণ এক জটিল ব্যাপার।

অতীতে এ নিয়ে দুটি দেশের মধ্যে প্রায় যুদ্ধ বেধে যাবার উপক্রমও হয়েছিল। উল্লেখ্য গ্রিস ও তুরস্ক এই দুটো দেশই নেটোর সদস্য।

একই সাথে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের আরেক সদস্য দেশ সাইপ্রাসও প্রেসিডেন্ট এরদোয়ানের ওপর চাপ দিয়ে আসছে যাতে তুরস্ক সেখানকার সমস্যার দুই দেশভিত্তিক সমাধানের পথে পদক্ষেপ নেয়। ভূমধ্যসাগরে অবস্থিত সাইপ্রাস দ্বীপরাষ্ট্রটিও গ্রিস ও তুরস্কের মধ্যে বিভক্ত। ১৯৭৪ সাল থেকে দেশটি বিভক্ত অবস্থায় রয়েছে। সেসময় দেশটির গ্রিক অধ্যুষিত অংশে অভ্যুত্থান হলে তুরস্ক সাইপ্রাসের উত্তরাঞ্চলের এক তৃতীয়াংশ দখল করে নেয়।

তার পর থেকেই এই সমস্যা নিয়ে বিরোধ চলছে এবং এই সমস্যা সমাধানে 'দুই রাষ্ট্র (গ্রিক ও তুর্কি) সমাধানের' কথা বলা হচ্ছে।

এছাড়াও তুরস্কের কৌশলগত গুরুত্বকে পশ্চিমা দেশগুলো ইউরোপ ও মধ্যপ্রাচ্যের মধ্যে সেতুবন্ধন হিসেবে বর্ণনা করে থাকে। কিন্তু ইউক্রেনে রাশিয়ার আক্রমণের পর তুরস্কের এই অবস্থান বদলে গেছে।

প্রেসিডেন্ট এরদোয়ানের আরেক মেয়াদের শাসনামলে তার দেশের পররাষ্ট্রনীতিতে যে বড় ধরনের পরিবর্তন ঘটবে সেই সম্ভাবনা খুব কম। তবে আঙ্কারার কৌশলগত মিত্র দেশগুলো এই সরকারের ওপর যে এবিষয়ে গভীর নজর রাখবে তা নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

টুকরো খবর

শান্তিরক্ষা মিশনকে প্রযুক্তিসমৃদ্ধ করার প্রয়োজন বেড়েছে ঃ শেখ হাসিনা

ঢাকা (ওয়েবডেস্ক)ঃ বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, অশুভ শক্তি উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করায়, বিশ্বে শান্তি বজায় রাখা অতীতের চেয়ে এখন কঠিন হয়ে পড়েছে। সোমবার (২৯ মে) বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে, আন্তর্জাতিক জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী দিবস উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী এ কথা বলেন। উন্নত প্রযুক্তির সাহায্যে শান্তিরক্ষা মিশনকে সমৃদ্ধ করার প্রযোজনীয়তা বৃদ্ধি পেয়েছে বলে উল্লেখ করেন তিনি। শেখ হাসিনা বলেন, প্রযুক্তির সাম্প্রতিক বিকাশ ও অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে, অশুভ শক্তির নতুন হুমকি বাড়ছে।প্রযুক্তি মানুষকে আর্থসামাজিক উন্নয়নসহ সব ক্ষেত্রে সুযোগ দিচ্ছে ...তবে আমরা এটা দেখছি যে অপশক্তিও প্রযুক্তি ব্যবহার করে মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করছে এবং মানুষের জীবনের শান্তি কেড়ে নিচ্ছে। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বলেন, জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে শান্তিরক্ষীদের জটিল বহুমাত্রিক পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে হয়। অতএব উন্নত প্রযুক্তির সাহায্যে শান্তিরক্ষা মিশনকে সমৃদ্ধ করার প্রযোজনীয়তা বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। শেখ হাসিনা উল্লেখ করেন যে তার সরকার বিশ্বের সবচেয়ে চ্যালেঞ্জিং এবং বিপজ্জনক অঞ্চলে, জটিল পরিস্থিতি মোকাবেলায় সর্বদা বাংলাদেশী শান্তিরক্ষীদের সর্বাধুনিক প্রশিক্ষণ দিয়ে প্রস্তুত করেছে। তিনি বলেন, আমরা মিশন এলাকার পরিবেশ, আবহাওয়া এবং ভূখণ্ডের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ পোশাক, অন্যান্য প্রযোজনীয় জিনিসপত্র এবং আধুনিক সামরিক সরঞ্জাম সরবরাহ নিশ্চিত করছি। শেখ হাসিনা বলেন, শান্তিরক্ষীদের যোগাযোগের জন্য, বাংলাদেশ কন্টিনজেন্ট আধুনিক মাইনপ্রতিরোধী এবং অ্যামবুশসুরক্ষিত যানবাহন এবং অত্যাধুনিক প্রযুক্তি অন্তর্ভুক্ত করেছে। আধুনিক প্রযুক্তি এবং প্রশিক্ষণ অন্তর্ভুক্ত করা একটি চলমান প্রক্রিয়া যা আমরা ভবিষ্যতে অব্যাহত রাখব। অনুষ্ঠানে আরো বক্তব্য দেন, বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমেন, সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল এস এম শফিউদ্দিন আহমেদ এবং জাতিসংঘের আবাসিক সমন্বয়ক গুয়েন লুইস। অনুষ্ঠানের শুরুতে শান্তি প্রতিষ্ঠায় জীবন উৎসর্গকারী বীরদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জীবন উৎসর্গকারী পাঁচ শান্তিরক্ষীর পরিবারের সদস্যদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন। এছাড়া, পাঁচজন আহত শান্তিরক্ষীর হাতে পুরস্কার তুলে দেন তিনি। তিনি ইংটারন্যাশনাল পিসকিপার জার্নাল উন্মোচন করেন।

নির্বাচন নিয়ে সংকট নিরসনে সরকারের সুর নেমে এসেছে ঃ মির্জা ফখরুল

ঢাকা ঃ বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন, বাংলাদেশের জন্য ঘোষিত যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা নীতির কারণে, আগামী নির্বাচনকে কেন্দ্র করে আলোচনার মাধ্যমে রাজনৈতিক সংকট নিরসনে সরকারের সুর নেমে এসেছে। সোমবার (২৯ মে) এক আলোচনা সভায় তিনি একথা বলেন।বিএনপি মহাসচিব বলেন, তাদের দল নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে একটি বিশ্বাসযোগ্য নির্বাচনের মাধ্যমে শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা হস্তান্তর চায়। যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা নীতির কথা উল্লেখ করে মির্জা ফখরুল বলেন, তারা (আ.লীগ) ভিন্ন মোড়কে আবারও একদলীয় বাকশাল শাসন প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলো। কিন্তু মানুষ ভাবে এক, আর হয় আরেক।তিনি আরো বলেন, বর্তমান সরকারের অধীনে আগামী নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য মাত্র কয়েকদিন আগে ক্ষমতাসীন দলের নেতারা খুব উত্তেজনায় কাঁপছিলেন। কিন্তু এখন তাদের উত্তেজনা কমতে শুরু করেছে। তাদের সুর নেমে এসেছে। তারা এখন বলছেন, আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করতে হবে, কারণ তারা অশান্তি চান না। এর আগে রবিবার (২৮ মে) প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, তার সরকার আর কোনো অস্থিরতা ও সংঘাত চায় না বরং জনগণের জীবনমান উন্নত করতে চায়। মির্জা ফখরুল বলেন, সরকার বিরোধী দলের বিভিন্ন শান্তিপূর্ণ কর্মসূচিতে হামলা চালিয়ে সহিংসতার উস্কানি দিচ্ছে। তবে, আমরা (বিএনপি) তাদের কর্মসূচিতে বাধা দিচ্ছি না। তিনি বলেন, বিএনপি দীর্ঘদিন ধরে যে আন্দোলন করে আসছে তা চূড়ান্ত পর্যায়ে এসেছে। বিএনপি মহাসচিব বলেন, আপনাকে (প্রধানমন্ত্রী) অবশ্যই পদত্যাগ করতে হবে, কারণ দেশের জনগণ আপনাকে ক্ষমতায় রেখে নির্বাচন সুষ্ঠু হবে বলে মনে করে না। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন হতে হবে। এদিকে, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেছেন, বাংলাদেশের জন্য যুক্তরাষ্ট্র ঘোষিত নতুন ভিসা নীতির কারণে বিএনপির নির্বাচন বয়কটের ষড়যন্ত্র নস্যাৎ হয়েছে। সোমবার (২৯ মে) এক বিবৃতিতে তিনি এ কথা বলে বিবৃতিতে, ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক বলেন, ব্লুপ্রিন্ট অনুযায়ী বিদেশিদের কাছ থেকে সাড়া না পেয়ে, বিএনপি এখন গভীর অবসাদে নিমজ্জিত। তাই বিএনপি আন্দোলনের পথ হারিয়ে দিশেহারা হয়ে পড়েছে।

JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK
বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
রাঁচি
বুধবার
৪
web : www.rashtriyakhabar.com
epaper.rastriyakhabar.com
31:05:2023

দেশের দশের কথা

রাজনীতির তোলপাড়

বাংলাদেশ-চীন সম্পর্ক নিয়ে যেসব উদ্বেগ তৈরি হতে পারে

ঢাকা (এজেন্সী) ঃ ১৯৭২ সালের অগাস্ট মাসে বাংলাদেশের সদস্যপদ নিয়ে যখন জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে ভোট হয়, তখন ১৫টি দেশের মধ্যে একমাত্র চীন তাদের ভেটো ক্ষমতা ব্যবহার করে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছিল। পঞ্চাশ বছরের মধ্যে সেই চীনই এখন বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় বাণিজ্য সহযোগী। চীনের সাথে বাংলাদেশের আমদানিরপ্তানির পরিসংখ্যান অথবা দুই দেশের মধ্যে চলতে থাকা দ্বিপাক্ষীয় চুক্তির সংখ্যা দিয়ে দুই দেশের সম্পর্কের ব্যাপ্তিটা আসলে বোঝা যায় না। চীন আর বাংলাদেশের মধ্যে সম্পর্কে ব্যাবসায়িক মাত্রার পাশাপাশি রাজনৈতিক আর কৌশলগত অনুষঙ্গও যোগ হয়েছে গত কয়েক দশকে। বাংলাদেশ ও চীনের মধ্যে সম্পর্কের উন্নয়নের পাশাপাশি যুগপৎভাবেই পশ্চিমের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্কসহ কয়েকটি বিষয় নিয়ে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। বাংলাদেশ সবসময়ই কোনো দেশের সাথে শত্রুতামূলক বা বৈরি সম্পর্কে না জড়িয়ে নিরপেক্ষ পররাষ্ট্র নীতি মেনে চলেছে। উন্নয়নের সহযোগী দেশগুলোর ভারত, চীন, যুক্তরাষ্ট্র, জাপান সাথে সবসময় বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রেখে চললেও সেসব দেশের সাথে কখনো কোনো জোটের অংশ ছিল না বাংলাদেশ।

আমেরিকার ভিসা নিষেধাজ্ঞা উগান্ডা, নাইজেরিয়া ও সোমালিয়ায় যা হয়েছে

নাইজেরিয়া (এজেন্সী) ঃ বাংলাদেশে আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে 'অবাধ ও সুষ্ঠু' করার জন্য আমেরিকা যে ভিসা নীতি ঘোষণা করেছে সেটি নিয়ে আলোচনা এখন বেশ সরগরম। আওয়ামী লীগ এবং বিএনপি দেখাতে চাইছে নতুন ভিসা নীতি কারণে তাদের প্রতিপক্ষ চাপে পড়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রের স্টেট ডিপার্টমেন্ট বলেছে, 'অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনে' যারা বাধা দেবে তাদের উপর ভিসা নিষেধাজ্ঞা দেয়া হবে । ভিসা নিষেধাজ্ঞা আমেরিকা এরই মধ্যে আফ্রিকার কয়েকটি দেশে দিয়েছে। সেসব দেশ হচ্ছে নাইজেরিয়া, উগান্ডা এবং সোমালিয়া। এসব দেশে ভিসা নিষেধাজ্ঞা দেয়া হয়েছে নির্বাচনের পরে। অন্যদিকে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে ভিসা নিষেধাজ্ঞার হুমকি দেয়া হয়েছে নির্বাচনের অন্তত সাত মাস আগে। প্রশ্ন হচ্ছে, আফ্রিকার দেশগুলোতে এই ভিসা নিষেধাজ্ঞার বিষয়টি কতটা কার্যকর হয়েছে?

বাংলাদেশে ভিসা নীতি ঘোষণার ঠিক নয় দিন আগে একই ধারা ব্যবহার করে নাইজেরিয়াতে ভিসা নিষেধাজ্ঞা দেয়া হয়েছে। সেখানে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ভোটারদের ভয় দেখানো, ভোটের ফলাফল কারচুপি ও গণতন্ত্রবিরোধী কর্মকাণ্ডের জন্য কিছু ব্যক্তির বিরুদ্ধে ভিসা নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে আমেরিকা।

২০১৯ সালের নির্বাচনের এক মাস আগেও আমেরিকা ঘোষণা করেছিল নাইজেরিয়ায় নির্বাচন সুষ্ঠু না হলে জড়িতদের বিরুদ্ধে ভিসা নিষেধাজ্ঞা দেয়া হবে। সে বছরই সাধারণ ও স্থানীয় দুই নির্বাচনের পর দুই দফায় কিছু ব্যক্তির উপর ভিসা নিষেধাজ্ঞা দিয়েছিল আমেরিকা।

নাইজেরিয়া থেকে বিবিসির সংবাদদাতা নকোচি ওবোন্না বলেন, কিছু ব্যক্তির উপর ভিসা নিষেধাজ্ঞা দিলেও নাইজেরিয়ার রাজনৈতিক পরিস্থিতির কোন পরিবর্তন হয়নি।

যাদের উপর ভিসা নিষেধাজ্ঞা দেয়া হয়েছিল তাদের নাম প্রকাশ করা হয়নি। ফলে তাদের পরিচয় কেউ জানে না। গোপনীয়তার অধিকারের জন্য আমেরিকার সেসব নাম প্রকাশ করেনি।

সোশ্যাল মিডিয়ায় কিছু নাম ছড়িয়ে পড়েছিল। এসব নামের বিষয়ে বিবিসির তরফ থেকে সত্যতার খোঁজ নেয়া হয়েছিল। তখন আমেরিকার তরফ থেকে লেগোস অফিসকে জানানো হয় সেসব ভুয়া, বলেন মি. ওবোন্না।

২০১৯ সালে ভিসা নিষেধাজ্ঞার পরে ধারণা করা হয়েছিল যে এসব আর হবে না। মি. ওবোন্না মনে করেন, আমেরিকা যদি নাম প্রকাশ করতো তাহলে হয়তো এটার প্রভাব থাকতো।

২০১৯ সালে ভিসা নিষেধাজ্ঞার পরও ২০২৩ সালে নাইজেরিয়ার নির্বাচনে সহিংসতা হয়েছে, ভোটারদের ভয় দেখানো হয়েছে, এমনও নজির দেখা গেছে যে ব্যাপক সংখ্যক ফলোয়ার থাকা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করে হুমকি, সহিংসতার উস্কানি দেয়া হয়েছে নাইজেরিয়ার প্রভাবশালী রাজনৈতিক ও সরকারি কর্মকর্তাদের অনেকের পরিবার আমেরিকায় বসবাস করে। অনেকে সেখানে বসেই 'উস্কানিমূলক' পোস্ট দিয়েছে। সর্বশেষ প্রেসিডেন্ট নির্বাচন নিয়ে বিরোধী দল আদালতে গেছে যে প্রক্রিয়া চলমান।

জঙ্গিবাদ, খরা, দারিদ্র্য এমন নানা সমস্যায় আক্রান্ত আফ্রিকার আরেক দেশ সোমালিয়া। সোমালিয়ার রাজনৈতিক সংকটের জায়গা হল তারা কখনোই সময়মত নির্বাচন সম্পন্ন করতে পারে না। রাজনৈতিক বিরোধ, অস্থিতিশীলতা, নিরাপত্তা এমন নানা কারণে নির্বাচন বারবার পিছিয়ে যায়।

২০২১ সালের ফেব্রুয়ারিতে যে নির্বাচন হওয়ার কথা তার এক বছর পার হয়ে যায়। ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারিতে সোমালিয়ার জন্য ভিসা নীতি ঘোষণা করে আমেরিকা। এর উদ্দেশ্য ছিল সোমালিয়ায় যেন দ্রুত এবং সঠিকভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

নির্বাচন পিছিয়ে দিলে নির্বাচনে বাধা সৃষ্টির দায়ে বেশ কিছু সোমালি কর্মকর্তা ও ব্যক্তিবর্গের উপর ভিসা নিষেধাজ্ঞা দেয় আমেরিকা। তবে যুক্তরাষ্ট্র যাদের উপর ভিসা নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে, প্রাইভেসি ইস্যুতে কারো নাম প্রকাশ করেনি।

সোমালিয়ার নির্বাচনে নাগরিকদের সবার ভোট দেয়ার সুযোগ ছিল না। সেখানকার নিয়ম অনুযায়ী বিভিন্ন গোষ্ঠীর নেতারা সাধারণ নির্বাচনে ভোট দিয়ে সংসদ সদস্য নির্বাচন করেন। এর পরের ধাপে সেই সংসদ সদস্যরা ভোট দিয়ে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত করেন। সর্বশেষ ২০২২ সালে যিনি প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছেন তিনি ৩২৮ জন এমপির মধ্যে ২১৪ ভোট পেয়ে জিতেছেন। অথচ সোমালিয়ার জনসংখ্যা দেড় কোটির বেশি, যাদের মত দেয়ার সুযোগই ছিল না। তবে সম্প্রতি মে মাসের স্থানীয় নির্বাচনে জনগণের ভোট দেয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।

বিবিসি সোমালি বিভাগের সাবেক সংবাদদাতা বিডান দাহির বলেন, সোমালিয়ায় আমেরিকার যথেষ্ট প্রভাব আছে। ভিসা নিষেধাজ্ঞার ঘোষণা রাজনীতিবিদদের জন্য একটা ধাক্কা ছিল, কারণ সোমালিয়াকে পশ্চিমা সাহায্যের জন্য নির্ভর করতে হয়। রাজনীতিবিদদের অনেকের আমেরিকান পাসপোর্ট আছে, তাদের পরিবার সেখানে থাকে। সোমালিয়ায় আমেরিকার সামরিক ঘাঁটিও আছে।

মানুষ এই নিষেধাজ্ঞাকে স্বাগত জানায়, কারণ সোমালিয়ার সুপ্রিম কোর্ট বা নির্বাচন কমিশন রাজনীতিবিদদের নিয়ন্ত্রণ করার মতো শক্তিশালী নয়। মানুষ চেয়েছে যে রাজনীতিবিদদের চ্যালেঞ্জ করার এবং জবাবদিহি করার একটা জায়গা থাকুক, বলেন বিডান দাহির।

মি. দাহির বলেন, সামগ্রিকভাবে আমেরিকার ভিসা নিষেধাজ্ঞা সোমালিয়ার নির্বাচন ও গণতন্ত্রকে অনেকটাই এগিয়ে নিয়েছে। এতে করে সমস্যার সমাধান হয়েছে বলা যায় না।

সবচেয়ে বড় প্রভাব হচ্ছে, সোমালিয়ার রাজনীতিবিদরা বুঝতে পেরেছিলেন যে আমেরিকা তাদের উপর নজর রাখছে। এটা সোমালিয়ার রাজনীতিবিদদের ঐকমত্যে এগিয়ে নিতে, নির্বাচনকে এগিয়ে নিতে সাহায্য করেছে। বর্তমানে সোমালিয়ার স্থানীয় নির্বাচন 'এক ব্যক্তি, এক ভোট' নীতিতে অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

আফ্রিকার আরেক দেশ উগান্ডাতেও নির্বাচন ঘিরে কিছু ব্যক্তির উপর ভিসা নিষেধাজ্ঞা দেয়া হয়েছিল। বিবিসির দু'জন সহকর্মী জানান, ভিসা নিষেধাজ্ঞার তেমন প্রভাব উগান্ডায় পড়েনি। উগান্ডায় ১৯৮৬ সাল থেকে ক্ষমতায় আছেন প্রেসিডেন্ট ইওয়েরি মুসেভেনি, একই সাথে রাষ্ট্রপ্রধান ও সেনাপ্রধান।

প্রেসিডেন্টের সমর্থকরা তাঁকে দেশে শান্তি ও সমৃদ্ধি আনার জন্য প্রশংসা করেণ। সমালোচকরা তাঁর কর্তৃত্ববাদী হয়ে ওঠার সমালোচনা করেন। একটা সময় তরুণ নেতা হিসেবে মুসেভেনির প্রশংসা করতো পশ্চিমারাও। একসময় তবে দীর্ঘ দিনে সেটা পাল্টে গেছে। ২০২১ সালের জানুয়ারিতে উগান্ডায় সাধারণ নির্বাচনের পর আমেরিকার তরফ থেকে কিছু ব্যক্তির উপর ভিসা নিষেধাজ্ঞা দেয়া হয়।

নিষেধাজ্ঞা ঘোষণার সময় যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টোনি ব্লিঙ্কেন বলেছিলেন, বিরোধী দলের প্রার্থীদের ধারাবাহিকভাবে হয়রানি করা হয়েছে এবং কোন অভিযোগ ছাড়াই আটক করা হয়েছে।

সে নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠু হয়নি একথা উল্লেখ করে মি. ব্লিঙ্কেন বলেন, কয়েক ডজন বিরোধী দলের কর্মী ও সাধারণ মানুষ নিহত হবার জন্য দেশটির নিরাপত্তা বাহিনীগুলো দায়ী।

মস্কোতে ড্রোন হামলার জন্য ইউক্রেনকে দায়ী করলো রাশিয়া

মস্কো (এজেন্সী) ঃ রাশিয়া অভিযোগ করেছে যে ইউক্রেন আজ ভোরে মস্কোতে ড্রোন হামলা চালিয়েছে। গত বছর ইউক্রেনের বিরুদ্ধে রাশিয়া যুদ্ধ শুরু করার পর এই প্রথম মস্কোতে একাধিক ড্রোন দিয়ে এরকম হামলা চালানো হলো।

রুশ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় বলেছে, অন্তত আটটি ড্রোন দিয়ে কিয়েভ একটি 'সন্ত্রাসবাদী হামলা' চালিয়েছে। এতে কিছু ভবনের সামান্য ক্ষতি হয়েছে।

মস্কোর মেয়র সের্গেই সোবিয়ানিন বলেছেন, হামলায় কেউ গুরুতর আহত হয়নি।

তবে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্টের একজন কর্মকর্তা মিখাইলো পোডোলিয়াক বলেছেন, এই হামলায় কিয়েভ সরাসরি জড়িত ছিল না। তবে এরকম ঘটনা যে ঘটেছে তাতে ইউক্রেন খুশি এবং এমন হামলা আরও বাড়বে বলে তারা ধারণা করছেন।

রাশিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় বলেছে, আটটি ড্রোনকেই মাঝপথে থামাতে পাল্টা হামলা চালানো হয়।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় বলছে, এর মধ্যে তিনটি ড্রোনকে ইলেকট্রনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে মাঝপথে আটকানো হয়, এর ফলে এগুলো নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে তাদের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হয়। অপর পাঁচটি ড্রোন পান্টসির এস ক্ষেপণাস্ত্র দিয়ে ধ্বংস করে দেয়া হয়।

এর আগে রুশ গণমাধ্যমের রিপোর্টে বলায় হয়েছিল, হামলায় ৩০টির মতো ড্রোন ব্যবহার করা হয়েছিল। কর্তৃপক্ষ বলছে, গুলি করে ধ্বংস করার পর এগুলো বিভিন্ন ভবনের ওপর গিয়ে পড়েছিল।

মি. সোবিয়ানিন বলেছেন, মস্কোর কিছু মানুষকে তাদের বাড়িঘর থেকে সরিয়ে নিতে হয়েছিল। পরে অবশ্য তারা বাড়িতে ফিরে যেতে পেরেছেন। দুজন মানুষকে চিকিৎসা দিতে হয়েছে।

মস্কো থেকে বিবিসির রাশিয়া সম্পাদক স্টিভ রোজেনবার্গ জানান, তিনি স্থানীয় সময় ভোর ৬টা ২৪ মিনিটে উত্তর পশ্চিম মস্কোতে একটি বিস্ফোরণ শুনতে পান। বিস্ফোরণের শব্দে তার জানালার কাঁচ কাঁপছিল। এরপর ৬টা ৫৮ মিনিটে আরেকটি বিস্ফোরণ শোনা যায়।

সোশ্যাল মিডিয়ায় যে ধরণের কথাবার্তা চলছে, তাতে বোঝা যায় মস্কোর আরও বহু মানুষ এধরণের বিস্ফোরণের শব্দ শুনতে পেয়েছেন, বলছেন তিনি।

মস্কোতে এই ড্রোন হামলা হলো গতরাতে ইউক্রেনের রাজধানী কিয়েভে ড্রোন হামলার পর। ঐ হামলায় অন্তত একজন মারা গেছে বলে খবর পাওয়া যাচ্ছে।

ইউক্রেনের কর্মকর্তারা বলছেন, তাদের আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা দিয়ে অন্তত ২০টি ড্রোন হামলা ঠেকানো হয়েছে। ধ্বংসপ্রাপ্ত ড্রোনের টুকরো পড়ার পর কিছু ভবনে আগুনে ধরে গিয়েছিল।

ইউক্রেনের সামরিক গোয়েন্দা বিভাগের প্রধান জেনারেল কিরলো বুডানভ মস্কোর এই ড্রোন হামলার দ্রুত জবাব দেয়া হবে হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন।

রয়্যাল ইউনাইটেড সার্ভিস ইন্সটিটিউটের ড. জ্যাক ওয়াল্টিং বিবিসিকে বলেন, ইউক্রেন এর আগেও রাশিয়ার ভেতরে এয়ারফিল্ডে হামলা করেছে। তবে রাজধানীতে এমন হামলা এই প্রথম।

তবে এর আগে গত মে মাসের শুরুতে ক্রেমলিনে একটি কথিত ড্রোন হামলার খবর পাওয়া গিয়েছিল।

তখন অনলাইনে ছড়িয়ে পড়া ভিডিওতে ক্রেমলিনের ওপর ধোঁয়ার কুণ্ডলী দেখা গিয়েছিল। দ্বিতীয় একটি ভিডিওতে ক্রেমলিন কমপ্লেক্সের সেনেট ভবনের ওপর ছোট একটি বিস্ফোরণ ঘটতে দেখা যায়। তবে এসব ভিডিও যাচাই করা যায়নি।

রুশ কর্তৃপক্ষ তখন দাবি করেছিল যে কিয়েভের নির্দেশে ক্রেমলিনে এই হামলা হয়। তবে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি এই হামলায় তার দেশের জড়িত থাকার অভিযোগ অস্বীকার করেন।

বিবিসির নিরাপত্তা বিষয়ক সংবাদদাতা ফ্রাংক গার্ডনার বলেন, মস্কোর বহু মানুষের জন্য ইউক্রেনের যুদ্ধ 'বহু দূরের একটি ঘটনা, যেটি তারা মাঝেমধ্যে টেলিভিশনের পর্দায় দেখেন। কিন্তু প্রতিবেশী দেশে প্রেসিডেন্ট পুতিনের 'বিশেষ সামরিক অভিযানের' পাল্টা ধাক্কা এবার রাশিয়াতে লাগতে শুরু করেছে।

তিনি বলেন, ইউক্রেন এবং পশ্চিমা দেশগুলো মস্কোর ওপর এই ড্রোন হামলাকে 'নিজেদের ঔষধের স্বাদ মস্কো এবার নিজেই পেল' বলে ভাববে।

যদিও এই হামলায় কেউ মারা যায়নি এবং খুব সামান্যই ক্ষতি হয়েছে, তারপরও এটা যে ঘটতে পারলো, তা এক বিরাট ব্যাপার।

ফ্রাংক গার্ডনার বলেন, মস্কোতে এই ড্রোন হামলার পর নেটো জোট কিছুটা স্নায়ু চাপে ভুগবে, কারণ এর ফলে যুদ্ধ আরও তীব্রতর হওয়ার ঝুঁকি বাড়বে।

নেটো জোট ইউক্রেনকে যেসব শক্তিশালী এবং দূরপাল্লার অস্ত্রশস্ত্র দিচ্ছে, তাতে এরকম শর্ত দেয়া আছে যে এগুলি দিয়ে রাশিয়ায় হামলা চালানো যাবে না।

ফ্রাংক গার্ডনার বলেন, মস্কোর ওপর কোন ড্রোন বা ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় যদি গুরুতর ক্ষতি হয়, সেটি ইউক্রেন যুদ্ধকে আরও বিপদজনক সীমানায় নিয়ে যেতে পারে।

তরুণ যে নেতা থাইল্যান্ডকে আমূল বদলে দিতে চান

থাইল্যান্ড (এজেন্সী) ঃ পিটা লিমজারাট ঠিক অন্য সব থাই রাজনীতিবিদের মত নন। যে দেশে মন্ত্রীদের গড় বয়স ৬৫ আর যেখানে বয়সে বড়দের কথা কোনো প্রশ্ন ছাড়াই মেনে নেয়াকে ঐতিহ্য হিসেবে মনে করা হয় সেখানে মাত্র ৪২ বছর বয়সেই তার দৃঢ় আত্মবিশ্বাস অন্যদের চেয়ে আলাদা অবস্থান এনে দিয়েছে তাকে। থাইল্যান্ডে গত ৭৮ বছরের মধ্যে সবচেয়ে কম বয়সী প্রধানমন্ত্রী হয়তো তিনিই হতে যাচ্ছেন। একটা লম্বা সময় থাইল্যান্ডের রাজনীতিতে প্রভাব বিস্তার করে আসা রক্ষণশীল রাজনৈতিক ধারাকে হারিয়ে তার দল মুভ ফরোয়ার্ড পার্টি দেশটির পার্লামেন্টে সবচেয়ে বেশি আসন পায় এবারের নির্বাচনে। এখন জোট সরকার গঠন করা হবে কিনা, তা নিয়ে থাইল্যান্ডের দ্বিতীয় বৃহত্তম দল ফেউ থাই পার্টির সাথে আলোচনা চলছে। ফেউ থাই পার্টি থাইল্যান্ডের দ্বিতীয় বৃহত্তম রাজনৈতিক দল আর ২০০১ সালের পর থেকে দেশটিতে হওয়া সব নির্বাচন তারাই জিতেছে। ১৪ই মে'র নির্বাচনের আগেও তারাই বিজয়ী হওয়ার দৌড়ে সবচেয়ে এগিয়ে ছিল। ফেউ থাই আর মুভ ফরোয়ার্ড, দুই পার্টিই নিজেদের প্রগতিশীল হিসেবে দাবি করে। এই দুই দলই ২০১৪ সালে থাইল্যান্ডে সেনা অভ্যুত্থানের বিরোধিতা করেছিল।

কিন্তু এই দুই দলের মধ্য মুভ ফেরায়ার্ড পার্টির তরুণ অ্যাক্টিভিস্টরা এবারের নির্বাচনে ফেউ থাই পার্টির অপেক্ষাকৃত বয়স্ক প্রতিদ্বন্দ্বীদের ভালোভাবেই পরাজিত করেছে। নির্বাচনে তাদের প্রচারণা ছিল বেশ ভিন্নধর্মী ও সোশ্যাল মিডিয়া কেন্দ্রিক। ভোটারদের কাছে তাদের প্রতিশ্রুতি ছিল যে তারা অতীতের সবকিছু বাদ দিয়ে সম্পূর্ণ নতুন ধরণের রাজনৈতিক নেতৃত্ব নিয়ে আসবে।

আমার সাথে কথা দেয়ার সময় পিটা বলছিলেন, আমি অন্যরকম। প্রধানমন্ত্রীত্ব পাওয়ার জন্য বা পুরো বিষয়টা তাড়াতাড়ি সমাধান করার জন্য আমরা জোটে যাচ্ছি না। আমি জনগণের জন্য সরকারে যোগ দিয়েছি। পৃথিবী বদলে গেছে।

মানুষ আপনার কথা শুনবে, এটি নিশ্চিত করার জন্য আপনার মধ্যে পুরুষোচিত তেজ থাকতে হবে বা শক্তিশালী হতে হবে, তা নয়। আপনার যে সবসময় আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে থাকতে হবে তাও নয়। আমার সবসময় নিখুঁতও হতে হবে না। আমি থাইল্যান্ডের আর দশটা সাধারণ মানুষের মতই মোটরবাইক চালিয়ে, খাওয়াদাওয়া, ঘোরাঘুরি করে জীবন কাটানো একজন ব্যক্তিও হয়ে থাকতে পারি।

তার ভাষ্যমতে, কৈশোরে তার স্কুলজীবন কেটেছে নিউজিল্যান্ডে, উচ্চশিক্ষা নিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রে, পরিবারের ধানের তুষের ব্যবসার সাথে জড়িত ছিলেন এবং সবশেষ রাইড শেয়ারিং প্রতিষ্ঠানের এক্সিকিউটিভ হিসেবে কাজ করেছেন।

নিউজ্যালন্ডের জেসিন্ডা আডার্ন ও উরুগুয়ের হোসে 'পেপে' মুহিকার মত সাধারণ জীবনযাপন করা নেতাদের তিনি আদর্শ মনে করেন।

থাইল্যান্ডের নির্বাচনি ইতিহাসের সবচেয়ে উচ্চাকাঙ্খী সংস্কারের প্রতিশ্রুতি ছিল এবারে মুভ ফরোয়ার্ড পার্টির নির্বাচনি ইশতেহারে।

তাদের নির্বাচনি ইশতেহারে থাকা ৩০০ প্রতিশ্রুতির মধ্যে রয়েছে থাইল্যান্ডে এলজিবিটিকিউ সম্প্রদায়ের বিয়ের অধিকার প্রতিষ্ঠা, বাধ্যতামূলকভাবে সেনাবাহিনীতে নিয়োগের আইন বাতিল, ব্যবসায় বিশেষ কোনো প্রতিষ্ঠানের একচেটিয়া আধিপত্য বাতিল করা ও একবিংশ শতাব্দির চাহিদার সাথে সামঞ্জস্য রেখে শিক্ষা নীতি পরিবর্তন করা।

সেনাবাহিনীর তৈরি সংবিধান বাতিল করারও পরিকল্পনা রয়েছে পার্টির। তারা সেনাবাহিনীর বেশ কিছু ব্যবসা অর্থ মন্ত্রণালয়ের অধীনে নিয়ে আসতে চায়।

সেনা অভ্যুত্থানের চক্র শেষ করার সময় হয়েছে। রাজনীতিতে থাকা যে দুর্নীতি ধরণের অভ্যুত্থানের রাস্তা তৈরি করে দেয়, সেই দুর্নীতিকেও বিদায় জানানোর সময় হয়েছে, বলছিলেন পিটা।

তবে মুভ ফরোয়ার্ড পার্টি সবচেয়ে বেশি বিতর্ক তৈরি করেছে লেস ম্যাজেস্তে আইন সংস্কারের প্রস্তাব দিয়ে।

থাইল্যান্ডের রাজ পরিবারকে অবমাননা করা হলে অভিযুক্তকে লম্বা সময় কারাগারে থাকতে হয় এই আইনের অধীনে। পাশাপাশি রাজ পরিবার ও থাই জনগণের মধ্যে আলোচনা শুরু করারও পরিকল্পনা আছে তাদের নির্বাচনি ইশতেহারে। তবে আগের সেনাবাহিনী সমর্থিত সরকারের ২৫০ জন সিনেটরের অনেকেই বলছেন যে মুভ ফরোয়ার্ড পার্টির এই পরিকল্পনার বিরোধিতা করবেন তারা। পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী নির্বাচনের ভোটাভুটিতে এই সিনেটরদের অনেকেরই যোগ দেয়ার কথা। পিটা বলছিলেন, যুগের মনোভাব পরিবর্তন হয়েছে। আমার মনে হয় এখন আমাদের রাজতন্ত্র নিয়ে কথা বলার পরিপক্কতা ও সহনশীলতা এসেছে। এমনকি রক্ষণশীলরাও বোঝেন যে একবিংশ শতকে সাংবিধানিক রাজতন্ত্রের ভূমিকা কি হতে পারে। আমরা এক কোটি ৪০ লাখ মানুষের ভোট পেয়েছি। আর তারা বোঝেন যে এই এজেন্ডাটি আমরা বাস্তবায়ন করতে চেয়েছি। মুভ ফরোয়ার্ড পার্টির নেতারা বিশ্বাস করেন যে তাদের জোট পূর্ণ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাবে। পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষে ৫০০ আসনের ৩১২ আসন রয়েছে এখন জোটের দখলে। পূর্ণ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেতে তাদের এখনো ৬৪ জন সিনেটরের সমর্থন প্রয়োজন। তবে সিনেটের ভেতরের সূত্রমতে, মুভ ফরোয়ার্ড পার্টি যদি লেস ম্যাজেস্তে আইন সংশোধন করতে বদ্ধপরিকর থাকে, তাহলে এই সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাওয়া তাদের জন্য কঠিন হবে। পিটা লিমজারাট নতুন পররাষ্ট্র নীতিরও প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। গত এক দশকে থাইল্যান্ডের সেনা সমর্থিত সরকারগুলো আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে খুব একটা নজর দেয়নি। আগের প্রধানমন্ত্রী প্রয়ুথ চান-ওচা'রও পররাষ্ট্র নীতি নিয়ে খুব একটা মাথাব্যাথা ছিল না। তবে পিটা বলছেন, আন্তর্জাতিক পক্ষগুলোর সাথে আমাদের অবশ্যই আরো বেশি সম্পর্ক রাখা উচিৎ। আমাদের নতুন করে ভারসাম্য তৈরি করতে হবে। আমাদের আরো বেশি আলোচনায় অংশ নিতে হবে, আর নিয়মতান্ত্রিক বিশ্ব নীতির সাথে আমাদের মানিয়ে নিতে হবে।

বায়ু দূষণ, সারের দাম থেকে শুরু করে আমাদের নিজেদের অনেক সমস্যাই বিশ্বের অন্যান্য দেশের সাথে সম্পৃক্ত, এই বিষয়টি বোঝা প্রয়োজন।

তার ভাষ্য অনুযায়ী, তার সরকার থাইল্যান্ডের আসিয়ান (অ্যাসোসিয়েশন অব সাউথইস্ট এশিয়ান নেশন্স) মিত্রদের সাথে আরো ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করে মিয়ানমারের গৃহযুদ্ধের সমাধান করতে চায় এবং থাইল্যান্ড মিয়ানমার সীমান্তে যুদ্ধ কবলিত নাগরিকদের জন্য আরো বেশি মানবিক সহায়তা নিশ্চিত করতে চায়।

তবে এই তরুণ প্রধানমন্ত্রীর সামনে এখন কঠিন কিছু চ্যালেঞ্জ রয়েছে।

সন্দেহপ্রবণ সিনেট সদস্যরা ছাড়াও জোটের শরিক ফেউ থাই পার্টির সাথেও ক্ষমতা ভাগাভাগির ক্ষেত্রে আলোচনা চালিয়ে যেতে হবে তাদের। ফেউ থাই পার্টি নির্বাচনে তাদের চেয়ে মাত্র ১০টি আসন কম পেয়েছে। তাদের দলে অভিজ্ঞ রাজনীতিবিদের সংখ্যাও মুভ ফরোয়ার্ড পার্টির চেয়ে বেশি। ফেউ থাই পার্টি এরই মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রিত্ব পদ এবং পার্লামেন্টের স্পিকারের পদ চেয়েছে। পিটাও মনে করে তার অনেক আইন পাস করার জন্য স্পিকারের পদ তার দলের হাতে থাকা উচিৎ। তার দল মুভ ফরোয়ার্ড পার্টির সাংসদদের অধিকাংশই এবারই প্রথম এমপি হয়েছেন। এদের মধ্যে কয়েকজনের বয়স আবার ৩৫এর কম এবং এ কারণে তারা আইন অনুযায়ী মন্ত্রীও হতে পারবেন না। কয়েকজনের বিরুদ্ধে আবার পুরনো রাজনৈতিক মামলাও রয়েছে।